সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, December 2019, Volume-12, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

সিডনিতে হিজাব-পরিহিতা গর্ভবতী নারীর উপর অমানবিক আক্রমণ

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি?

ড. ফারুক আমিন, সুপ্রভাত সিডনি

গত ২০ নভেম্বর বুধবার রাত সাড়ে দশটার ঘটনা। সিডনির পশ্চিমাঞ্চলীয় অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকা প্যারামাটার ব্যস্ত সড়ক চার্চ স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্টে বসেছিলেন তিনজন মুসলমান মহিলা। হিজাব দেখে তাদেরকে সহজেই মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনজনের মাঝে একজন রানা হায়দার, ৩৭ মাসের গর্ভবতী। সন্তান প্রসবের অল্প কিছুদিন বাকী আছে মাত্র।

সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা যায় একজন মধ্যবয়সী মানুষ তাদের টেবিলে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত কিছু কথা বলেন। টেবিলে উপস্থিত ব্যক্তিরা জানান, লোকটি গিয়ে ইসলাম প্রসঙ্গে গালিগালাজ করছিলো। লোকটি তাদের অপরিচিত, এবং কোন পূর্বঘটনা ও কারণ ছাড়াই সে ঐ টেবিলে গিয়ে এ কাজ করে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরেই সে হঠাৎ করে টেবিলে বসা মুসলিম নারীদেরকে আঘাত করতে শুরু করে। *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নাসার বিজ্ঞানি সিডনি কাঁপালেন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

NASA (National Aeronautics and Space Administration) এর বাংলাদেশী প্রবীণ বিজ্ঞানী ড:আব্দুল হাই সিডনিতে এসেছিলেন মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। তিনি গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ সিডনি এসে ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তাঁর স্থায়ী ঠিকানা আমেরিকা ফেরে যান।

তিনি একজন উদ্যোক্তা, স্পিকার, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে ১৮০টিরও বেশি শহর ভ্রমণ করেছেন ইসলামের বার্তা নিয়ে। এ যাবৎ ২০ টি বই লিখেছেন এবং কর্পোরেশন, ধর্মীয় সম্প্রদায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অলাভজনক সংস্থাসহ শ্রোতাদের জন্য ৪০ টিরও বেশি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তৈরি করেছেন।বিশ্লেষণ, নকশা, চর্বিহীন উৎপাদন এবং *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস বাৎসরিক গালা ডিনার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৩শে নভেম্বর ২০১৯ রোজ শনিবার ইঙ্গেলবার্ন লাইব্রেরিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর উদ্যেগে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটির বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশের কৃষ্টি ,সংস্কৃতিকে প্রবাসের মাটিতে চর্চার মাধ্যমে দেশের নাম উজ্জ্বল করাই এ সংগঠনের মূল মন্ত্র। বাংলাদেশের বিচিত্র সুন্দরময় গৌরবোজ্জল এই সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়ে চলেছেন শ্বাসত বাঙ্গালীর চিরন্তন এক একজন *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বছর ঘুরে আবার এলো অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের প্রাণের মেলা বাংলা মেলা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বছর ঘুরে আবার এসেছে ডিসেম্বর মাস। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই মাসে বাংলাদেশ অর্জন করেছিলো অমূল্য স্বাধীনতা। নিজেদের পতাকা উড়িয়ে বিশ্বের বুকে স্বাধীন একটি জাতি হিসেবে আত্মপরিচয়ের সম্মান নিয়ে দাঁড়ানোর সুচনা হয়েছিলো এই মাসে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ডিসেম্বরের বিজয় দিবস উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে সপরিচিত মেলা 'বাংলা মেলা, আয়োজন করতে যাচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিক সংগঠন 'আমরা বাংলাদেশী, ।

সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা লাকেম্বা থেকে পরিচালিত সংগঠনটি এ বছরের ২২ ডিসেম্বর *১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনির শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পত্রিকার সম্মাননা অর্জন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৩শে নভেম্বর ২০১৯ রোজ শনিবার ইঙ্গেলবার্ন লাইব্রেরিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর উদ্যোগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গালা ডিনারের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ এই সামাজিক সংগঠনটির আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে *১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

YOUR FAMILY CHEMIST
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
At your family chemist we endeavor to give you and your family the best advice, the best service and best price
LET'S TALK PRICES!
We BEAT & MATCH most advertised prescription prices In Sha Allah
TRY US OUT!
Agent for Diabetes Australia Health care Monitoring machinery Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine Huge collection of perfumes and other cosmetics
We have experienced and professional pharmacists
"WE HAVE YOUR HEALTH INTEREST AT HEART"
We Open 6 Days
90 years of Chemist Experience
প্রতি দিনের মূল্য হ্রাস
New Branch in Punchbowl
Open now. Address: 757 Punchbowl Road,Punchbowl,NSW 2196, Tel: 02 9790 2377
62 Haldon Street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 02 9759 1013

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

দেখতে দেখতে আমাদের সবার জীবন থেকে আরও একটি বছর শেষ হয়ে এলো। খ্রিষ্টীয় বছরের শেষ মাস ডিসেম্বর মাস এলেই বাঙালীর মনে বিজয় দিবসের অনুভূতি সতেজ হয়ে উঠে। এই অঞ্চলের বাংলাভাষী মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সুলুক সন্ধানের দীর্ঘ অভিযাত্রার পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ শতক পরে এসেও আজ যে কোন সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন, এই স্বাধীনতা কি প্রকৃতই কোন অর্থবহ স্বাধীনতা? না কি আমরা রাওয়ালপিন্ডির গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে দিল্লীর গোলামীর শেকল নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছি?

যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা থাকে মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সমন্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্যদিকে বাংলাদেশ অনবরত কেবল পেছনের দিকেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত মাসে বাংলাদেশে একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-ফসল পেঁয়াজের অভাবনীয় মুল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অকল্পনীয় এবং অযৌক্তিক দামে পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছে।

অথচ প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা পেয়াজের নায্য মুল্যটুকুও পাচ্ছেন না। পেঁয়াজের এই কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাজার থেকে হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া আড়তদার, মজুতদার এবং আমদানীকারক ব্যবসায়ীর দল। সারা বাংলাদেশ এখন একটি নির্দিষ্ট মাফিয়া গোষ্ঠীর লুটপাটের মহোৎসব চালানোর এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

পেঁয়াজের এই সংকটের সময়ে বাংলাদেশের তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্র ভারত পরিকল্পিতভাবেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ রেখেছে। আর দুই তিন মাস পরেই আসছে মুসলিমদের সিয়াম সাধনার পবিত্র মাস মাহে রমজান। সারা পৃথিবীর দেশগুলোতে যখন রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন জিনিসপত্রের মুল্যের উপর ছাড় দেয়া হয়, তখন বাংলাদেশে রমজান মাসে প্রতিটি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

রমজান আসার আগেই বিগত মাসটিতে পেঁয়াজের দাম নিয়ে যে তুঘলকি কারবার ঘটে গেলো তাতে করে নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে এবার রমজান মাসে বাংলাদেশের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুনাফাখোর গোষ্ঠীর কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হবে অপরিসীম।

এই অবস্থার পূর্বলক্ষণ ইতিমধ্যেই দেশের বাজারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পেঁয়াজের পর লবনের দাম বেড়েছে, চালের দাম বেড়েছে। বেড়ে চলেছে অন্যান্য সব খাদ্যদ্রব্যের দাম। সাধারণ মানুষের নির্দিষ্ট আয়ে প্রয়োজনীয় বাজার করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পেঁয়াজের মতো সাধারণ একটি পণ্যও কিনতে গিয়ে মানুষ এখন হালি দরে কিংবা পোয়া দরে কেনার মতো অপমানকর পরিস্থিতিতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

দেশের বাজার ও অর্থনীতির এই অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে আগমনী অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্ভিক্ষের বার্তা দেয়। প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি করে যখন দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা ও পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে, বাঁধভাঙ্গা লুটপাটের এই অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ মানুষকেই অপরিসীম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে। দুশাসন এবং স্বৈরাচারী লুটপাটের এই অনাকাংখিত ফসল বাংলাদেশের মানুষকে চুয়াত্তর সালেও ভোগ করতে হয়েছিলো। তখন মানুষ খাদ্য না পেয়ে খিদের জ্বালা মেটাতে ভাতের ফেনের জন্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলো, কাপড় না পেয়ে মাছ ধরার জাল পরিধান করে বাসন্তীকে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছিলো।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকারের অনুপস্থিতিতে স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশকে আরেকটি চুয়াত্তরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতির সমাধান হওয়া পর্যন্ত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত দেশের বিজয় ও স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন আবেগের বিষয় হিসেবেই থেকে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি?

১ম পৃষ্ঠার পর

এক পর্যায়ে গর্ভবতী রানাকে সে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। রানা মাটিতে পড়ে আত্মরক্ষার জন্য কুঁকড়ে গেলে তখনও লোকটি পা দিয়ে তার মাথার উপর আঘাত করতে থাকে। অন্য নারীরা এ সময় তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। উপস্থিত মানুষজন ততক্ষণে ঘটনা বুঝে উঠে লোকটিকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। রেস্টুরেন্টে উপস্থিত অন্যান্য সাধারণ মানুষরা এসে তাকে আটকে ফেলে এবং ধরে রাখে।

পরবর্তীতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আক্রমনকারী এ লোকটির নাম স্টাইপ লোজিনা। ৪৩ বছর বয়স্ক স্টাইপ ঐ টেবিলে উপস্থিত রানা এবং অন্যান্য নারীদের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষ। কেবলমাত্র ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই একজন গর্ভবতী নারীকে নির্মমভাবে আঘাত করার মতো এই উগ্রবাদী ও জঘন্য কাজটি সে করেছে।

এ ঘটনা অস্ট্রেলিয়ান মূলধারার গণমাধ্যমে প্রচারের পর অস্ট্রেলিয়ান সমাজে প্রচলিত ইসলামোফোবিয়ার বিষয়টি বর্তমানে আলোচনায় এসেছে। একই সাথে অসংখ্য মুসলমান ব্যক্তিও সামনে এগিয়ে এসেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে। অনেকেই বলছেন রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে নানারকম টিটকারি বা বিদ্রুপ শোনার অভিজ্ঞতার কথা, কিংবা মুসলিম হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরণের অসদাচরণের মুখোমুখি হওয়ার কথা। সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে সচেতন মানুষরা এখন প্রশ্ন করছে, অস্ট্রেলিয়ার মতো আধুনিক ও সভ্য একটি রাষ্ট্রে এমন উগ্রপন্থী চিন্তা ও কাজের কারণ কি? এর সমাধান কোন পথে?

বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকে দেখা যায়, মুসলিম পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি হারে রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে ঘৃণাবাদী আচরণের শিকার হন। যেহেতু মুসলিম নারীরা অনেকেই হিজাব পরিধান করেন সেহেতু তাদেরকে সহজেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে এ ধরণের ইসলামোফোবিকরা বেছে নেয়।

প্যারামাটার ঘটনায় আক্রমণকারী স্টাইপ লোজিনা বর্তমানে কারাবন্দী অবস্থায় আছে এবং তার বিরুদ্ধে বর্ণবাদী হামলার অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠী মনে করছে, স্টাইপ লোজিনা সংঘটিত এই ঘটনাই এ ধরণের শেষ ঘটনা নয়। বরং এটি চলমান সামাজিক বাস্তবতার একটি প্রকাশ মাত্র। এদেশের সরকার, সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবিরা যদি সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানবিক অধিকার ও সম্মান রক্ষায় সক্রিয়ভাবে এখনই এগিয়ে না আসেন তাহলে মাল্টিকালচারালিজমের চর্চাকারী দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সারা পৃথিবীর সামনে যে গর্বের দাবীদার তা বাস্তবিক অর্থে অদূর ভবিষ্যতে গিয়ে ধুলিস্যাত হয়ে যেতে পারে।

পাশ্চাত্যের নানা দেশেই সাম্প্রতিক সময়ে উগ্র ডানপন্থী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা চর্চাকারীদের প্রসার ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘৃণাবাদী আদর্শ প্রচার করছেন। অভিবাসী বিদ্বেষ ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করাই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু। এই ধরণের ঘৃণা ও বিভেদ চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও কার্যকরী অবস্থান নেয়ার জন্য এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয়তা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

রানা হায়দারের উপর ন্যাক্কারজনক আক্রমণের এ ঘটনার পর ইসলামোফোবিয়ার প্রচার ও প্রসারে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথাও আলোচনায় উঠে এসেছে। বিভিন্ন প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় মিডিয়া প্রায়শই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুসলিমদের প্রতি অন্যায় আচরণকে পৃষ্ঠপোষকতা করে অথবা প্রচার করে। জনমত গঠনে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং সাধারণ মানুষের মাঝে সত্যিকার সচেতনতা তৈরিতে এবং উদ্দেশ্যমূলক বিভেদ তৈরি বন্ধ করতে মিডিয়াকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘৃণা এবং বিভেদ ভিত্তিক রাজনীতি যে কোন দেশ ও সমাজের সমৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে বরং পতনের দরজা খুলে দেয়। ইতিবাচক কর্মসূচীর মাধ্যমে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ ও অদক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলো এ ধরণের ঘৃণাবাদের চর্চা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে আমরা ঠিক এ ঘটনাটিই ঘটতে দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের শক্তির নামে অমানবিক ঘৃণাবাদের চর্চা করে বাংলাদেশকে আদিম যুগে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চর্চায় এগিয়ে থাকা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশিত নয়। ঘৃণাবাদ ও বর্ণবাদের উত্থান কি ধরণের মানবিক বিপর্যয় ঘটায় তা চল্লিশের দশকে নাৎসি জার্মানির উত্থান এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এ দেশগুলো হাতেকলমে শিখতে পেরেছে।

সেই ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান শিক্ষা যদি পাশ্চাত্যের দেশগুলো ভুলে যায় তবে হয়তো তার শিকার হবে এসব দেশগুলোতে বসবাস করা মুসলমান জনগোষ্ঠী। ঠিক এ ধরণের উগ্র ঘৃণাবাদী চিন্তার চর্চা থেকেই কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে সশস্ত্র হামলা করে একান্ন জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেছিলো ব্রেন্টন টারান্ট নামের আরেক হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্ট। প্যারামাটার ঘটনায় আক্রমণকারী স্টাইপ লোজিনার আদর্শিক অবস্থান এখনো পরিস্কার জানা যায়নি, তবে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার দিক থেকে তারা দুজনেই একই শ্রেণীর মানুষ। এ ধরণের দানবীয় চিন্তার প্রসার রুখে দিতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ একটি পৃথিবী নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিসরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুশিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ববাদ এবং ইসরাইল-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব

কামরুল ইসলাম

আমেরিকাতে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পর ২০০১ সালে ওয়ার এগেইনষ্ট টেররিজমের নামে ইসলামী র‍্যাডিকলিষ্টদের সাথে আমেরিকা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। সেই সময় আমেরিকা ঘোষণা করেছিল যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। আমেরিকা তখন বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে ভারতের সাথে সহযোগিতা করে চলতে। আমেরিকার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে ভারত বাংলাদেশে তার নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে চেপে বসে। ভারতের নিজস্ব এজেন্ডা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন দুই লক্ষ্যে কাজ করে- বিএনপি জামাত উৎখাত এবং বাংলাদেশ থেকে এন্টি ভারতীয় নির্মূল করা। সেই লক্ষ্যে ২০০৮ সালে আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় এনে বাংলাদেশ থেকে জংগী খতম দেখিয়ে পশ্চিমাকে আওয়ামীলীগের পক্ষে রাখা এবং সে সাথে আওয়ামীলীগকে দিয়ে ভারতের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। এখন ভারত ও আওয়ামীলীগ সুকৌশলে পশ্চিমাদের নেক নজর আদায় করছে মাঝে মাঝে কথিত জংগী নাটক দিয়ে। ভারতের সব চেয়ে বড় ভয় বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ ও এন্টি ইন্ডিয়ান রাজনীতি। স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগকে পুতুল সরকার বানিয়ে সকল ধরণের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে সিদ্ধ হস্তে।

আওয়ামীলীগ স্বৈরাচারী রুপ ধারন করায় লাভ হয়েছে ভারতের আর ক্ষতি বাংলাদেশের। ফলাফল:বাংলাদেশের সংকট ভারতের স্বার্থ লাভ। ভারতীয়রা এখন বাংলাদেশে চেপে বসছে তা বলিউডি হেজিমনি দেখলেই পরিষ্কার হয়। আরো পরিস্কার হয় যখন একটা ভেজাল দেখা গেলেই মিথিলার এক বছরের পুরনো পরকীয়া বের হচ্ছে নয়তো গুলতেকিনের এক মাসের পুরনো বিয়ে বের হচ্ছে। তার মানে খবরগুলো আটকে রেখে সময় বুঝে গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে ছাড়া হচ্ছে আর বাঙ্গালীরা সেই উন্মাদনা খাচ্ছে ,সেই বাংলাদেশ থেকে বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রবাসীরা পর্যন্ত।

ভারত আওয়ামীলীগের বন্ধু, সেই ভারত শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রতি গতিবিধি নজরদারি করতে ভারত আকাশ, পানি ও মাটির সমস্ত দিকে ইসরাইলী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আকাশ পথের পাশাপাশি জল ও মাটির নিচ থেকেও বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে নজর রাখছে। বাংলাদেশও ইসরাইলী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তবে সেটা মায়ানমার বা অন্যকোন দেশের জন্যে নয়, নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর নজরদারির উদ্দেশ্যে, ফেসবুকের উদ্দেশ্যে, মিথ্যা গায়েবী মামলাসহ শুধুমাত্র নিজ দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে এবং এ লক্ষ্যে স্বয়ং পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাদেরকে জনগণের বন্ধু বলা হয়ে থাকে। ইসরাইলকে যদি এতই উপকারে লাগে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক নিষিদ্ধ রেখে কেন? অথচ মায়ানমারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ একটা মামলা পর্যন্ত করার সাহস দেখাতে পারেনি, ভারত অখুশি হবে মনে করে অথচ গাম্বিয়া করে দেখিয়ে দিল। এত কিছুর পরেও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নাকি "স্বামী-স্ত্রী„র মত, এই কথা মহাজ্ঞানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আসলে ভারত একটা লোভী বর, এত কিছুর পরেও কয়দিন পরপর স্ত্রী রাষ্ট্রকে যৌতুকের জন্য চাপ দেয়। মাগনা ট্রানজিট নেয়, কমদামে আমদানি ও বেশীদামে রপ্তানি করে, বিমান বন্দরের জন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে জমি চায় ইত্যাদি। এত এত যৌতুক পেয়েও এই স্বামী বারবার বউকে নির্যাতন করে। মানুষ মেরে কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখে। পানির বাঁধ ছেড়ে যায়। সীমান্তে কৃষক ধরে নিয়ে গুলি করে মারে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূর্খ কনে এখন হলো অসহায়। বিয়ের স্বীকৃতি নিয়ে নিজে না খেয়েও জামাইয়ের বাড়ীর চাহিদাই পূরণ করে। অর্ধেক দামে ইলিশ রপ্তানি করে, বেশী দরে পঁচা চাল কিনে আনে। নিজের দেশের শিক্ষিত লোক বেকার অথচ ভিসাবিহীন ভারতীয়দের চাকরিতে মোটা বেতন দেয়। আসলে এখন শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আওয়ামীলীগ সরকার কতভাবেই না ভারতকে সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে। ভারত যে মেসেজটি শেখ হাসিনাকে দিয়েছে, এখন ভারতের তাবেদার হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকো না হয় মরো।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিল, ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারলে ৫-৭ লাখ রোহিঙ্গাকেও খাওয়াতে পারবে। ৫-৭ লাখ সংখ্যাটি এখন ১৫ লাখে উন্নীত হলেও তারা খেয়ে আগের চাইতে ভালোই আছে। মৌলবাদী মোদির এনআরসি আতংকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভায়ার্ত নারী-পুরুষের দল বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু করছে, এভাবে আসতে থাকলে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা অচিরেই কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

ভারত তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমুহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে নেপাল, শ্রীলংকা, এমনকি ভূটান এর সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই ব্যতিক্রম। মৌলবাদী মোদীর মতো একটা লোককে মুজিব বর্ষে মূল বক্তার মর্যাদা দেওয়া, এর বাইরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সমস্ত (অ)সমঝোতা চুক্তিই বর্তমান পরিস্থিতির কারণ।

সিডনিতে জেলহত্যা দিবস আলোচনা সভায় বানিজ্যমন্ত্রী

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৬ নভেম্বর শনিবার সিডনিতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার (একাংশের) আয়োজনে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক পিএস চুন্নুর সঞ্চালনায় সিডনির রকডেলের বনলতা রেস্টুরেন্টের হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় অস্ট্রেলিয়া সফররত বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি প্রধান অতিথি এবং অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সুফিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শোকাবহ জেলহত্যা দিবসের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।৩ নভেম্বরে জেলহত্যায় শহিদ জাতীয় চার নেতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন অস্ট্রেলিয়া আওয়ামীলীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। এরপর বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট পারভীন খায়ের এবং ম্যাকুয়ারী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান কচি, মোহাম্মদ আলী সিকদার, একেএম হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোসলেউর রহমান খুশবু, এসএম দিদার হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক রিজভী শাওন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আশরাফুল আলম লাবু, ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার রিপন, আওয়ামী যুবলীগ অস্ট্রেলিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম হাফিজ, সিডনি আওয়ামীলীগ শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নির্মল কস্তা, সহ সভাপতি আলতাফ হোসেন লাল্টু, সিডনি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ফয়সাল আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, মো. জাহিদ হোসেন, জুয়েল হাওলাদার, ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক বকুল খান, স্বেচ্ছাসেবক লীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি জাকারিয়া আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক লীগ অস্ট্রেলিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক রাহান প্রমুখ ।

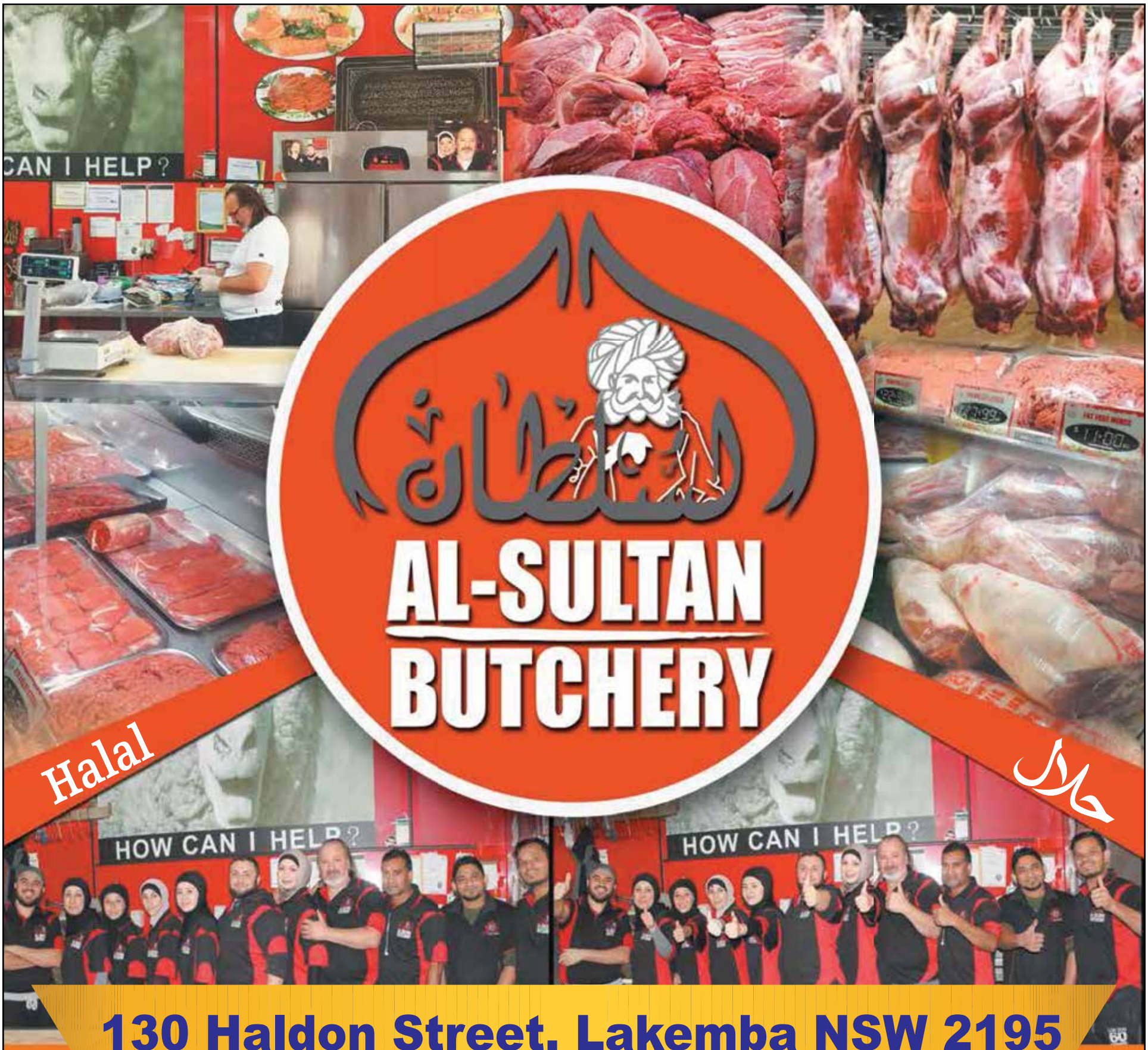

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

LUXURY UMRAH PACKAGE WITH GROUP
GROUPS DEPARTING ON
13th Nov 2019, 5th Feb & 1st Apr 2020
FROM AN AMAZING
$2,990
ONLY PER PERSON
VISA
PACKAGE INCLUSIONS:
• Flights with Etihad Airways
• Taxes & fuel surcharges
• 4 nights at Madinah Hilton opposite to Haram
• 5 nights at Makkah Clock Tower opposite to Haram
• Ziarah tours in Makkah & Madinah
• Daily buffet breakfast
• Deluxe AC Coach Transportations
• Umrah Visa Processing
Travel with Group & Save!
Accompanied by a Tour Director!
CRESCENT TOURS
AUSTRALIA WIDE NO:
1300 66 20 34
WWW.CRESCENTTOURS.COM.AU
ENQUIRY@CRESCENTTOURS.COM.AU
T/A LIC NO: 32706
AUSTRALIA'S FAVOURITE
LUXURY HAJJ GROUP TOUR
COUPLES PACKAGE
$29,000
PRIVATE ROOM
SINGLES PACKAGE
$11,900
QUAD ROOM
Package includes luxury Raffles Makkah Clock Tower &Inter-Continental Dar Al Iman-Madinah
GUIDED BY
SHAIKH TAWFIQUE CHOWDHURY
STAY RIGHT OPPOSITE TO HARAM IN MAKKAH
ALL SUITES ROOM-STAY OPPOSITE TO HARAM IN MAKKAH
INTER-CONTINENTAL DAR AL IMAN MADINAH
STAY OPPOSITE TO HARAM IN MADINAH
FLYING ETIHAD AIRWAYS
RAFFLES ALL-SUITES ROOM (HARAM VIEW NOT GUARANTEED)
INTER-CONTINENTAL ELEGANTLY DESIGNED ROOM (HARAM VIEW NOT GUARANTEED)
4 STAR HOTEL IN ABU DHABI
RAFFLES SPA & JACUZZI
RAFFLES STEAM ROOM
RAFFLES GYMNASIUM
MINA VIP TENTS
ARAFAT HIGH-CEILING TENTS
SHEESHA APARTMENT
INDO/PAK/BANGLA & ASIAN CUISINE AT SHEESHA APARTMENT
TURKISH/ARABIC MEALS IN MINA AND ARAFAT
INTERNATIONAL BUFFET BREAKFAST & DINNER AT RAFFLES & INTER-CONTINENTAL HOTELS
24 HOURS TEA/COFFEE/SOFT DRINKS/WATER IN MINA, ARAFAT & APARTMENT
DELUXE A/C BUSES
ZIARAH TOUR INCL. MUSEUM VISIT WITH PROFESSIONAL GUIDES
FULL DAY TAIF HISTORY TOUR WITH LUNCH
HAJJ BRIEFING
BONUS: SIGHTSEEING TOUR OF ABU DHABI WITH DINNER
HAJJ ESSENTIALS KIT

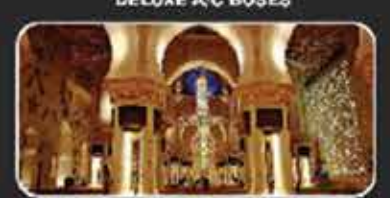

বাংলাদেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

কামাল হোসাইন (ফ্লোরিডা, ইউএসএ)

দেশ আর চলছে না। ভেঙ্গে পড়ছে এর প্রতিটি অঙ্গ। গণতন্ত্র ও সামাজিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে, আইন, আদালত, অর্থনীতি, ব্যাংকিং সেক্টর, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিনিস পত্রের দাম ও সরবরাহ, সর্বত্রই হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। মানুষ ট্যাক্স, চাঁদা আর ঘুষের টাকা দিতে দিতে ক্লান্ত। বিনিময়ে অধিকারহীন ও ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে সে দিনাতিপাত করছে। যে যে ভাবে পারছে, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। জাতির ভবিষ্যত মনে হচ্ছে আরও অন্ধকারময়।

গণতন্ত্র ও সুশাসনের কথা বলেই ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিলো। দশটাকা কেজি চাল এবং ঘরে ঘরে চাকুরি দেবার কথাও বলেছিলো তারা। ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ নিজেদের হাজার হাজার মামলা বাতিল করলো। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের মামলা বাতিল দূরে থাক, তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে লাখ লাখ মামলা রুজু করলো। এর মধ্যে এমনো ভৌতিক মামলা আছে যে, ৭৪ বছর বয়স্ক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কুমিল্লা শহরে গিয়ে বাসে বোমা মেরেছেন। মামলার সাথে সাথে পুলিশি নিপীড়ন, গুম, খুন ও হামলা রাজনীতির প্রক্রিয়াকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষ এখন ভোট দিতে না পারলেও কোনপ্রতিবাদ করতে চায় না। বিরোধী মতকে দুর্বল করে দিয়ে গত একযুগ দেশে লুটপাট চলেছে দেদারসে। শেয়ার মার্কেটে ৩৭ লক্ষ বিনিয়োগকারীর ৮৪ হাজার কোটি টাকার সিংহভাগ লুটে নিয়েছে মাত্র ২৬ জন রাঘব-বোয়াল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে, রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা, অগ্রনী, বেসিক ব্যাংক লুট হয়ে গেছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে সিন্ডিকেট করে গ্রাহকদের আমানতের টাকা মালিকদের পকেটে চলে গেছে। আর এইসব লুটপাটের অর্থ, যা কিনা দুই লক্ষ কোটি টাকার উপরে, দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে নিউইয়র্ক, টরেন্টো, লন্ডন, সিডনি, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, ব্যাংককসহ বিদেশের শহরগুলোতে। আজ ব্যাংকগুলোতে টাকা নেই। শেয়ারবাজার মুখ থুবরে পড়ে আছে। আর বিনাভোটের সরকার দেশকে সিঙ্গাপুর বানানোর গল্প শোনাচ্ছে।

সরকার অবশ্য গত এক দশক ধরে ৬% এর উপর জিডিপির প্রবৃদ্ধি দাবি করতে পারে। তবে সেখানেও রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। দেশে যেই বাৎসরিক বাজেট হয়, তার সিংহভাগ খরচ হয় অবকাঠামো উন্নয়নে। এর মধ্যে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ইমারত, মেশিনারীজ, সামরিক সরনজাম, বই-পুস্তক সবই আছে। এসব খাতে কত পার্সেন্ট কাজ হয় আর কত টাকা লুটপাট হয়, তা সকলের জানা। এখানে ১০০ টাকার বালিশ প্রবৃদ্ধির খাতায় ছয় হাজার টাকা, ৩০০ টাকার পর্দা ৩০ লক্ষ টাকা, বারশ টাকার নাট-বল্টু ৩৬ লক্ষ টাকা দেখানো হয়। তাহলে বলুন, গত এক দশকে দেশটির উন্নতি, নাকি অবনতি হয়েছে?

সাধারন মানুষের আয় না বাড়লেও দ্রব্য মূল্য বেড়েছে হু হু করে। পেঁয়াজ নিয়ে মানুষের নাভিশ্বাস যেতে না যেতেই লবণ এবং চাল নিয়ে নতুন করে বাজার অস্থিতিশীল করে তোলাহচ্ছে। দশ টাকা কেজি চালের স্বপ্নে বিভোর বাঙালি এতোদিন ৭০ টাকা কেজি কিনে আসছিলো। এক লাফে তা আরও দশ টাকা বেড়ে গেছে। ঢাকা শহরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের খরচ মাসে নিদেন পক্ষে দুই লাখ টাকা। কিন্তু এই খরচের টাকা পরিবারে আসবে কো থেকে? যার ফলে বাঙালির নৈতিক অধ:পতনও বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে।

মানুষ এখন চোর-ডাকাতদের চেয়ে পুলিশকে বেশি ভয় পায়। হয়ত সব পুলিশ খারাপ না। কিন্তু এসপি হারুন, শিবলী নোমানদের মতো বহু পুলিশ কর্মকর্তা আইন ও শৃংখলার চরম বরখেলাপ করা সত্বেও এখনো বহাল তবিয়তে আছে। পুলিশের নাম এখন ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ইয়াবা বাণিজ্য, মাদক ও অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। কোর্ট-কাচারীরও একই দশা। টাকা ও ক্ষমতার কাছে সব বিক্রি হয়ে গেছে।

রাস্তায় বেরুবেন, সেখানে যানজট, শব্দ দূষণ, বায়ুদূষণ, ধুলা, ময়লা ও কালো ধোয়া। ঘরে বসে টিভি দেখবেন, সেখানেও সরকারের চাটুকারদের মিথ্যা চাপাবাজি, সরকার বিরোধীদের চরিত্রহনন, ধর্মের অবমাননা ও মিথ্যার বেসাতি। বিদেশি চ্যানেল দেখবেন, সেগুলো পারিবারিক অশান্তির চাবিকাঠি। বাচ্চারা ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না ধর্ষণ ও মাদকের ভয়ে। ঘরে বসেও টাকা দিয়ে যা কিনে খাবেন তা ভরে আছে ভেজাল আর অখাদ্যে। কোন সুস্থ বিনোদন নেই, কোন রাজনীতির চর্চা নেই, ভবিষ্যত নির্মাণের কোন সৎ ও সুষ্ঠ পরিকল্পনা নেই। তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

খাদের এমন কিনারে দাঁড়িয়েও একটি জাতি ভাবলেশহীন। আমাদের সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, কেউ সত্য কথা বলে না, সুন্দর আগামীর পথ দেখায় না। প্রশাসন, আইন ও আদালত নিরপেক্ষ না। সকলে ব্যস্ত ক্ষমতাশালীদের তোয়াজ করে নিজের আখের গোছাতে, শুধু পরিবার ও সন্তানদের জন্য অঢেল বিত্ত-বৈভব রেখে যেতে। কিন্তু এইদেশে যদি সিরিয়া, লিবিয়া অথবা আফগানিস্তানের মতো অশান্তি, হানাহানি ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে কেউ কি নিরাপদ থাকতে পারবেন? আক্কেলমান্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়।

বিএডিআরসির নবনির্বাচিত কমিটি

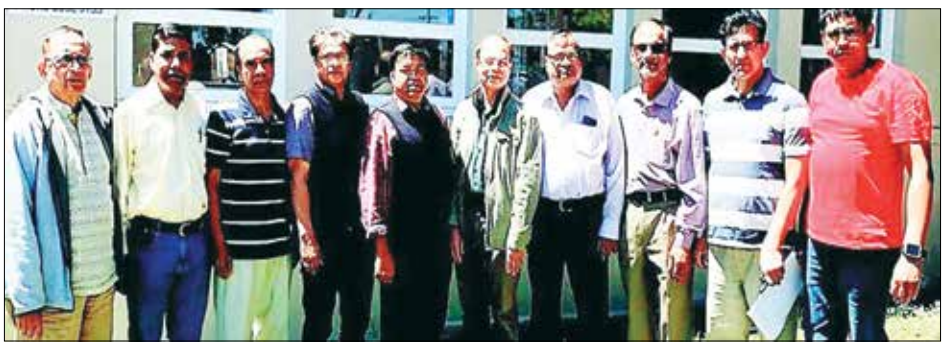

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া দুর্যোগ ত্রাণ কমিটি (বিএডিআরসি) দ্বারা গত ২০ শে অক্টোবর ২০১৮ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেক সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের নবনির্বাচিত কমিটি ঘোষণা দেয়া হয়।

1. President: Dr Wali Ul Islam
2. Vice-President: Mr Azadul Alam
3. General Secretary: Mr Afsar Ahmed
4. Joint-Secretary: Mr Nirmalya Talukder
5. Treasurer: Mr Mosharraf Hossain
6. Public Relations Secretary: Dr Syed Faojul Azim

Members:
Dr Maksudul Bari
Dr A Wahab (co-opted)
Md Rahmat Ullah
Hayat Mahmud

রাশেদ বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য নিযুক্ত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ রাশেদুল হক। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্ব প্রদান করা রাশেদুল হক অস্ট্রেলিয়াতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম একজন সংগঠক হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

রাশেদুল হক দলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং সাংগঠনিক তৎপরতায় অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road
Macquarie Fields NSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220
Fax: (02) 96058580

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Precious Moment of Signing MoU Between BUP and WSU

Suprovat Sydney Report

15 October 2019 was the cherished moment of signing the Memorandum of Understanding between the Bangladesh University of Professionals (BUP) and Western Sydney University (WSU). The process that led to this remarkable occasion was initiated by Dr Ataus Samad, Lecturer, School of Business, WSU.

BUP extended their invitation to Dr Ata and Dr Wayne Fallon, former Associate Dean International of the School of Business, to visit BUP while attending the Education Expo in Dhaka in February 2019. As a follow up of this visit, further communication on details of the collaboration were worked out with the support from concerned academics of WSU School of Business and WSU International office. In July 2019 Associate Professor Linda Taylor, Pro-Vice Chancellor, International WSU invited the BUP delegate to visit WSU. Following the invitation, the high-level delegate is visiting WSU. Accordingly, the MoU was signed on 15 October 2019 at the historic Whitlam Institute in the Western Sydney University Parramatta South Campus.

The purpose of this MoU is to facilitate educational opportunities for students and formalise academic collaboration and cooperation, encompassing: credit Transfer/Articulation arrangement of Undergraduates and Post-Graduate Students; develop a Student Mobility Program (i.e. Study Abroad), short-term program and cultural experience; conduct a short course for faculty development, led primarily by Western Sydney University; exchange of information, teaching materials, technological and scientific publications in fields of mutual interest; joint seminars/ workshops involving faculty and students; conduct and exchange of researcher(s) in the fields of mutual interest and opportunities for furthercollaboration in the future.

Besides signing the MoU, the delegate had exclusive meeting with the WSU Dean of Graduate Studies (Innovation and Policy), Professor Caroline Smith, academics of the WSU School of Business, academics of the School of Computing, Engineering and Mathematic, and had morning tea with Bangladeshi students studying at the Western Sydney University. The relevant authority of WSU hopes this visit by the high-level delegations from the Bangladesh would pave the way for a greater collaboration between BUP and WSU in future.

মেলবোর্নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ভ্রমণের সময় প্রবাসী বাংলাদেশী গবেষক ও শিক্ষাবিদরা মতবিনিময় করেছেন।

গত ৩ নভেম্বর ২০১৯মেলবোর্নে এ মতবিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন মেলবোর্ন পলিটেকনিক ও গর্ডন ইন্সটিটিউট অব টেইফের শিক্ষক, ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও বনবিদ ড. মাহাবুবুল আলম, মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির গবেষক ও মোনাস ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, প্রাণ পরিসংখ্যানবিদ মোল্যা মো. রাশিদুল হক এবং মেলবোর্নে পলিটেকনিকের শিক্ষক, পরিবেশ ও মৎস্য বিশেজ্ঞ ড. সাদিক আওয়াল। সরকারের প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন কারিগরি ও শিক্ষা মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুন্সি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও শিক্ষামন্ত্রীর পিএস মো. শাহগীর আলম, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবু সাঈদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্পেশালিস্ট (এক্সাম এন্ড এভালুয়েশন) রবিউল কবির চৌধুরী।

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS
9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

সরকারী প্রতিবেদনে সিডনিতে দুই পুলিশ অফিসারের বর্ণবাদী আচরণের প্রমাণ

আনিকের (ANIC)উদ্বেগ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সম্প্রতি সিডনির পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় দুইজন পুলিশ অফিসার কর্তৃক দুইজন আফগান নারীর সাথে বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেছে এলইসিসি (ল এনফোর্সমেন্ট কনডাক্ট কমিশন)।

কমিশনের এই পর্যবেক্ষণে ঘটনাটির সত্যতা জেনে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের এই নিন্দনীয় আচরণ প্রসঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে আনিক (অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল)।

আনিকের মুখপাত্র বিলাল রউফ বলেন, "এই ঘটনা প্রমাণ করে যে এনএসডব্লিউ পুলিশ ফোর্সের সদস্যদের মাঝে জবাবদিহীতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই ধরণের দুর্ব্যবহার ও আচরণ করা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ ধরণের আচরণের মাধ্যমে জনগণের মাঝে পুলিশ সদস্যদের সম্পর্কে বিরুপ ধারণা তৈরি হতে পারে বলে কমিশনের প্রতিবেদনে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবিক।"

অস্ট্রেলিয়ান ইমামদের প্রভাবশালী সংগঠন আনিক তার বিবৃতিতে বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার দুই নারীকে এগিয়ে এসে ঘটনাটি জনসম্মুখে প্রকাশ করার সাহসের জন্য প্রশংসা ও সাধুবাদ জানায়।

ঘটনার অভিযোগ পাওয়ার পরপরই আনিক এনএসডব্লিউ পুলিশ ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি অবহিত করেছিলো। এনএসডব্লিউ পুলিশ ফোর্সসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এ ধরণের অনাকাংখিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ধারাবাহিক কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনিক ইতোমধ্যেই পুলিশ কর্তৃক কেউ অনাকাংখিত আচরণের শিকার হলে তার প্রতিকার করার বিষয়ে আইনগত নির্দেশনা প্রকাশ করেছে।

অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ, অবৈধ গ্রেফতার, বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণ, কিংবা দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার ঘটনা ঘটলে অস্ট্রেলিয়ার আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক তার সুষ্ঠ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রাখেন।

উল্লেখ্য যে, এ বছরের এপ্রিল মাসে দুইজন পুলিশ কনস্টেবল একটি গাড়িকে দুইমিনিট অনুসরণ করার পর থামায়। এসময় সে গাড়িতে থাকা দুইজন আফগান নারীর পরিচয় যাচাই করার সময় তারা বিভিন্ন ধরণের বর্ণবাদী ও আক্রমণাত্বক মন্তব্য করে বলে ল এনফোর্সমেন্ট কনডাক্ট কমিশন (এলইসিসি) বিস্তারিত তদন্তের পর মতপ্রকাশ করেছে।

AUSTRALIAN NATIONAL IMAMS COUNCIL

1st of November 2019

MEDIA STATEMENT

ANIC Expresses Deep Concern about the Recent Findings of the LECC

এলইসিসি এ ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করেছে এবং ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা ও ইমিগ্রেশন বিভাগে হস্তান্তরের হুমকিমূলক মন্তব্যকে অবজ্ঞাসূচক আচরণ হিসেবে মতপ্রকাশ করেছে।

এলইসিসির প্রকাশিত ভিডিওটি অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের বডিক্যামে ধারণকৃত। এ ভিতিওতে দেখা যায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারটি আফগান নারীটির কোন পরিচয়পত্র না থাকার কারণে কিংবা ভাষাগত জটিলতায় পড়ে জন্মতারিখ বলতে না পারার ফলে তাকে জেলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে এবং একপর্যায়ে বলছে, আমাদের সিস্টেমের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করো না।

এলইসিসির রিপোর্টে অভিযুক্ত দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

এনএসডব্লিউ পুলিশ ফোর্স অভিযুক্ত দুই সিনিয়র কনস্টেবলের বর্তমান পদায়ন সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এনএসডব্লিউ বিরোধী দলীয় নেতা ডাডি ম্যাককেই এক মন্তব্যে বলেন, অভিযুক্ত দুইজন পুলিশ অফিসারের এহেন আচরণ এনডব্লিউ পুলিশ ফোর্সের সুনামহানি ঘটিয়েছে।

সাধারণত অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের কাছ থেকে বিপদগ্রস্থ মানুষরা সর্বাত্মক সহায়তা এবং বন্ধুসুলভ আচরণ পেয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সিডনির দুইজন পুলিশ অফিসারের এহেন আচরণের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে আলোড়ন তুলেছে এবং খবরের শিরোনাম হয়েছে।

মেলবোর্নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের আয়োজিত গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাতে মিলিত হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০১৯ মেলবোর্নে সরকারি সফরকালে ১ নভেম্বর ২০১৯ এসব শিক্ষাবিদদের সাথে তিনি মিলিত হন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পরিবেশ ও মৎস্য বিশেষজ্ঞ এবং মেলবোর্ন পলিটেকনিকের শিক্ষক ও গবেষক ড. সাদিক আওয়াল।

মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আলহাজ মোল্যা রাশিদুল হকের সঞ্চলনায় সৌজন্য স্বাক্ষাতে প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সমকক্ষ করার লক্ষে সর্বাধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এসময় অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী ও নেত্রকোনা জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুন্নেসা আশরাফ (দিনা), বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিজি ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ইনামুল হক, ড. মো. শাহ আরী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. খোরশেদ আলম, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শাহনুর জাহেদুল হাসান প্রমুখ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনি এলাইনসের পরিকল্পনা সভা ও ডিনার অনুষ্ঠিত

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা

গত ৫ নভেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সিডনি এলাইনসের ২০২০ এর পরিকল্পনা সভা ও ডিনার। ' পাওয়ার অফ লাভ' নামে চতুর্থবারের মতো এ আয়োজনটি সিডনির চুলুরায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ান ইমাম কাউন্সিলের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ইমাম কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ, সিডনি এলাইনসের নেতৃবৃন্দসহ জুরিস কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

সিডনি এলাইনসের ' পাওয়ার অফ লাভ-৫' অনুষ্ঠিত হবে সিডনির অলিম্পিক পার্কে ২০২০ সালের মার্চ মাসে। এ সভায় অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত সব ধর্ম ও বর্ণের লোকজন উপস্থিত থাকবেন বলে উপস্থিত সবাই প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

সারা বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিগতদিনে ধর্মের নামে যে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করে আসছে তা রোধকল্পে সিডনি এলাইনসের এই কার্যক্রম। মানুষ মানুষের জন্য এবং একই পৃথিবীতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই বসবাস করছে পারস্পরিক শান্তি বজায় রেখে। ধর্মের নামে একদল ভন্ড নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব - ফ্যাসাদ সৃষ্টির পায়তার করছে নিয়মিত। সিডনি এলায়েন্স এ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমান করবে যে আমরা জনগণ সবাই শান্তিকামী, আমাদের মধ্যে সবাই ভাই ভাই। আমরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী উপহার দিতে চাই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস বাৎসরিক গালা ডিনার

১ম পৃষ্ঠার পর

এম্বাসাডারবৃন্দ-তথা আমার এই বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণ।বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশীরা যেখানে যে অবস্থানেই আছেন,সেখান থেকেই নিজস্ব উদ্দ্যোগে,সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টা এবং অনেক সাধনার বিনিময়ে নিজস্ব এই উজ্জল সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রেখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস করে যাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশীদের বা বাঙ্গালীরদের সবচেয়ে পুরাতন এ সংগঠনটি গত ৩৩ বছর যাবৎ বাঙ্গালী বা বাংলাদেশীদেরকে বিভিন্ন রকম সেবা ও সহযোগিতা করে সমাজের প্রতিটি মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। প্রবাসে বাংলাদেশী বা বাঙ্গালীদের বিভিন্ন স্বার্থ ও সমস্যা নিয়ে এ সংগঠনটির শীর্ষ কর্ণধার মাহবুব চৌধুরী শরীফ(সভাপতি) নিরলস পরিশ্রম করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যমনি হিসেবে গণ্য হয়েছেন ।

স্থানীয় বিশেষ শিল্পীদের দ্বারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের মন কেড়ে নেয়। সিডনির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্টানের শেষে সৌজন্যমূলক রাতের খাবারের দ্বারা উপস্থিত মেহমানদেরকে আপ্যায়িত করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে বিএনপির আলোচনা সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে আলোচনা সভা গত ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

সিডনির লাকেম্বায় অনুষ্ঠিত সভায় বীরমুক্তিযোদ্ধা ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ মো. লুৎফুল কবির।

প্রধান অতিথি হিসেবে হিসেবে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন।

হাবিবুর রহমান ও আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডা. আব্দুল ওহাব বকুল, কুদরত উল্লাহ লিটন,আবুল হাসান, আলহাজ্ব মো. নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, একে এম ফজলুল হক শফিক, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, ডা. জাহিদুল ইসলাম, এসএম রানা সুমন, সেলিম লিয়াকত, এএনএম মাসুম, আব্দুস সামাদ শিবলু, অনুপ আন্তনী গোমেজ, ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম শামীম, মোহাম্মদ জুমান হোসেন, অ্যাড মোবারক হোসেন, জাকির হোসেন রাজু, কামরুল ইসলাম, মো. নাসির উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, আব্দুল করিম, গোলাম রাব্বানী, গোলাম রাব্বী শুভ, মোহাম্মদ মানিক, পংকজ বিশ্বাস, আরিফুল ইসলাম, পারভেজ আলম, মেহেদী হাসান মেহেদী, আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ জসিম, সালাম খান, মোহাম্মদ মঈন, কাজী সাজেদুল ইসলাম, আনিক হাসান, সামিউল মাহমুদ, মোহাম্মদ আলম প্রমুখ।

ABU LEGAL
ABU Legal
ABN: 71 645 569 415
Committed to Service with Difference
MEMBER OF THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
Abu Siddque
LL.B(Hon's), LL.M (Legal Practice)
Solicitor and Barrister
We specialise in:
Immigration Law / Migration
- Sub Class 482 Visa/TSS Visa
- Sub Class 186 Visa
- Sub Class 187 Visa
- Sub Class 190 Visa
- Sub Class 189 Visa
- Sub Class 489 Visa
- General Skilled Migration
- Asylum/Refugee
- Student Visa Application.

Business Migration
- Sub Class 188 Visa
- Sub Class 132 Visa

Family Law
- Divorce Application
- Custody of the Children

Administrative Law
- Appeal to AAT
- Federal Circuit Court
- Federal Court
- High Court of Australia

Phone: 02 8540 3701, Fax: 02 9475 0037
Mobile: 0403343814
Email: abus@lawyer.com
web: www.abulegal.com.au
Our Office : Suite 204, Level .02, 309 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10

নাসার বিজ্ঞানি সিডনি কাঁপালেন

১ম পৃষ্ঠার পর

পরিচালনা সহ প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার ৩০বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন গবেষণার কাজে। তিনি ছিলেন একজন অলরাউন্ডার,বিশেষত্বগুলির মধ্যে হিট ট্রান্সফার, তরল প্রবাহের গতিবিদ্যা, নাসা স্পেস হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার বিকাশ, তেল ও গ্যাস সরঞ্জাম উৎপাদন ও বিকাশ প্রক্রিয়া, সুরক্ষা এবং মূল কারণ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি পবিত্র কোরআন নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেন। নিজেই বিজ্ঞান ও কোরআন,ব্ল্যাক হোল,জান্নাতের মূল্য,নবী সাঃ এর প্রতি ভালোবাসাসহ আরো ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা উপস্থাপন করে থাকেন। সিডনিতে অবস্থানকালে রকডেলের মসজিদ আল হিদায়াহতে প্রথম রাতে (১৮ নভেঃ ২০১৯) উনার তৈরী বিশেষ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। এরপর যথাক্রমে রুটিহিলস মসজিদ,ব্ল্যাকটাউন আফগান মসজিদ,মিন্টো মসজিদ,ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের জুমার নামাজের জায়গায়,মাউন্টড্রুত কুবা মসজিদ,কোইকার্সহিল মসজিদ,সেন্ট মেরিস মসজিদ,লাকেম্বা দারুল উলুম,ডুরাল মসল্লা,লাকেম্বা বড় মসজিদে তিনি ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA)র সম্মানিত নেতৃবৃন্দ তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে মাহবুব চৌধুরী শরীফ (সভাপতি,বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস) তার নিজস্ব বাস ভবনে এক বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

ঘরোয়া পরিবেশে সুস্বাদু খাবার ও আলাপচারিতায় উক্ত সংবর্ধনা হয়ে উঠে স্মরণীয়।

সুপ্রভাত সিডনি উনাকে নিয়ে আয়োজন করেন ফেস টু ফেস লাইভ প্রোগ্রাম যা নাকি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীর কাছে অভাবনীয় সারা ফেলেছে। উনার সাক্ষাৎকার দেখতে সুপ্রভাত সিডনির ফেসবুকে যেয়ে দেখতে পারেন অথবা এ লিংকে যেয়েও দেখতে পারেন : https://www.facebook.com/suprovatpage/videos/1073058396359171

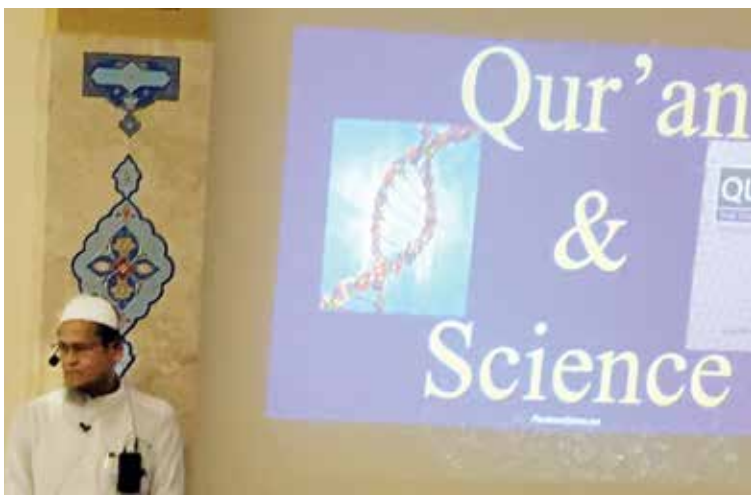

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বছর ঘুরে আবার এলো অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের প্রাণের মেলা বাংলা মেলা

১ম পৃষ্ঠার পর

তারিখ রোজ রোববারে ক্যান্টারবুরী-ব্যাংকসটাউন কাউন্সিল এলাকায় অবস্থিত মনোরক প্রাকৃতিক কেন্দ্র ওয়াইলি পার্কে এই বাংলা মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার মাল্টিকালচারালিজমের কেন্দ্রস্থল এই এলাকায় বাংলাদেশীদের এই জমজমাট মিলনমেলা প্রথমবারের মতো আমরা বাংলাদেশী সংগঠনটিই আয়োজন করেছিলো। প্রতি বছর দিনব্যাপী মেলা আয়োজনের ধারাবাহিকতায় অষ্টম বারের মতো এ বছরে তারা আবারও বাংলা মেলার আয়োজন করেছে। `এসো বিজয় উল্লাসে মাতি, স্লোগানে বাঙালির প্রাণের মেলা `বাংলা মেলা,টি এদিন বিকেল তিনটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কেনাকাটার জন্য উন্মুক্ত দোকানপাট, চিত্র প্রদর্শনী ও শিশু-কিশোদের নানা ক্রীড়া আয়োজনে অন্যান্য বছরের মতোই জমজমাট ও সফল একটি মেলা হবে বলেই আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলা মেলার প্রস্তুতি এবং উদযাপন সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে মেলার আয়োজকবৃন্দ বলেন, যেহেতু লাকেম্বায় বাংলাদেশীদের মেলা আয়োজন আমাদের হাতে শুরু হয়েছিলো, এর ধারাবাহিকতায় আরো অন্যান্য মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগগুলোকে আমরা সবসময়ই স্বাগত জানাই। পুরো সিডনি এবং অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এটাই আমাদের সার্বিক প্রত্যাশা।

তারা জানান, বাংলা মেলার অষ্টম বর্ষপুর্তির এ আয়োজনে প্রতি বছরের মতোই বিপুল সংখ্যক দর্শক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতির সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত আসন সংখ্যার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার মেলার স্টল সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতি বছরের মতো এবারও থাকবে শিশুদের চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতার আয়োজন।

আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ বছরের বাংলা মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য উপস্থিত দর্শকদেরকে মুগ্ধ করবে। এছাড়াও সবসময়ের মতোই থাকছে বাহারি পোশাক ও সুস্বাদু খাবারের পসরা। সর্বোপরি পুরো আয়োজনটি থাকবে উপস্থিত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত। আমরা বাংলাদেশী সংগঠনটির উদ্যোক্তারা বলেন, এখন পর্যন্ত তাদের আয়োজিত এ মেলাটিই সিডনির একমাত্র মেলা যেখানে স্থানীয় শিল্পীদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয় ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। আগামীতে একদিনের এই মেলা আয়োজনকে আরো দীর্ঘায়িত করে বৃহৎ পরিসরে দুই দিন ব্যাপী বিজয় উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও তারা জানান।

পরিবারে সকল সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় উৎসবের আমেজে আয়োজিত এই বাংলা মেলা উপভোগ করার জন্য আগামী ২২ ডিসেম্বর রোববারে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী সকল বাংলাদেশী প্রবাসীদেরকে বাংলা মেলার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলা মেলার আয়োজনে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে সুপ্রভাত সিডনি এই আয়োজনটির পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10

সুপ্রভাত সিডনির শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পত্রিকার সম্মাননা অর্জন

১ম পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটিতে বিভিন্ন অবদান অবদান রাখার জন্য কেন্টাবুরি কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র Karl Saleh কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ১০ বছরের ধারাবাহিক নিয়মিত প্রকাশনা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য তথ্য ও নানা সেবা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনায় সুপ্রভাত সিডনিকে 'বেস্ট কমিউনিটি নিউজপেপার' সম্মাননা দেয়া হয়।
সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য সেবা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের সভাপতি মাহবুব চৌধুরী শরীফ সহ সংগঠনটির সকল নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

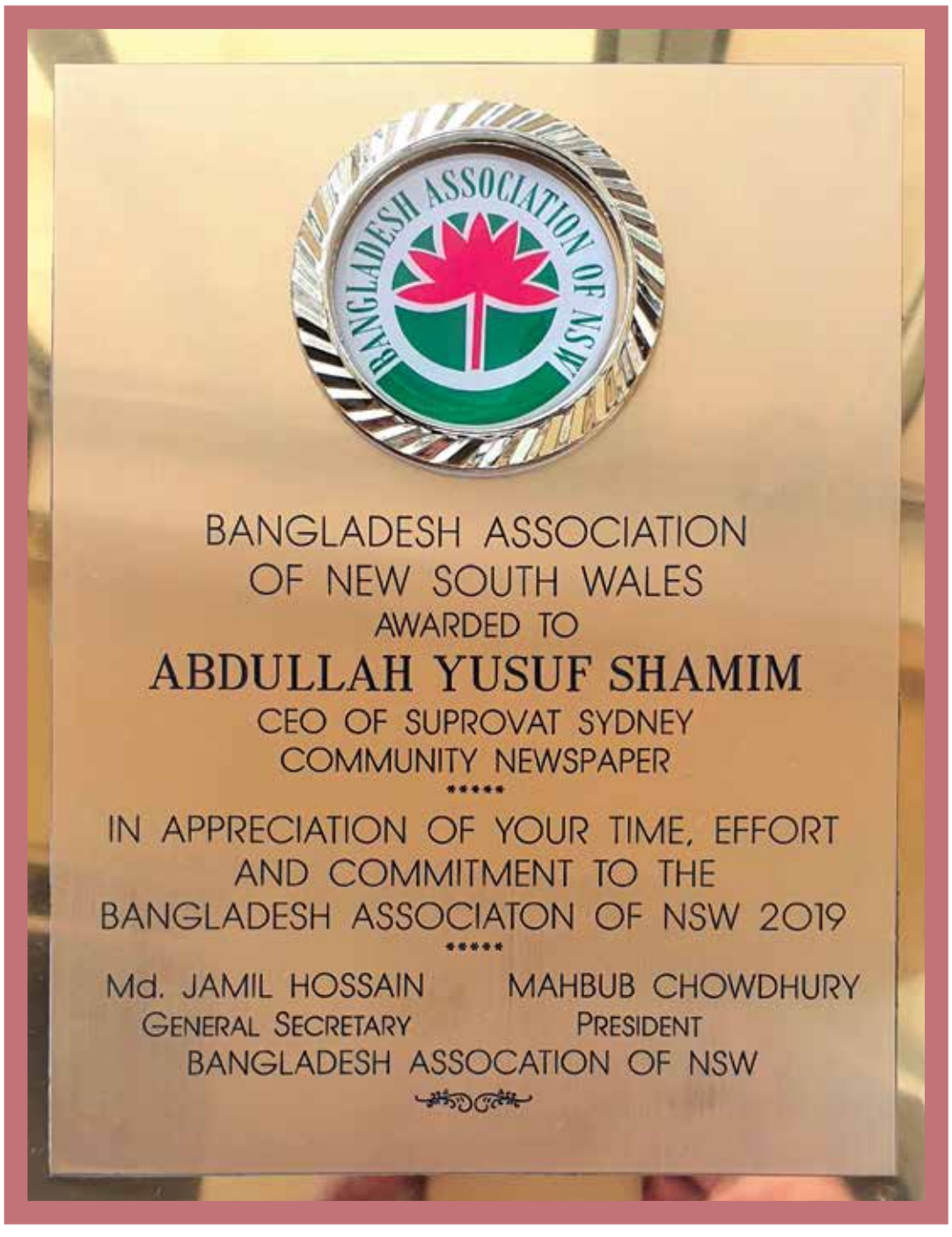

বিজু ভাই আর নাই

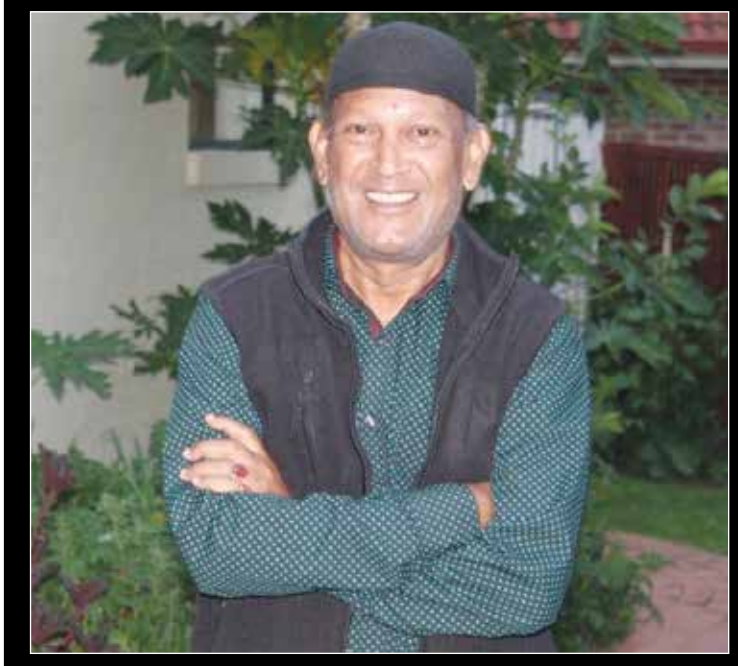

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ কমিউনিটির অত্যান্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব শামসুজ্জামান বিজু গত ২৬ নভে: ২০১৯ সকাল প্রায় ৮ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাই হিরাজিউন। আল্লাহ পাক উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন (আমিন)
তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কেম্বেলটাউন হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুমের নামাজে জানাজা গত বুধবার ২৭ নভে: ২০১৯ লাকেম্বা বড় মসজিদে সম্পন্ন শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ,এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও গুনগ্রাহী রেখে যান।
তিনি ১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়া আসেন,কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে ছিলেন জড়িত। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক ও বিশেষ করে জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে।
তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রকৌশলী হিসেবে হলরয়েড সিটি কাউন্সিলে দীর্ঘদিন চাকুরীরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা কম্যুনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাংলাদশী ছাত্র মাহীরের কৃতিত্ব

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

২০১৯ সালে National Assessment Program Literacy and Numeracy টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির কিং মালিক ফাহাদ স্কুল গ্রীনএকার হতে নেপলান পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মেধা তালিকায় ৫ বিষয়ে প্রতিটিতে সর্বোচ্ছ মার্ক পেয়ে রেকর্ড করেছে মাহীর আদিব মিজান । মাহীর দুই ভায়ের মধ্যে কনিষ্ঠ। তার পিতা মিজান বিন হাবিব ও মাতা মাকসুদা হক এনি বাংলাদেশ কমিউনিটির সকলের কাছে সাফল্য কামনা করে দোয়া চেয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের অন্যরকম ব্যবসা

জেসন সরকার, সিডনি

সম্প্রতি বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষে নাম সর্বস্ব একটি সংগঠন তৈরী করা হয়। ভাওতাবাজি, চাঁদাবাজি,ধান্দাবাজি হচ্ছে যার মূল মন্ত্র ! অনেক সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে উক্ত তথাকথিত সংগঠনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সহযোগিতা পায়নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে ওই সমস্ত সংগঠকদের কর্মকান্ড বা দায়িত্ব নিয়ে।
বছরে শুধু অভিজাত হোটেলে একটি "গলা (গালা) ডিনার" এর ভিতর এদের কর্ম কান্ড সীমিত। সারা বছর এরা ঘুমায়। কমিউনিটিতে কতো রকম সমস্যা যায়, এদেরকে কখনো এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। অনেক সময় কোনো বাংলাদেশী ছাত্র মারা গেলে তার দাফনের আপিল করেও তাদের থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়না। দেশের কোনো অসহায় পরিবারকেও সহযোগিতা করতে দেখা যায়না। অথচ দেশের যত নিম্ন মানের বা সংকীর্ণ মনের ধারণা আছে ,সবই ওই সংগঠনের কর্ণধারদের মাঝে পাবেন। ইদানিং অনেক আদম ব্যবসায়ী তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। সৎ বা আসল ব্যসায়ীরা এদের থেকে দূরে থাকেন।
সাম্প্রতিক এক অনুষ্টান নিয়ে অনেক অনিয়মে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় অনেকের সাথে। সময় মতো অনুষ্ঠান শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্দিষ্ঠ সময়ের প্রায় দুঘন্টা পরে শুরু হয় তথাকথিত অনুষ্টানটি। অনেক অনেক ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা নিয়েছে মোটা অংকের। সে অনুযায়ী ডোনারদেরকে নূন্যতম কোনো সৌজন্যবোধ দেখায়নি। অথচ জনৈক আদম বেপারী স্টেজে বক্তব্য রেখেছে পূর্ণ নিধারণ ছাড়া। অনুষ্ঠানের কোনো ধারাবাহিকতা ছিলনা বলে অনেকে জানিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশী বিতর্কিত দুত এতে অংশ গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির নেতারা হলরুমে উপস্থিত হলে সবাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। কেউ বা সেলফি তোলার জন্য পাগলের মতো ঘুরাঘুরি করতে দেখা যায়।
সবচেয়ে জঘন্য কাজ তারা করেছে, বাংলাদেশ সরকারের আইন অমান্য করে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) পরীক্ষায়

নিম্নমান প্রমাণিত হওয়ায় ৫২টি খাদ্যপণ্য অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এসব খাদ্যপণ্য বিক্রি ও সরবরাহে জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।গত ১১ই মে ২০১৯ বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিটের শুনানি নিয়ে রুলসহ এ আদেশ দেন। অথচ এ সংগঠনটি ৫২ টি পণ্যের সবচেয়ে বিতর্কিত ও ভেজাল সমৃদ্ধ কোম্পানিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কৃত করেন। এতে উপস্তিত বেশিরভাগ দেশপ্রেমী মানুষ উষ্মা প্রকাশ করেন।
সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, তথাকথিত দূতের উপস্থিতে বাংলাদেশ সরকারের একটি জারিকৃত রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে টুপাইস কমিয়ে নিলো। শুধুমাত্র মোটা ডোনেশনের কারণেই এমন হতে পারে বলে অনেকে বলেন। ব্যবসায়ীরা এখানে অন্যরকম ব্যবসা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

৩

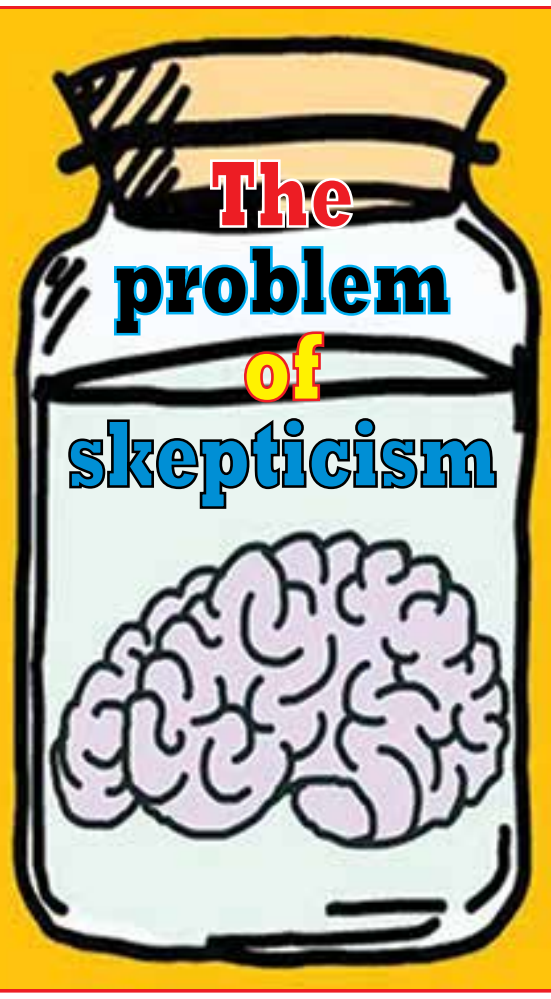

আতিকুর রহমান

আহমদ আজ কিছুটা দেরি করে ফেলেছে। সে যখন সৌরভদের বৈঠক খানায় প্রবেশ করলো তখন গোপাল এবং হুমায়ুনের মাঝে কথোপকোথন চলছে।

- গোপাল হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে হুমায়ুনকে বলছে। গোপাল বলছেঃ হিন্দু এসেছে "ইন্দু" শব্দ থেকে। ২০০০-৩০০০বছর আগে ভারত বর্ষের ইন্দু নদীর তীরে হিন্দু ধর্মাবলম্ভী মানুষদের বসতি ছিল। এ নদীর নাম অনুসারে হিন্দু শব্দ এসেছে। ইন্দু নদীকে স্থানীয়রা সিন্ধু নদী বলে থাকে।

গোপাল আহমদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আহমদ ভাই, ইসলাম ও কি কোন স্থানের নাম থেকে এসেছে?

আহমদ দেয় : না, গোপালদা এ রকম নয়। ইসলাম শব্দের অর্থ সমর্পন করা। স্রষ্টার নিকট নিজেকে সপে দেয়া। যাকে ইংরেজিতে বলে: সাবমিশন টুগড।

- আচ্ছা।

- গোপাল দাদা, আপনার ধর্মে তো নির্দিষ্ট কাউকে উপাসনা করা হয় না।অর্থাৎ সাব মিশন টু ওয়ান গড নেই। হিন্দুরা এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়। কারা আসলে উপাসনার যোগ্য একটু খোলাশা করে বলবেন কি?

- আহমদ ভাই, আমরা আসলে বহু স্রষ্টার উপাসনা করি। আমাদের অনেকে স্ত্রী সন্তানদের, নিজের সওয়ারীকেও উপাসনা করে। আমি নাপিত জোট ভুক্ত তাই আমরা কেঁচি, চিরুনি এগুলোর পূজা করি। আমাদের সর্বোচ্চ দেবতা হলো বিষ্ণু যে রক্ষাকারী, আর শিভা যে ক্ষতির দেবতা। এছাড়া ভদ্রাকালী , ভগবতী, চান্দি, গানাপথী (হাতি), গণেশ, হনুমান, লক্ষী, রুদ্র, গরু, কিছু নদী, সাপ, পাহাড়, ময়ূর, সূর্য, গাছ এসবের পূজা করি। আপনারা কাদের পূঁজা করেন? শুনেছি আল্লাহকে, মুহম্মদকেপূঁজা করেন।

- না, গোপালদা। আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি। মুহম্মদ (সাঃ) হলো একজন নবী ও আল্লাহর নির্বাচিত বার্তা বাহক। আমরা মুহাম্মদের ইবাদত করি না। এক আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ ইবাদতে যোগ্য নয়। যে তা করবে সে জাহান্নামে যাবে। আমাদের ইবাদতের বিষয় গুলো অত্যন্ত সরল। আপনাদের মত জটিল নয়।

- আচ্ছা। বুঝলাম আহমদ ভাই। কিন্তু আপনাদের এক আল্লাহ কিভাবে সব কিছু ব্যবস্থাপনা করে? আমাদের তো একেক শ্রষ্ঠাএকেক কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

- গোপালদা। আল্লাহ তো শুধু আমাদের নয়। তিনি আপনারও। আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহতা'আলা নিজেই দিয়েছেনঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান সীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যত টুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সে গুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। [সূরাআলবাক্বারাহ: ২৫৫]

- আচ্ছা আহমদ ভাই, আল্লাহ আসলে কেমন তাহলে যিনি একাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন?

- গোপাল দাদা, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর ও আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহতা'আলা বলেনঃ তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। [সূরা আশ-শুরা:১১]

- কিন্তু আহমদ ভাই। আপনি যার ইবাদত করছেন তাকে তো দেখতে পাচ্ছেন না। আমরাতো আমাদের দেবতাকে দেখেই ইবাদত করি।

- গোপালদা, আপনি নিজে আপনার দেবতাকে নিজ হাতে বানাচ্ছেন আবার নিজেই তাকে পানিতে ডুবাচ্ছেন। তার কি কোন ক্ষমতা আছে? আমাদের বাড়ির পাশে এক পূজা মন্ডপ ছিল। ছোট বেলায় দেখেছি সেখানে আপনাদের দেবতার সামনে প্রাসাদ দেয়া থাকতো। দেবতা খাবে বলে। কিন্তু ইঁদুর, বেড়াল এসে সে গুলো খেয়ে নিত। আপনাদের দেবতারা বাঁধা দিতে পারতো না। যারা নিজেদের খাবার রক্ষা করতে পারে না, তারা কিভাবে আপনাদের কল্যাণ সাধন করতে পারে?

- আহমদ ভাই পুর্বপুরুষের ধর্ম। আমরা পালন করি। তারা নিঃশ্চয় ভূল করেননি।

- গোপালদা আপনার একথার বিষয়ে আল্লাহতা'আলা কি বলেছেন জানেন।

- না। তা আমি কিভাবে জানবো?

- আল্লাহতা'আলা বলছেনঃ আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহতা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরাতো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কে দেখেছি। যদিও তাদের বাপদাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। [সূরা আল বাক্বারাহ:১৭০]

- আহমদ ভাই। আমি একটা জিনিস দেখে অবাক হচ্ছি। আমি যে প্রশ্নই আপনাকে করছি আপনি অমনই আপনাদের ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলছেন। আল্লাহ আমাদের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিয়ে দিচ্ছেন। অবাক কান্ড।

- গোপালদা। এই যে বললেনঃ আপনাদের ধর্ম গ্রন্থ। এটা ভূল বললেন। কোরআন শুধু আমাদের ধর্মগ্রন্থ নয়। এটি সকল মানুষের জন্য। আল্লাহতা'আলা কোরআন সম্পর্কে বলেনঃ রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী... [সূরাআল বাক্বারাহ: ১৮৫]

গোপালদা, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন এখানে আল্লাহ বলেননি, 'মুসলমানদের' জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী.। বরং বলেছেনঃ 'মানুষের' জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধান কারী।

গোপাল আনমনে কি যেন ভাবতে থাকে।

চলবে...

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10
16

নরকের হাওয়া

হোসনে আরা জামান আলী (মুন্নি)

বিধাতার অন্ত যে বোঝাই ভার
অদ্ভুত রহস্যময় গতিবিধি তাঁর
কখনো কোঠর কখনো দয়ার সাগর
চলমান জীবনে ক্ষণে ক্ষণে
বিপদ, শিহরণ আর ভয়
অগ্নি উৎসবে মেতে আছে দীর্ঘ সময়
ভালবাসার ভূমি অস্ট্রেলিয়ার
নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর
কিছু এলাকাময়
ধূসর, ধূম্র আবরণ ঢেকেছে
আজ উজ্জ্বল নীলাকাশ
তপ্ত নরকের হাওয়া যেন বইছে
এনেছে ভয়- ভীতি আর ত্রাস!
অগ্নির দাবানলে সবুজ বন আর পাহাড়
জ্বলে পুড়ে হলো যে ছারখার
লেলিহান তীব্রদাহে ঝলসে পড়ে
পশু-গবাদির মাংস-হাড়!
নরজীবনে লেগে আছে
কত পাপ, অপরাধ আর কত অভিশাপ
নরকের হাওয়ার স্বাদ কি পেল!
পাপক্ষয় কি কিছু হলো
আজ নিষ্পাপ বনের পশু পাখী
প্রাণ দিয়ে নরের পাপমোচন করে বুঝি!
অগ্নির সাথে করিছে লড়াই ফায়ার ফাইটার
কঠোর সংগ্রামে ব্যাপৃত
বাঁচাতে বন ও মানুষের প্রাণ
তুচ্ছ করি নিজেদের জীবন
অগ্নি দহনে অসহনীয় তাঁদের দেহ ও প্রাণ
তবুও কর্তব্যে তাঁরা যে অটল,
শোন শোন ফায়ার ফাইটার
বিধাতার কাছে হেফাজতে আছে
তোমাদের অমূল্য পুরস্কার!
অজস্র শ্রদ্ধা জানাই তোমাদের
আর জানাই সেলুট।
এ পথ ভুলেছে বরষার বারিধারা
ধুধু প্রান্তর জুড়ে শুধু শুষ্ক ভূমি আর ক্ষরা
আকাশপানে আকুলে চেয়ে থাকি
কবে আসবে ফিরে তুমি
তোমার পরশে সিক্ত করবে এ ভূমি।

অবৈধ আকাঙ্ক্ষা

শুভজিৎ বোস

চাঁদের জ্যোৎস্না বাজারে ফুটে ওঠে প্রশ্নফুল
সবুজ বৈভবের সুখ ছিল দাম্পত্যের ঘরে ঘরে!
নষ্ট মেয়ে পুরুষ শব্দের অভিধান খুঁজে বেড়ায়,
চুল্লির আগুনে জ্বলে পরকীয়ার নাম জানা অভিধান!
গুপ্ত কান্না জাপটে ধরে মাতৃগর্ভের ঐশ্বরিক ভ্রূণকে।

অস্পৃশ্য ছায়া ক্ষত করে সন্ধ্যার শরীর,
চুম্বনে চন্দ্রনাভির সৌন্দর্য আটকে রাখে যৌবন,
ঘৃণাবৃক্ষ ন্যায়ের দ্বারে শোক জ্ঞাপন করে,
ধূসর গ্রীষ্ম আহত করে নিভৃত প্রত্যুষ।

লাভের সহজপাঠ ছিঁড়ে ফেলে মলাটের দুনিয়া,
দেহের চাহিদা অনৈতিক অনলে ছাঁরখার হয়,
মানুষ বেঁচে থাকে সীমান্ত গণ্ডির ভেতর।

গণ্ডির ওপার থেকে ছুঁটে আসে কাক-শকুনের মিছিল,
শ্যেন দৃষ্টিতে ওরা খোঁজে ব্যবহৃত মাংসপিণ্ড,
অবৈধ আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে যায় জীবন,
কলহের উত্তপ্ত ব্যঞ্জনায় জন্ম নেয় ডিভোর্স ভাইরাস।

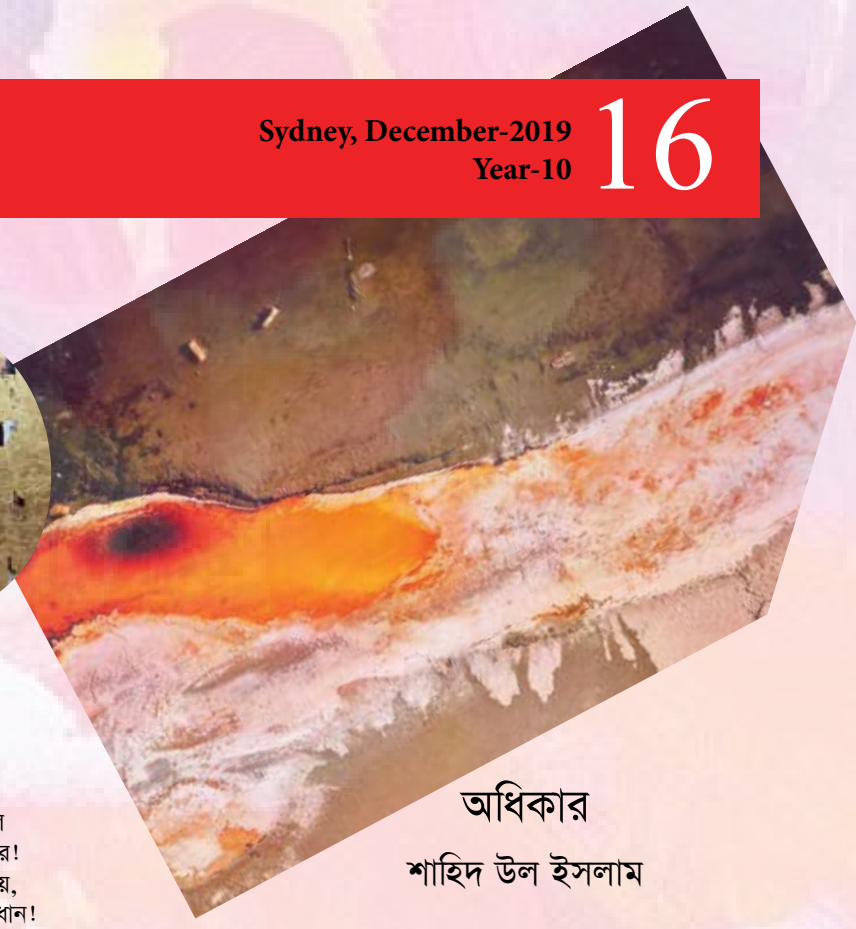

অধিকার

শাহিদ উল ইসলাম

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম কণাকে ভাঙ্গলেও শব্দ হয়
কিন্তু আমাদের কান তা শোনে না।
শোনে না অনেক কিছু
অভিযোগের ঝোলাও পাহাড় আকার ধারণ করে
তবুও শোনে না কেউ নাগরিক ক্রন্দন!
আমার কবিতা কোন সময়কে ধারণ করে না।
যা সনাক্ত করেছে তা কেবলই বলির পাঠা
ঘৃণার ঘোড়দৌড় বিপন্ন মানব জীবন
স্তুপকৃত হয় অযথা রাজাদের ভাষণে,
চৈতন্যের গান খিলান এঁটে বসে থাকে
মরুভূমির বালিয়াড়ির অবচেতন বুকে।
তবু আমি বলতে চাই
ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আমাদেরও আছে
নতুবা আমার অধিকারযুক্ত উচ্চারণটুকু
স্বশব্দে বাতাসে ভাসার অধিকার!

পোলাপান

নাসির উদ্দিন

ডান হাতে ল্যাপটপ
বাম হাতে মোবাইল,
হাতে নিয়ে খোঁজে শুধু
মেয়েদের প্রোফাইল।

ইমু কিবা ফেসবুক
আয়ত্তে আছে বেশ,
গাল-গল্প করে করে
জীবনটা করে শেষ।

কানে দিয়ে হেডফোন
না ঘুমিয়ে দিনরাত,
আজেবাজে গান শুনে
করে শুধু উৎপাত।

এদেরকে চিনেন কি
হে কালের জ্ঞানবান?
এরা কেউ নয় এরা
এ যুগের পোলাপান।

সন্ধ্যার গল্প

দালান জাহান

আজ সন্ধায় যে শিশুটি এসেছিল
একটি লোহার শিল্পালয়ে কাজ করে সে
আগুনে জ্বলা লোহার মতোই
জ্বলন্ত তার হাত।

বাদামী নিঃশ্বাসের একটি নিঃশব্দ গল্প
রক্তক্ষরণের সাথে ঝরেছিল আয়ুতে
একজন পথিক গল্পটি তুলে নিতে চাইতেই
রক্তের দেয়ালে অঙ্কিত হয় পদচিহ্ন।

পর্বত ছুঁয়ে যায় অসুস্থ লালা
নিঃশব্দ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শিশুটি ভাবছে
কাল সন্ধ্যায় গল্প নিয়ে কার কাছে যাবে।

বলবো না ফিরে এসো

রেজাউল করিম রোমেল

যদি যেতে চাও যেতে পারো,
বলবো না ফিরে এসো।
যে যেতে চায় তার পথে
বাঁধা হয়ে দাঁড়াব না কখনো!
যত ব্যথা পাই, নীরবে সইব।
তবু কেন এ অশ্রু ভেজা চোখ?
ভুলতে বোলো না আমায়,
শুধু শুধু ভাল থাকার মিথ্যে অভিনয়।
তোমাকে মনে পড়বে আনমনে কোনো ক্ষণে।
তোমাকে মনে পড়বে বিকেলে
কফির টেবিলে কোনো এক মুহূর্তে।
তোমাকে মনে পড়বে যখন
হাজারো তারার মাঝে উঁকি দেবে চাঁদ।
তোমাকে মনে পড়বে
নিঝুম রাতে জোনাকির আলো আঁধারির খেলাতে।
মিথ্যে মৌহে ভেসে যেতে পারিনি অস্তিত্বের প্রশ্নে,
হতাশার চাদর সঙ্গী হলেও।
যেতে চাইলে যেতে পারো বলবো না ফিরে এসো।
যে যেতে চায়, তার পথে
বাঁধা হয়ে দাঁড়াব না কখনো!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

এতটুকু চাওয়া

অরবিন্দ মণ্ডল

পূর্ব প্রকাশের পর

এরপর প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায় যেখানে লেটার বক্সটি ঝুলানো আছে ওরা আমাকে সেখানেই নিয়ে গেল-আমি সেই লেটার বক্স ধরে কত যে কেঁদেছিলাম তা সব এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। রাত বেশ হয়েচে-আমি আছি বলে বোধহয় তোমাকে রাতের খাবার খেতে এখনও ডাকেনি। আমি আর তোমাকে সময় দিবো না-তোমার মা বাবার সাথেও কিছু আলোচনা আছে। আর আমার পরিচয় জানার জন্য মনটা উস্ খুস করছে বোধ হয়, পরিচয়টা সময় করে তোমার মা,র কাছ থেকেই জেনে নিও। ও আর একটি কথা বোধ হয় ইতিমধ্যেই তোমার মনকে নাড়া দিয়েছে, আমি তার সদুত্তর দিয়ে যেতে চাই। আমি কথায় কথায় বলেছি-নৈতিকতা বা আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন মানুষদের বিয়ে করা উচিৎ, তাহলে সমাজে নীতিবাদী মানুষের জন্ম হবে। আবার এ ও বলেছি-অনেক ঋষি বা মুণি বিয়ে না করে দীক্ষাদানের মাধ্যমে সন্তান তৈরী করতেন এবং সেই সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। আমি দ্বিতীয় দলের সদস্য। হঠাৎ একটা কথা মনে এলো; এই বয়সেও তোমাকে বোধকরি বলা যায়। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন বীজে সন্তানের জন্ম হয়; অধঃবীজে, ঊর্ধবীজে এবং বাক্যবীজে। অধঃবীজে ঔরস থাকে এবং গর্ভ থাকে। যেমন আমি আমার পিতার ঔরসে আমার মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম; আমি অধঃবীজের সন্তান। দ্বিতীয়টি হলো ঊর্ধবীজ। ঊর্ধবীজে গর্ভ থাকে কিন্তু ঔরস থাকে না। উদাহরন টেনে রাম চন্দ্রের চার ভাইয়ের কথা বলা যায়। রাজা দশরথের তিন স্ত্রী; কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। ছোট রাণী সুমিত্রার গর্ভে রাজা দশরথের ঔরসে জন্মানো একটা কন্যা ছিলো, যার নাম শান্তা। রাজা দশরথ তার পরম বন্ধু অঙ্গাধিপতি রাজা লোমপাদের হাতে ছোট্ট অবস্থায় শান্তাকে অর্পন করেন, তাই এই কন্যার কথা খুব কম লোকেই জানেন। অনেকে লোমপাদের কন্যা হিসেবে শান্তাকে জানে, প্রকৃতপক্ষে লোমপাদের পালিত কন্যা শান্তা। বহুদিন গত হয়ে যায় দশরথের গৃহে কোন সন্তান আর আসে না। কন্যা সন্তানতো রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে না, তাই মহাদেবের কাছে পুত্রের প্রার্থণা জানালেন রাজা দশরথ। ওদিকে রাবন জানতে পারলেন- রাজা দশরথের পুত্রের হাতে নিহত হবে লঙ্কেশ্বর রাবন। রাবনও শিবশক্তির প্রার্থণা আরম্ভ করলেন। দেবাদিদেব মহাদেব রাবন রাজের প্রার্থণায় সন্তুষ্ট হ,য়ে বরদানে রাবন সমীপে উপস্থিত হলেন এবং এই বরদান করলেন যে, রাজা দশরথের ঔরসজাত পুত্রের হাতে তোমার কখনই মৃত্যু হবে না। নিশ্চিন্ত ত্রিলোক বিজয়ী রাবনরাজ রাজ্য চালাতে থাকলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের নির্দেশনায় অপুত্রক দশরথ পুত্র কামনায় পুত্রেষ্ঠিযজ্ঞ করেন ও যজ্ঞ পুরোহিতের ইচ্ছা মত সেই যজ্ঞের পায়স কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে খেতে দেয়া হয়; যেহেতু ছোট রাণী সুমিত্রার একটি কন্যা আছে। তিনজন সতীন হলেও, এদের মধ্যে ভাব ছিলো খুব বেশী; যেকোন খাবার এঁরা তিনজনেই ভাগ করে খেতো। তাই অন্দরে প্রেরিত দুইটি রিকাবের পায়সের এক প্রস্থের অর্ধাংশ খেলো কৌশল্যা এবং আর এক প্রস্থ পায়সের অর্ধাংশ খেলো কৈকেয়ী। আর যজ্ঞ পুরোহিতের নিষেধ সত্বেও দুই অর্ধ প্রস্থ সুমিত্রাকে খাওয়ালো বড় ও মেঝ রাণী। সে কারনে কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলো রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম নিলো ভরত আর দুই প্রস্থের দুই অর্ধাংশ খাওয়ার জন্য সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘR জন্ম নিলো। এবং মহাদেব এর কথামত ঔরসহীন ছেলের হাতে প্রাণ গেলো রাবন রাজের। তাহলে তুমি এবারে বুঝতেই পারছো; ঔরসে নয় যজ্ঞের পায়স থেকেই জন্ম নিয়েছে তিন রাণীর চার ছেলে। এমনি ভাবে পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ঠাকুরও কিন্তু ঔরসে নয় বায়ু গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত পুরান শ্রীশ্রী হরিলীলামৃতে বর্ণিত আছে-"রাম কান্তের বরে, যশোমন্তের ঘরে, অন্নপূর্ণার উদরে জন্ম নিলেন ক্ষিরোদশায়ী মহাবিষ্ণু শ্রীহরি; শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর নামে।„ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে, ঠাকুর যখন আসছিলেন মা অন্নপূর্ণার গর্ভে, তখন কোটি সূর্যসম জ্যোতি দূর থেকে এসে মায়ের উদরে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। এখানে গর্ভ আছে কিন্তু ঔরস নাই। এবার বলতে হবে বাক্যবীজের কথা-তাইতো প্রাণ!

-হ্যাঁ কাকুমণি। তন্ময় হয়ে শুনতে থাকা এই ছেলেটি যেন নিশ্চল পাথরের আস্তরণ ভেদ করে অস্ফুট স্বরে জবাব দিলো।

-এবার তাহলে দ্রুত শেষ করি, রাতও হচ্ছে বেশ।-সহাস্যে আগন্তুক বললো। তা,হলে শোন বাক্যবীজের কাহিনী। আগেই বলেছি, বাক্যবীজে গর্ভ এবং ঔরস কিছুই থাকবে না। তুমি হয়তো ভাবছো, এ দু,টো মাধ্যম না থাকলে সন্তান কী তা,হলে আকাশ থেকে উড়ে পড়বে, না-কি মাটি ফেড়ে উঠে আসবে। বিষয়টি বললেই তুমি কিন্তু তোমার চিন্তার লাগাম টেনে ধরতে পারবে। রামায়ণের প্রধান নারী চরিত্র সীতার জন্ম কিভাবে হয়েছিলো তা,তো তুমি বোধ হয় জানো।

-হ্যাঁ কাকুমণি। রাজা জনক লাঙলের ফলায় তাকে পেয়েছিলেন, চাষের সময়।

-এই সীতার কী কোন ওরস বা গর্ভ ছিলো?

-না কাকুমণি। কিন্তু বিষয়টা আমার জানা থাকা সত্বেও আমি এতদিনে ওভাবে ভাবিনি। -আরও একটি উদাহরন টানি তোমার বাক্যবীজের পক্ষে। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণবধের জন্য এবং পুত্রলাভেচ্ছায় যখন গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্ঠিযজ্ঞ করেন তখন যজ্ঞবেদী হতে শ্যামবর্ণা সুন্দরী যাজ্ঞসেনী উত্থিতা হন; যার নাম দ্রৌপদী। এর কী গর্ভধারিণী মা কী ঔরসদানকারী পিতা ছিলেন! না, ইঁনিও বাক্য বীজের সন্তান। আর যাঁরা দীক্ষাদানের মাধ্যমে শিষ্য বা সন্তানের জন্ম দেন; তাঁরাও কিন্তু বাক্যবীজের সন্তান। এখানে গর্ভ ও ঔরস দু,টোই অনুপস্থিত। উর্ধবীজ এর সন্তান যেমন অধ্যাত্মচেতনা সম্পন্ন হয়, তেমনি এই ঊর্ধবীজ হতে পরবর্তীতে জন্মানো সন্তানও আদর্শ, নৈতিকতা আর অধ্যাত্মচেতনার মানুষ হিসেবে সমাজে সমাদৃত হয়। যেমন হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের অধ্যাত্মচেতনা আর গুরুচাঁদ ঠাকুরের জাগতিক জাগরনের মন্ত্র গ্রাম, জেলা, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে; তাঁদের চেতনার আদর্শের সুফলভোগ করছে জগৎবাসী। যতদিন জগৎ থাকবে, ততদিন ওঁদের চেতনায় চেতনান্বিত হবে মানুষ।

-আপনি কি মতুয়া ভক্ত, কাকুমণি?

-না। তবে ভগবান গুরুচাঁদের, মানুষ গুরুচাঁদের আদর্শের সৈনিক। এ কথাগুলি কেন বললাম, তোমার মা,র কাছ থেকে জেনে নিও। অনেক কথা বললাম, আজ আর নয়: আশীর্বাদ করি অনেক বড় হও... প্রাণ যে কথাগুলো এতক্ষণ আমি তোমায় বললাম- এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ। কেউ যদি এ বিষয়গুলি নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হয়, তা,হলে আমি কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে পরাস্ত হয়ে ভূতলে নিপতিত...উঠে দাঁড়াবার শক্তি রহিত।

-কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়াতেই গড় হয়ে ষষ্টাঙ্গে প্রনাম করলাম...উঁনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। স্বল্প আলোয় অল্প দেখা মানুষটি যেমন ভাবে এসেছিলেন তেমন ভাবেই বেরিয়ে গেলেন। রাত্রির খাবার মা আমার রূমেই খাওয়ালো আজ। সারা রাত্রি ধরে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। তবে এতটুকু ভরষা মনে মনে পেলাম, যেহেতু মা উঁনাকে ভাল করেই জানেন সুতরাং উঁনি আগন্তুক নন।

-সেই দিন থেকেই কী এই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসেবে স্মরণ করো?-মেয়েটি শুধালো।

-আরে না, মোটেই না। বেশ কিছুদিন পরে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম উঁনি কত তারিখে এসেছিলেন।-ছেলেটি জবাব দিলো।

(চলবে...)

রসুল মিঁয়া

রাণা চ্যাটার্জী

পরশু রাত থেকে চোখের পাতা এক করতে পারেননি রসুল মিয়া! মাঝ রাতে সেই যে ধড়-ফড় করে উঠে পড়ল, সারাটা রাত দাওয়ায় বসে সামনের ওই বাঁশ বাগানের নিকষ কালো অন্ধকার পানে কাটিয়ে দিলো, নাহ কোনো জোনাকির আলোক বিন্দুরও দেখা মিলল না!

সাকিনা কিন্তু সদাহাস্য, শুভ চিন্তক এই মানুষটা কে এমন আকুল হতে বিগত দেড় দশকেও দেখেনি- নইলে বসে থাকার কি আর লোক এই রসুল মিয়া! সেই যে বছর হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে ওঠা কোপাই নদী কেমন আস্ত ছোট্ট গ্রাম মির্জাপুরকে ভাসিয়েছিল, আর পাঁচ জন মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্ষা করেছিলো গ্রামের বাচ্চা-বুড়ো আর গবাদি পশুগুলোকে, সেদিনটা আজও চোখে ভাসে সাকিনার, চোখের সামনে মা মরা মেয়েটা এক ঘন কালো বর্ষার রাতে শতছিদ্র খড়ের চালের জল আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টার মাঝেই হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে বাবার নিথর দেহের স্পর্শে, পরে জেনেছিল সেরিব্রাল অ্যাটাক না কি যেন বলে যেন!

তারপর সেই কোপাই এর ফুঁসে ওঠার দিন আরও কিছু পাড়া প্রতিবেশী, গবাদী পশুদের সাথে ওঠে এসেছিল পরিত্যক্ত এক স্কুল বিল্ডিংগে- সেই শুরু রসুলকে কাছে পাওয়া। পরের ক,টা বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম কমলপুরের এই ধারটায় এই গোটা দশেক মুসলিম পরিবারের বাস শুরু। বহু কষ্টে পরিত্যক্ত স্কুল বাড়িটাকে নিজেরাই মেরামত করে বাচ্চাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় আর তারপর থেকেই রসুল মিয়ার স্বপ্নের বীজ বোনা শুরু। আজ আর এই দিকটাকে চেনাই যাবে না- সবুজের সমারোহে সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর অপূর্ব সৌন্দর্য আর বর্ধমান- সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের ট্রেন এর আনাগোনা যেন প্রকৃতিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বেশ কয়েক বছর চাঁদা তুলে স্কুল গৃহটাকে মেরামত তো করা হয়েছেই সেই সঙ্গে রসুলদের নিজ উদ্যোগে আর পাঁচ জন কে নিয়ে এসডিও অফিসে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে কমলাপুরের এই দিকে এখন সুন্দর মনোরম রাস্তা- সেই জল জমা হাঁটু জলের দুর্দিন শেষ-পরিত্যক্ত জমি এখন সোনা ফসলের বাহার। একটা স্বপ্ন নিয়ে রসুল-এর হাত ধরে এই এলাকার আজ যে আমূল পরিবর্তন, তা কমলপুর কেন এই এলাকার সকল বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ একবাক্যে স্বীকার করে।

গতকাল স্কুলে থাকাকালীন রসুলের হাতে একটা সেচ দপ্তরের চিঠি আসে। বিষয় ছিল, তাদের এই দশ-বারোটি পরিবারকে উঠে যেতে হবে অন্যত্র, এই সরকারি খাস জমিতে সরকারের ট্যুরিজম প্রকল্প, ইকো পার্ক-নদী কেন্দ্রিক পর্যটন হবে, আর এই কারণেই বহু আগে স্কুলটিকে সরিয়ে কমলাপুরের ভিতরে নতুন করে গড়া হয়। রাজনৈতিক পট বদল আর কমলাপুরের মতো হিন্দু গ্রামে আর যাই হোক এই মুসলিম পরিবারগুলোতো ঠাঁই পাবে না- তবে এই পঞ্চাশ-এর কোঠায় পা দেওয়া শরীরে বয়সের দুর্বলতা বাসা বাঁধার দিনে কোথায় গিয়ে উঠবে তারা আর তার সাধের স্কুল!

সাতটা দিন কেবল ভাবতে ভাবতেই আর দুশ্চিন্তায় পেরিয়ে গেল, স্কুলের পথেও আর যেতে মন চায় না রসুল মিয়ার- নিজেকে বড়ো অসহায় লাগে তার। বাচ্ছাদের কোলাহলও কেমন থেমে গেছে, হয়তো খবরটা ততদিনে সবার কানেও চাউর হয়ে গেছে।

সাকিনার মাধ্যমে আঁচ পেয়েছে কমলপুরের গোড়া হিন্দুদের একাংশ আগে থেকেই বিক্ষোভ দেখিয়ে গেছে সরকারি অফিস, গ্রাম জুড়ে যে, তাদের এই হিন্দু গ্রামে কোনো মুসলিম পরিবারকে কোনমতেই ঠাঁই দেওয়া চলবে না! সেদিন বাইরে ডাক্তার দেখাতে বেরিয়েও খুব অস্বস্তি হচ্ছিল রসুল-সাকিনার। হঠাৎ করে যেন ধর্মটা তাদের গায়ে বিশ্রীভাবে সেঁটে গেছে। চারিদিকে ফিসফাস গুঞ্জন।

সারারাত বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। হঠাৎ যেন বাড়ির পরিবেশটা থমকে গেছে- সদা উদ্যোমী মানুষটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে এই ক,দিনে। সকলের নিয়ে চিন্তাশীল এই মানুষটাকে আজ যেন একটু বেশিই স্বার্থপর লাগছে। ভোর তখন প্রায় চারটে বেজে পঞ্চাশ মিনিট ঘড়িতে। একটা ভ্যানে চেপে যৎসামান্য কাগজপত্তর, বই-জামাকাপড় নিয়ে সাকিনাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে সব মায়া ত্যাগ করে- গন্তব্য ভোরের কোপাই স্টেশন- সেখান থেকে বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ধরে কলকাতা শহরের নতুন আস্তানার খোঁজে। হঠাৎ একি- ভোরের স্টেশন এমনিতেই ভিড় থাকে... কিন্তু লোকে লোকারণ্য যে। বাইরে এসডিও সান্যাল বাবুর গাড়িও নজরে এলো। হাতের ব্যাগটা সাকিনার হাতে দিয়ে ইশারায় দূরের বেঞ্চে বসতে বলতেই, দেখে সবাই তাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে! এ কি কমলপুরের নারায়ণ মন্দিরের কূল পুরোহিত মহাশয়ও যে হাতজোড় করে তাদের দিকে। সঙ্গে আরো শ,খানেক গ্রামবাসি। এসডিও সাহেব বলে উঠলেন, "একি রসুল ভাই- আপনি শেষে আমাদের ছেড়ে!!" কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে পুরোহিত মশাই বললেন, "ভগবান-আল্লাহ সব এক রসুল ভাই; আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি -আর যাইহোক, আমাদের স্বপ্নের রূপকারকে আমরা ছাড়ছি না। সেই সঙ্গে আপনাদের ওই সকল পরিবারগুলোও আমাদের গ্রামের মাঝেই নতুন মহল্লায় থাকবেন আমাদের প্রাণ ভোমরা হয়ে।" উপস্থিত সকলের সমস্বরে "হ্যাঁ -হ্যাঁ আমাদের সাথেই" রসুল-সাকিনাকে যেন এক অদৃশ্য মায়াটানে আছন্ন করে তুলেছিল। রাত ভোর বর্ষণ শেষে পূর্ব আকাশ যেন আজ বড্ড বেশি ঝক ঝক করছে।

Eastern Community
Welfare & Cultural Centre

ANNUAL THANKS GIVING DINNER 2019

When
29 December 2019
(Sunday) at 6 pm

PLEASE COLLECT YOUR TICKET

Where
Red Rose Function Center
96A Railway Street, Rockdale 2216

WHAT WE DO?

By the mercy of Allah swt: we (Eastern Community Welfare & Cultural Centre) been looking after one of the oldest Musallah (Mascot Musallah).
We also doing few other activities.

- **MASCOT MUSALLAH:** Looking after Mascot Musallah (24 hrs access)
- **JUMMAH PRAYER:** at Eastlakes community Centre
- **EMERGENCY ACCOMMODATION** & shelter for any traveller or students
- **TARABEE PRAYER:** during Ramadan time, We hire the Mascot Public School premises and organise our two Hafeez Saaheb. One local & one overseas Hafeez Saaheb.
- **IFTER:** for everyone, free of charge.
- **EID PRAYER:** including Hall hire

✆ 0401 445 995 | 0470 336 246

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মৃত্যু

ডাঃ ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, " প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে " (সূরা আল ইমরান: আয়াত -১৮৫)

দিনের পর যেমন রাত আসে অন্ধকারের পর আলো আসে, তেমনি জীবনের পর মৃত্যু আসবেই। দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলে, কিন্তু মৃত্যু সমস্যার কোন সমাধান নেই। মৃত্যু শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য। এটাকে প্রতিরোধ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-বলেন, আমার উম্মতের জীবন ৬০ থেকে ৭০ বছর। কম সংখ্যক লোকই তা অতিক্রম করে থাকে। (তিরমিযী)

মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনে সতর্কবাণীঃ

*তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই।
(সূরা নিসা, আয়াত -৭৮)

* তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সেই মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাত হবে। তারপর তোমাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানো হবে, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। (সূরা জুমুআ,আয়াত -০৮)

* আপনার আগে কোন মানুষকে আমি চিরস্থায়ী করিনি। (সূরা আম্বিয়া,আয়াত -৩৪)

* যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম।
(সূরা আল মূলক,আয়াত -০২)

* হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ কে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (তাঁর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পনকারী না হয়ে তোমরা মৃত্যু বরন করো না।
(সূরা ইমরান,আয়াত -১০২)

* অবশ্যই আপনি মরনশীল এবং তারাও নিশ্চয়ই মরনশীল।
(সূরা আয যুমার,আয়াত -৩০)

* আল্লাহ তায়া,লা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তাদেরও (রুহ্ বের করেন? অতঃপর যার উপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণবায়ু তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রুহ্)-দের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন; এর (ব্যবস্থাপনার)মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে।
(সূরা আয যুমার,আয়াত-৪২)

মৃত্যু সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা

মৃত্যু সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত হলো:

* রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন, মৃতের সাথে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। এর মধ্যে দুটি ফিরে আসে এবং একটি থেকে যায়। যে তিনটি কবর পর্যন্ত যায় তা হচ্ছে,
১। মৃতের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়- স্বজন, ২। মাল- সম্পদ, ৩। আমল। কিন্তু পরিবার পরিজন ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং আমল কবরে থেকে যায়। (বুখারী)

* রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে, তার মালিক কে?
সাহাবায়ে কেরাম জবাব দেন,আমরা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ওয়ারিশ যে সম্পদের মালিক হয়, সেটার আসল মালিক তুমি নও। তোমরা ঐ সম্পদের মালিক যা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছে। (বুখারী)

* রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আদম সন্তান দুই জিনিসকে অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মৃত্যু উত্তম মুমিনের ফিতনা থেকে বাঁচার উপলক্ষ্য। সে অল্প সম্পদ অপছন্দ করে, অথচ অল্প সম্পদ পরকালের হিসেবের জন্য সুবিধাজনক।
(সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহা)

* রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গুরুত্ব দাও।
১.বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবন,
২. অসুস্থতার আগে তোমার স্বাস্থ্য,
৩. অভাবের আগে তোমার সম্পদ,
৪. ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর সময়,ও
৫. মৃত্যুর আগে তোমার জীবন। (হাকেম)

* তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন যাপন করো যেন তুমি প্রবাসে আছ কিংবা পথিক মুসাফির অবস্থায় আছ। (বুখারী)

যে সকল অবস্থায় নেক মৃত্যু হয়ঃ

মৃত্যুর জগত বিচিত্র। মানুষ বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরন করছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নেক মৃত্যুর কিছু অবস্থা বা আলামত বর্ণনা করেছেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে : মৃত ব্যক্তির এ সকল লক্ষণ এক বা একাধিক দেখা গেলে এটা জরুরী নয় যে, তিনি অবশ্যই বেহেশতী হবেন। বরং এটা একটা সুখবর। অনুরূপভাবে, কোনো মৃতের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনোটাই দেখা না গেলে, তিনি যে নেক লোক নয়, এমন ধারণা করাও সঠিক নয়। চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ। লক্ষনগুলো কিন্তু ফায়সালা নয়, বরং সেগুলো হলো ভালো ও কল্যাণের লক্ষণ। নিম্নে আলামত গুলো ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হলো:-

১. কালিমা উচ্চারণ করা :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মৃত্যুর সময় যার মুখে 'কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শেষ বাক্য হিসেবে উচ্চারিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ)

২. শাহাদাত লাভ করা:
আল্লাহর বাণী বুলন্দ এবং ইসলামের হিফাযত ও তা কায়েম করার করার জন্যে কেউ জান দিলে,অর্থাৎ নিহত হলে, তাকে শহীদ বলা হয়। শাহাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মৃত্যু নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা (কোন অবস্থাতেই) মৃত বলো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের কাছে তাদের (রীতিমতো) রিযিক দেয়া হচ্ছে।
(সূরা ইমরান, আয়াত-১৬৯)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেউ আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত কামনা করলে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন, যদিও
বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)
ইখলাস পূর্ণ শাহাদাত হলে এবং মানুষের লেনদেন অবশিষ্ট না থাকলে, শহীদগণ বিনাহিসাবে জান্নাতে যাবেন এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।
জিহাদের জন্য মুসলিম ঘাঁটি ও সীমান্তে পাহারাদানরত অবস্থায় মারা যাওয়া নেক মৃত্যুর লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-বলেন, এক রাত মুসলিম ঘাঁটি ও সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাসের নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার আমল ও রিযিক চালু থাকবে এবং পরীক্ষাকারীর (মুনকির-নাকীর) ফেতনা ও পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম)

৩. হজ্জের ইহরাম পরা অবস্থায় মৃত্যু :
হজ্জের ইহরাম পরিধান অবস্থায় উটের পিঠ থেকে পড়ে মৃত্যুবরন করা হাজী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুকাপড়ের (ইহরামের দু'কাপড়) মধ্যে কাফন দাও। তার মাথা ঢেকো না। (ইহরামের সময় মাথা খোলা থাকে)সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়া অবস্থায় উপস্থিত হবে। (মুসলিম)
এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে মৃত্যুবরন করলে নেক মৃত্যু।

৪. মৃত্যুর আগের সর্বশেষ কাজ হবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাত:
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা তাকে মধুময় করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, মধুময় করার অর্থ কি? তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের দরজা খুলে দেন এবং এর উপর মৃত্যু দান করেন। (আহমদ)

৫. চারটি জিনিস প্রতিরক্ষার কারনে মৃত্যু : ইসলামী শরীয়াত চারটি জিনিস হিফাযতের নির্দেশ দিয়েছে,তা হিফাযতের কারণে যদি মৃত্যু হয় ।এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল সম্পদের হিফাযতের কারণে নিহত হয়,সে শহীদ ; যে নিজ পরিবারের ইযযত-সম্মান রক্ষার জন্য মারা যায় সে শহীদ; যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে নিজ জীবন রক্ষার জন্য নিহত হয় নিহত হয় সেও শহীদ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬. সন্তান প্রসবের সময় স্ত্রীর মৃত্যু :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সন্তান প্রসবকালীন সময়ে মায়ের মৃত্যু শাহাদাত। নাভী সংযুক্ত সন্তান মাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। (আহমদ)

৭. সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য্য ও সওয়াবের নিয়তসহ মৃত্যু :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্লেগ রোগ সকল মুসলমানের জন্য শাহাদাত। (বুখারী,আহমদ)
রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, যে ব্যক্তি পেটের অসুখে মারা যায় সে শহীদ। (মুসলিম)

৮. পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও কোন কিছু ভেঙে পড়ে মৃত্যু :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর পথের শহীদ ছাড়াও আরো ৭ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগ রোগে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু, ফুসফুসের চতুর্দিকে ঘেরা পর্দার উপর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, পেটের অসুখে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, কোনো কিছু ধ্বসে বা ভেঙে পড়ে মৃত্যু এবং সন্তান প্রসবের সময় সময়ে মৃত্যুবরনকারী মহিলা শহীদ। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৯. জুম্মার রাতে বা দিনে মৃত্যু :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলমান জুম্মাবার দিন বা রাতে মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী, আহমদ)

১০. মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বের হওয়া :
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কপালের ঘাম সহকারে মু'মিনের মৃত্যু হয়। (তিরমিযী, নাসাঈ)
প্রোক্ত আলোচনায় নেক মৃত্যুর অবস্থা তুলে ধরা হলো। সাধারণত আল্লাহর পথে জিহাদে যারা প্রাণ দেন,তাদের কে মৌলিক শহীদ বলা হয়। কিন্তু অন্যান্য অবস্থাগুলোকেও শহীদী মৃত্যু রুপে গন্য করা হয়েছে, ফলে তারাও আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ করবে। তাদেরকে মৌলিক শহীদের বিপরীতে গোসল ও কাফন দিতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ কোন মৃতের ব্যাপারে কি ফায়সালা করবেন, এটা একমাত্র তাঁর উপরই নির্ভর করে।

মৃত্যুর পর লাশ দাফন

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নামই নয় বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশবকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল, মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী সময় কিভাবে কাটাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও দিকনির্দেশনা ইসলাম প্রদান করেছে। সুতরাং একজন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর তাকে গোসল দেয়া, কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ও কবরস্থ করার বিস্তারিত বর্ণনা ইসলামে রয়েছে বিধায় কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর তার মৃত্যুপরবর্তী কাজগুলো ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকেই সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশে একজন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর থেকে নিয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত এমন কিছু প্রথা চালু আছে যা আদৌ শরীয়ত সম্মত নয়। প্রচলিত ভ্রান্ত প্রথাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রথা নিম্নে বর্ণিত হলো,

১। মৃত্যুর পর লাশ দাফনে বিলম্ব করা শরীয়ত সম্মত নয়:
আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে যে প্রথাটি চালু আছে তা হলো, সঙ্গত কারণ ছাড়াই অনর্থক লাশ কাফন-দাফন করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়। সমাজে যিনি যত বড় হয়ে থাকেন তার লাশ কাফন-দাফনে তত বেশি বিলম্ব করা হয়।

২০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১৯-এর পৃষ্ঠার পর

ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেউ দেশের বাইরে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের দেশে ফেরা পর্যন্ত লাশ দাফন করা হয় না। বরং মৃতব্যক্তিকে হাসপাতালের হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় ভিসা জটিলতার কারণে আত্মীয়-স্বজনদের দেশে ফিরতে দু,চার দিন বা দু,এক সপ্তাহ দেরি হয়। এতদিন পর্যন্ত লাশ কবরস্থ করা হয় না। কিন্তু লাশ কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে এ ধরণের বিলম্ব করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাষায় লাশ দাফনে বিলম্ব করা থেকে নিষেধ করেছন।

হযরত তালহা রা. অসুস্থ ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আসলেন। অতঃপর তাঁকে দেখে হুজুর (সা.) বললেন, আমি তো দেখছি সে মারা গেছে। তোমরা খুব দ্রুততার সাথে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর এবং আমাকে সংবাদ দাও। কারণ, কোন মুসলমানের লাশ মৃত্যুর পর (দ্রুত কবরস্থ না করে) তার পরিবারের মাঝে ফেলে রাখা ঠিক নয়। (আবু দাউদ শরীফ, খ: ২, পৃ: ৪৫০)

হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী রা. কে লক্ষ্য করে বলেন, `হে আলী! ৩টি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। ১. নামাযের যখন সময় আসবে তখন নামায আদায় করা থেকে দেরি করবে না। ২. মৃত ব্যক্তির জানাযা যখন উপস্থিত হবে তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না। ৩. কোন অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাবে তখন তাকে পাত্রস্থ করা থেকে বিলম্ব করবে না।, (তিরমিযী শরীফ, খ: ১, পৃ: ২০৬)

হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার খাটলি নিয়ে দ্রুতবেগে যাও (কবরস্থ করার জন্য)। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেক্কার হয় তাহলে তো তোমরা তাঁকে কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে, আর যদি সে নেক্কার না হয় তাহলে এক অকল্যাণকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। (বুখারী শরীফ, খ: ১, পৃ: ১৭৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তখন তাকে তোমাদের মাঝে আটকে রেখ না বরং তোমরা তাকে অতি দ্রুত কবরস্থ করার জন্য কবরের দিকে নিয়ে যাও এবং তার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম অংশ এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষের অংশ পাঠ কর। (বাইহাকী শরীফ, মিশকাত শরীফ, খ: ১, পৃ: ১৪৯)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোর কারণে বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন ও জানাযার নামায পড়ানো এবং কবর খনন করার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন এরচেয়ে বেশি বিলম্ব করা সমীচীন নয়। বরং একাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে খুব তাড়াতাড়ি তাকে কবরস্থ করতে হবে। সুতরাং আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে লাশ দাফনে বিলম্ব করা হয় যেমন : ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন দেশে ফেরার অপেক্ষা করা বা লোক সমাগম বেশি হওয়ার আশায় বিলম্ব করা ইত্যাদি কারণে মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করতে দেরি করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। সুতরাং তা অবশ্যই বর্জনীয়।

এ ব্যাপারে ইসলামী জগতের বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ সমূহ থেকে কিছু দলিল-প্রমাণ পেশ করা হলো।

কালজয়ী বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `ফতওয়ায়ে শামী,-তে উল্লেখ আছে,

জুম,আর পর জানাযা পড়ালে লোক সমাগম বেশি হবে এই জন্য মৃত ব্যক্তির জানাযা নামায ও দাফনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। (ফতওয়ায়ে শামী, খ: ২, পৃ: ২৩২)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া,-তে উল্লেখ আছে,

জুমআর নামাযের পর লোক সমাগম বেশি হবে এবং সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে এই ধারণা করে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায জুমআর নামায পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ্ তথা অপছন্দনীয়। বরং উত্তম হলো, তার কাফন-দাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি এমন সময় মারা গিয়ে থাকে যে, জুম,আর আগেই তাকে কাফন-দাফন করলে জুম,আর নামায না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাহলে এমতাবস্থায় (জানাযার নামায ও দাফন) জুম,আ পর্যন্ত বিলম্ব করবে। (ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, খ: ৩, পৃ: ২০২)

২। সঙ্গত কারণ ছাড়া একাধিক জানাযার নামায শরীয়ত সম্মত নয় ঃ-

আমাদের দেশে আরেকটি বিষয়ও ব্যাপক হারে প্রচলন শুরু হয়েছে তা হলো, একই মৃতব্যক্তির জানাযার নামায একাধিকবার পড়া। সমাজে যিনি যত বড় ব্যক্তি তার জানাযার নামায তত বেশিবার পড়া হচ্ছে। প্রথম জানাযা সংসদ ভবনের সামনে, দ্বিতীয় জানায জাতীয় মসজিদের সামনে, তৃতীয় জানাযা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, চতুর্থ জানাযা তার দেশের বাড়িতে। এভাবে তিন-চারবার না হলেও দু,বার পড়া হচ্ছে। একবার তার কর্মস্থলে দ্বিতীয়বার তার নিজ বাড়িতে। কিন্তু সঙ্গত কারণ ছাড়া একাধিকবার জানাযা নামায শরীয়তসম্মত নয়। শুধুমাত্র একটি কারণে কারো জানাযা নামায একাধিকবার পড়ানোর অনুমতি আছে। তা হলো, যদি কোন মৃতব্যক্তির অভিভাবক ব্যতিত অন্য ব্যক্তিরা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া জানাযার নামায একবার আদায় করে তাহলে এমতাবস্থায় অভিভাবক চাইলে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়তে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রথম জানাযায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা দ্বিতীয় জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি কোন মৃতব্যক্তির কোন অভিভাবক জানাযা নামায একবার আদায় করে অথবা তার অনুমতিক্রমে অন্যরা একবার জানাযা নামায আদায় করে নেয়, তাহলে অভিভাবক বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয়বার জানাযার নামায আদায় করার অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীস উল্লেখ আছে।

রাসূল (সা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায থেকে যখন ফারেগ হলেন, তখন হযরত ওমর রা. এবং তাঁর সঙ্গে আরও কিছু সাহাবীগণ উক্ত মৃত সাহাবীর দ্বিতীয় জানাযার নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে বললেন, মৃতব্যক্তির উপর জানাযার নামায বারংবার পড়া যায় না। বরং তোমরা তার জন্য দুআ কর এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। (বাদায়েউস সানায়েহ, খ: ২, পৃ: ৩৩৭)

এ ব্যাপারে বিশ্বের বিখ্যাত কিছু ফেকাহ ও ফতওয়াগ্রন্থ থেকে কিছু দলিল পেশ করা হলো। বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `ফতওয়ায়ে আলমগীরী,-তে উল্লেখ আছে,

মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায (ফরজে কিফায়াহ হিসেবে) একবারই পড়া যায়। নফল হিসেবে (দ্বিতীয়বার) জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ: ১, পৃ: ১৬৩)

বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ `বাদায়েউস সানায়েহ, তে উল্লেখ আছে,

মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায একবারই পড়া যায়। একাধিকবার জানাযার নামায বৈধ নয়। দলবদ্ধ হয়েও নয়, একাকীও নয়। তবে হ্যাঁ, যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্যরা একবার জানাযা পড়ে নেয় অতঃপর অভিভাবক উপস্থিত হয় তাহলে সে চাইলে দ্বিতীয়বার জানাযা নামায পড়তে পারে। (বাদায়েউস সানায়েহ, খ: ২, পৃ: ৩৩৭)

বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ `আল-হিদায়াহ,-তে উল্লেখ রয়েছে :

মৃত ব্যক্তির ওলী তথা অভিভাবক যদি জানাযার নামায পড়ে নেয় তাহলে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায দ্বিতীয়বার পড়া বৈধ নয়। কারণ, জানাযার নামাযের ফরজ তো প্রথমবার পড়ার দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। নফল হিসেবে জানাযার নামায দ্বিতীয়বার পড়া বৈধ নয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম উম্মাহ রাসূল (সা.) এর কবরের উপর জানাযার নামায পড়াকে ছেড়ে দিয়েছেন অথচ রাসূল (সা.) আজও কবরের মধ্যে সে অবস্থাতেই আছেন যেমন তাঁকে রাখা হয়েছিল। (আল হিদায়াহ, খ: ১, পৃ: ১৮০)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `শামী,তে উল্লেখ আছে, যদি মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায অভিভাবক ব্যতিত অন্যরা পড়ে নেয় তাহলে অভিভাবক চাইলে পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে। যদিও মৃত ব্যক্তির কবরের উপর হোক না কেন। ইহা অভিভাবকের অধিকার। যদিও প্রথমবার জানাযা পড়ানোর দ্বারাই ফরজ আদায় হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয়বার জানাযা শুধু অভিভাবকরাই পড়তে পারবে। এ জন্যই আমরা বলি যে, যারা প্রথমবার জানাযায় শরিক হয়েছে তারা অভিভাবকের সাথে দ্বিতীয় জানাযায় শরিক হতে পারবে না। কারণ, বারংবার জানাযার নামায বৈধ নয়। (শামী, খ: ২, পৃ: ২২২)

বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া,তে উল্লেখ আছে,

একবার মৃতব্যক্তির জানাযা পড়া ফরজে কেফায়াহ। সুতরাং যদি মৃতব্যক্তির অভিভাবক অথবা প্রশাসক সরাসরি অথবা তাদের অনুমতিতে একবার জানাযার নামায আদায় হয়ে যায়। তাহলে দ্বিতীয়বার অথবা বারংবার জানাযা পড়া বৈধ নয়। (ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া, খ: ৩, পৃ: ৪৪৩)

৩। বিনা প্রয়োজনে মৃতব্যক্তির লাশ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা সঠিক নয় ঃ-

আমাদের দেশে বর্তমান আরেকটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর প্রয়োজন ছাড়াই এক শহর থেকে অন্য শহরে লাশ স্থানান্তর করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ঢাকাতে পরিবার নিয়ে বসবাস করে এবং সেখানেই মারা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পর তার লাশ জন্মস্থান যেমন বগুড়া অথবা রাজশাহীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা মোটেও সমীচীন নয়। বরং বিখ্যাত কিছু ফতওয়াগ্রন্থে এ ধরণের স্থানান্তরকে মাকরূহে তাহরীমী বলা হয়েছে। কেননা, হাদীস শরীফে এক শহর হতে অন্য শহরে লাশ স্থানান্তর করা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে,

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওহুদের যুদ্ধে আমাদের পরিচিত শহীদদের লাশ ওহুদ প্রান্তর থেকে স্থানান্তর করে মদীনায় নিয়ে আসলাম তাঁদের লাশকে মদীনায় দাফন করার জন্য। কিন্তু রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী আসলেন এবং আমাদের বললেন যে, রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের স্বজনদের লাশ ওহুদ প্রান্তরই শহীদ হওয়ার স্থানে দাফন কর। এ নির্দেশের পর আমরা তাঁদেরকে ওহুদ প্রান্তরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম এবং সেখানেই দাফন করলাম। (আবু দাউদ শরীফ, খ: ২, পৃ: ৪৫১)

উক্ত হাদীসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ওহুদ একটি খোলা প্রান্তর। যেখানে কোন বসতি নেই । সঙ্গত কারণেই সাহাবায়ে কেরামগণ শহীদদের লাশ মদীনায় ফিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁদের নির্দেশ দিলেন যে, যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানেই দাফন করতে হবে। তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুলাইকা থেকে বর্ণিত। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর (হযরত আয়েশা রা. এর আপন ভাই) যখন মক্কার নিকটবর্তী স্থান হুবশীতে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর লাশ সেখান থেকে মক্কা শরীফে স্থানান্তর করা হয়। এবং মক্কাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

২১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২০-এর পৃষ্ঠার পরে

(হযরত আয়েশা রা. ভাইয়ের মৃত্যুর সময় সফরে ছিলেন।) তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসলেন, তখন ভাইয়ের কবরের পাশে আসলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যথিত হৃদয়ে দু,টি কবিতার শ্লোক আবৃতি করলেন। এবং শেষে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাছে থাকতাম, তাহলে অবশ্যই তোমার দাফন সেখানেই হতো যেখানে তোমার মৃত্যু হয়েছে।
(তিরমিযী শরীফ, খ: ১, পৃ: ২০৩)
এ ধরণের আরও কিছু হাদীসের কারণে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেখানে মারা যাবে সেখানেই অথবা তার আশে পাশে তাকে দাফন করতে হবে। বিনা কারণে লাশ এক শহর থেকে দূরবর্তী অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ, প্রথমত: লাশ স্থানান্তর করা হাদীসে নিষেধ আছে। দ্বিতীয়ত: লাশ স্থানান্তর করার দ্বারা দাফন করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে এবং লাশ অন্য স্থানে নিয়ে গেলে সেখানকার আত্মীয়-স্বজন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পুনরায় পড়বে। অথচ এ দু,টি জিনিসই হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।
এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামগণের কিছু মতামত তুলে ধরছি।
বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ `বাহরুর রায়েক,-এ উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি যখন তার নিজ শহরে মারা যাবে, তখন তাকে সেখান থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহ। কারণ ইহা একটি অনর্থক ও বেফায়দা কাজ এবং এ কাজের জন্য তার দাফনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে। (আল বাহরুর রায়েক, খ: ২, পৃ: ১৯৫) বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ `আহসানুল ফতওয়া,-তে উল্লেখ আছে,
মৃত ব্যক্তিকে (যেখানে মারা গেছে সেখান থেকে) অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহে তাহরীমী। (আহসানুল ফতওয়া, খ: ৪, পৃ: ২১৮) তবে মারা যাওয়ার স্থান থেকে পার্শ্ববর্তী দু,চার মাইলের মধ্যে স্থানান্তর করার অনুমতি আছে।

৪। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে গায়েবানা জানাযা বৈধ নয় ঃ-
আমাদের সমাজে একটি বিষয়ের মারাত্মক প্রচলন আছে। তা হলো, কোন কোন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযা পড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে দেখা যায় যে, কোন রাজনৈতিক কর্মী যখন নিজ দলের কোন প্রোগ্রামে মারা যায়, তখন দেশব্যাপী তার দলীয় নেতা-কর্মীরা গায়েবানা জানাযা আদায় করে। অথচ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে জানাযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তাবলী রয়েছে তন্মধ্যে একটি অন্যতম শর্ত হলো, ইমাম সাহেবের সামনে লাশ উপস্থিত থাকতে হবে। অতএব যেহেতু গায়েবানা জানাযায় লাশ অনুপস্থিত থাকে, তাই গায়েবানা জানাযা নামায বৈধ নয়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।
বিখ্যাত ফতওয়াগ্রন্থ ফতওয়ায়ে আলগিরীতে উল্লেখ আছে, জানাযার নামায বৈধ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত থাকা এবং লাশকে মুসল্লিদের সামনে রাখা। সুতরাং গায়েবানা জানাযার নামাযে এই শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে তা বৈধ নয়। (ফতওয়ায়ে আলমগিরী, খ: ১ পৃ: ১৬৪)

প্রসিদ্ধ ফতওয়াগ্রন্থ `ফতওয়ায়ে শামী,-তে উল্লেখ আছে,
জানাযার নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তার পুরো শরীর অথবা শরীরের অধিকাংশ মুসল্লিদের সামনে থাকা এবং কিবলার দিকে থাকা। সুতরাং (উক্ত শর্ত না পাওয়ার কারণে) গায়েবানা জানাযা সহীহ নয়।
(ফতওয়ায়ে শামী, খ: ২, পৃ: ২০৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় মদীনার বাহিরে অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। সে সব যুদ্ধে রাসূল (সা.) এর অনেক প্রিয় সাহাবীগণ শহীদ হয়েছিলেন। মদীনায় রাসূল (সা.) এর নিকট যখন সে সব প্রিয় সাহাবীর শাহাদতের খবর পেয়েছেন তখন তিনি কোন সাহাবীর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েননি। অথচ সমস্ত সাহাবীর সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা ছিল যে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন জানাযার নামায পড়ান। কারণ, কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাসূল (সা.) এর জানাযার নামায পড়ানো তার জন্য বিরাট বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেমন রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিবে। কারণ আমি যদি তার জানাযার নামায পড়াই তাহলে এ জানাযার নামায তার জন্য রহমত হবে।
(ফতওয়ায়ে শামী, খ: ২, পৃ: ২০৯)
রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত উসমান রা. এবং হযরত আলী রা. এর শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শত শত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে; সে সমস্ত যুদ্ধে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন। অথচ হাদীসের কোন গ্রন্থে উল্লেখ নেই যে, চার খলীফার কেহ তাঁদের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বা অন্য কোন সাহাবী সে সমস্ত শহীদ সাহাবীদের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। তাহলে

যদি গায়েবানা জানাযা বৈধ হতো বা রাসূল (সা.) পড়েছেন বলে সাহাবীগণের জানা থাকতো তাহলে পরবর্তীতে অবশ্যই গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর প্রচলন থাকতো।

তবে রাসূল (সা.) দু,জন ব্যক্তির উপর গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছেন। যা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। তারমধ্যে একজন হলো, আবিসিনিয়ার বাদশাহ হযরত নাজ্জাশী এবং অন্যজন হলেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুআযা মাজনী রা. এর জন্য। সে হাদীসের ভিত্তিতে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. গায়েবানা জানাযা বৈধ বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের একাধিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, উক্ত জানাযার নামায মূলত: গায়েবানা জানাযা ছিল না বরং রাসূল (সা.) এর মু,জিযা স্বরূপ আল্লাহ তা,আলা রাসূল (সা.) এর সামনে লাশকে উপস্থিত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং লাশের সামনেই তিনি জানাযার নামায পড়েছিলেন। যেমনটি সহীহ ইবনে হিব্বান কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের খবর দিলেন যে, তোমাদের ভাই (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী মারা গেছেন সুতরাং তোমরা দন্ডায়মান হও এবং তার উপরে জানাযার নামায পড়। অতঃপর রাসুল (সা.) দাঁড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) এর পিছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং রাসূল (সা.) চার তাকবীর দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মনে করছিলেন যে, অবশ্যই তার (হযরত নাজ্জাশীর) লাশ রাসূল (সা.) এর সামনে আছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ: ৭, পৃ: ৩৬৯)
তিরমিযী শরীফে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর জন্য (মু,জিযা স্বরূপ) নাজ্জাশীর লাশের খাটলিকে উন্মোচিত করা হয়েছিল। ফলে রাসূল (সা.) তাকে দেখেছেন এবং তার উপর জানাযার নামায পড়েছেন।
(তিরমিযী শরীফের টিকা, খ: ১, পৃ: ২০১)

উল্লেখিত দু,টি হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত নাজ্জাশীর জানাযার নামায মূলত: গায়েবানা ছিল না বরং রাসূল (সা.) এর মু,জিযা স্বরূপ তার লাশকে সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। এবং রাসূল (সা.) লাশ দেখে জানাযার নামায পড়েছেন। আর যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত নাজ্জাশী ও মু,আবিয়া মুজানী রা. এর জানাযা গায়েবানা ছিল, তাহলে আমরা বলব যে, উক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা দু,টি শুধু রাসূল (সা.) এর খুচ্ছিয়্যাত বা বৈশিষ্ট ছিল। যেমন, চারের অধিক বিবাহ করা, তাহাজ্জুদের নামায ফরজ হওয়া ইত্যাদি বিধানগুলো তাঁর একক বৈশিষ্ট ছিল বিধায় উক্ত দু,টি ঘটনাকে অনুসরণীয় বিধান মনে করে তার উপর আমল করা বৈধ হবে না। এ জন্যই রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর শত শত সাহাবী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়েছেন কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) এর উক্ত দু,টি ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে শহীদ সাহাবীগণের গায়েবানা জানাযার নামায পড়েননি।

সহি দ্বীনের বুঝ না থাকার কারনে বিভিন্ন অজুহাতে আজকাল অনেকেই লাশ দাফনে বিলম্ব করেন,যা নাকি আল্লাহ ও রাসূলের(সা:) পরিপন্থী। বিশেষ করে প্রবাসে ইদানিং এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়,লাশ দেশে পাঠানো নিয়ে বিভিন্ন ফিতনার সৃষ্ঠি করে এক শ্রেণীর লোকেরা। তাদের যুক্তি হচ্ছে -লাশের বেশির ভাগ আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন,সবাই একনজর শেষ বারের মতো লাশের মুখ দেখতে চান। যথেষ্ট আবেগজনিত কথা,ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। শরীয়তের নিয়ম ভঙ্গ করে কেউ যদি আবেগের বশে লাশ দেশে পাঠায় তবে কি লাশের গুনা মাফ হবার কোনো সম্বাভনা আছে ? অবশ্যই না ! বরঞ্চ শরীয়তের আইন ভঙ্গ করে বা যারা আল্লাহ ও রসূল (সা:) এর আইন অবজ্ঞা করে এধরণের ফিতনার জন্ম দিবে ,তারা সবাই রোজ কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করতে হবে,আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবে,গুনাহগার হবে। অর্থাৎ ভালো কাজ করছে মনে করে লাশ দেশে পাঠাবে ঠিকই তবে শরীয়ত না মানার কারনে যারা যারা সহযোগিতা ও সমর্থন করেছে,সবাই গুনাহগার হবে। নেক সুরুতে শয়তানের ধোকা !

একটি বিষয় সকলকে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন: কোনো নারী বা পুরুষ মারা গেলে তার লাশ দেশে পাঠাতে চাইলে বেশ কিছু আইন কানুনের ভিতর কাজ করতে হয়। অনেক গুলো শর্তের ভিতর একটি শর্ত হচ্ছে : লাশের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র সেলাই করে বন্ধ করতে হয়। নারী বা পুরুষ সবার জন্য সমান আইন বা একই শর্ত। পুরো শরীর অনাবৃত্ত করে বড় একটি টেবিলের উপর রাখা হয়। একধরণের ভেক্সিন (ইনজেকশন) দেবার পরে কিছু সময় অপেক্ষা করা হয় ,সুপারভাইজর এসে পরীক্ষা করে গ্রিন সিগন্যাল দিলেই লাশের প্রতিটি ছিদ্র বন্ধ করা হয়। তারপর স্থানীয় বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক আইন কানুন অনুসরণ করে পুরো জিনিস বন্দোবস্ত করতেও সময় লাগে অনেক যা নাকি লাশের জন্য মোটেও কাম্য নয়।

দ্বীনদার মুসলমানদের প্রতি আহ্বান :
বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বীনদার মুসলমানদের উচিত হবে, মৃত্যুর পূর্বেই আত্মীয়-স্বজনদেরকে ওসিয়ত করা যে, আমার মৃত্যুর পর দ্রুত কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে এবং একাধিক জানাযার নামায পড়াবে না।প্রবাসে যারা অবস্থান করছেন তারাও তাদের আত্মীয় -স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদেরকে জানিয়ে রাখা, যাতে করে মৃত্যুর পর লাশ দেশে না পাঠিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাফন-জানাজা সম্পন্ন করা। বিশেষ করে সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তথা হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের জন্য উক্ত বিষয়টি বেশি জরুরী। কারণ কোন আলেমের মৃত্যুর পর যদি অহেতুক লাশ দাফনে বিলম্ব করা হয় বা একাধিক জানাযা অথবা লাশ স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানগণ উক্ত বিষয়গুলোকে শরীয়তসম্মত বলে বিবেচনা করবে। আল্লাহ তা,আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

"রে তুই মৃত্যু তরে কররে আয়োজন
বাঁচতে যদি চাস সাবধানীরা আয়োজনে
রয়না পিছে পড়ে - আল্লামা বালাজুরী"

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts in Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10

সুন্দরবনের কোল ঘেসে জোনাকচণ্ডিপুর গ্রাম। ছবির মত গোছানো ছোট্ট গ্রামটি। কাসেম মৃধা এখানকার আদি বাসিন্দা। সেই নয়-দশ বছর বয়সে ভারত ভাগের সময় বাবার হাত ধরে হাবড়া থেকে পালিয়ে এসেছিল। তখন এ অঞ্চলে বাড়ী-ঘর বলতে কিচ্ছু ছিল না। কাসেম মৃধার বাবার দেখাদেখি অনেকেই এসে ঘর বেঁধেছিল এখানে।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর- পূর্বে সুন্দরবন। গ্রামটির সদর দরজা আটা পশুর নদী দিয়ে। যা সাগরের সাথে মিশেছে। সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ আর জলসীমা থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে গ্রামের বাসিন্দারা।

কাসেম মৃধার বয়স যখন ষোল তখন তার বাবা একদিন মধু সংগ্রহ করতে যেয়ে আর ফিরে আসেনি। সবার ধারণা তাকে বাঘে খেয়েছে। অনেক খুঁজেছে বাবাকে। কোথাও পায়নি। এখনও খুঁজে বেড়ায় মনে মনে। যদি কোনদিন বাবাকে পাওয়া যায়।

অভাব- অনটন থাকলেও সুখের কমতি নেই কাসেম মৃধার সংসারে। একমাত্র মেয়ে জুলেখা বানু দিনে দিনে ডাঙ্গর হচ্ছে। শরীরের গঠন বলে দেয় সেকথা। মেয়েটার মুখে হাসি লেগেই থাকে সর্বক্ষণ। প্রজাপতির সাথে খেলা করে- উড়ে বেড়ায়। বড়দের স্নেহের পাত্রী আর ছোটদের মাথার মুকুট জুলেখা বানু। পশুর নদীর ওপারে চাঁড়াভাঙ্গা হাইস্কুলে পড়ে সে। পড়াশুনার প্রতি প্রবল টান থাকায় কাসেম মৃধা মেয়ে যতদূর পড়তে চায় ততদূর পড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করে। তবে সমাজ- সংসার বলে একটা কথা আছে। তার বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই কারো। এমনকী কাসেম মৃধারও না। এ গ্রামের কেউ লেখাপড়ার সুযোগ তেমন পায় না। একটু বুঝতে শিখলেই বাবা- মায়ের কাজে সাহায্য করতে

জুলেখা বানু এবার ক্লাস নাইন পাশ দিয়েছে। এই-ই যথেষ্ট। আর দরকার কী? এমন শিক্ষিত মেয়ে এ গ্রামে আর একজনও নেই। যদিও মেয়ে আর কয় ক্লাশ পাশ দিতে চায়। মেয়ের ইচ্ছে পূরণ করার সাধ্য- সামর্থ থাকলেও শক্তি নেই। যতই সমাজপতি হোক না কেন, সেও সমাজের মধ্যে। তার দ্বারা নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবে কাসেম মৃধা। মেয়েটাকে একটা ভালো ঘরে- ভালো বরের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তার।

ছমির উদ্দিনের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক জুলেখা বানুর; সেই ছোটকাল থেকে। যখন বুঝতে শিখেছিল তখন ছমির উদ্দিনের হাতে হাত রেখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। দেখতে দেখতে বেশ ক'টি বছর পেরিয়ে গেল অথচ ভালবাসায় ভাটা পড়েনি আজও।

ছমির উদ্দিন জুলেখার বাবার সাথে কাজ করে। থাকে গ্রামের দক্ষিণ কোনায় বঙ্গোপসাগরের ধারে এক ঝুঁপড়ি ঘরে। বাবা-মা নেই। এতিম। কেউ কেউ বলে জারজ। হামজা মৌয়াল সাগরের কিনারায় কুড়িয়ে পেয়েছিল ছমির উদ্দিনকে। তখন তার বয়স দুই অথবা তিন মাস। নিঃসন্তান হামজা মৌয়াল বৌয়ের কোলে তুলে দেয় ছমির উদ্দিনকে। এখানেই বড় হয় ছমির উদ্দিন। বছর দুয়েক হলো সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যেয়ে বাঘের আক্রমনে মারা যায় হামজা মৌয়াল। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে বউটার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। আবারো এতিম হয়ে যায় ছমির উদ্দিন।

"ছমির ভাই, ও ছমির ভাই, ঘরে আছো?„ জুলেখা বানু ডাকতে ডাকতে ঘরের চালে ঝুলে থাকা ছন উঁচু করে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

"কেডা; জুলেখা নাহি? আয় ভিতরে আয়।„ কাশতে কাশতে বলে ছমির উদ্দিন। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর ছমির উদ্দিনের। জ্বর হয়েছে আজ প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কোমার নামই নেই। বরং বেড়েছে। প্রথম প্রথম কাশিটা ছিল না। আজ দু'দিন হলো কাশিটা খুব জ্বালাচ্ছে। রুদ্র হেকিম এসে প্রায়ই ওষুধ দিয়ে যায়। তাতে যেন কোন কাজ হচ্ছে না।

ঝাউ গাছের সরু ডাল দিয়ে তৈরী করা চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে জুলেখা বানু। স্তম্ভিত হয়ে যায় ছমির উদ্দিনকে দেখে। "এ কী হাল হয়েছে তোমার?„ বলতে বলতে দৌঁড়ে মাথার কাছে যেয়ে বসে। মুখে- মাথায় হাত রাখে জুলেখা বানু।

"ইস জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা কবে থেইকা হইছে? আমারে এটটু জানাইবার প্রয়োজন মনে করলানা? আমি কি তোমার পর ছমির ভাই?„ ডুকরে কেঁদে ওঠে জুলেখা বানু। কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ছমির উদ্দিনের মুখের ওপর।

ছমির উদ্দিন ওঠে বসে। পিঠের ওপর হাত রেখে জুলেখাকে কাছে টেনে নেয়। মুখে আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলে- "কান্তাছো ক্যান? এই দ্যাহো আমার কিচ্ছু হয় নাই।„

"কিচ্ছু হয় নাই কইলেই হইলো?„ আরো জোরে কান্না পায় জুলেখার। চোখের জলে তার প্রিয়তমের সমস্ত অসুখ বিসুখ ভাসিয়ে দিতে চায় সে।

বুকের মাঝে চেপে ধরে ছমির উদ্দিন জুলেখাকে। জুলেখাকে পেয়ে ছমির উদ্দিনের জ্বর অর্ধেকটা কমে গেছে। আগের মত কাশিও নেই।

"তুমি আমারে এত ভালবাসো জুলেখা?„

"ক্যান তুমি বোঝনাই এতদিন?„ চোখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে জুলেখা।

"হ্যা বুঝছি। আর বুঝছি বইলাই এত ভয় আমার।„

"কিয়ের ভয়?„

"তুমারে নিয়া।„

"আমারে নিয়া ভয় কিয়ের?„

"তুমি যদি কোনদিন অন্যের হইয়া যাও।„

"তুমি নিশ্চিন্ত থাইকো। তুমার জুলেখা অন্য কারো হইবেই না। যদি হইয়াই যায় সেদিন যেন জুলেখার মরণ হয়। হ- ছমির ভাই। আমি তুমারে ছাড়া কিচ্ছু চাইনা। তুমি শুধু কথা দাও- যত ঝড় ঝাপ্টাই আসুক না কেন, আমারে ছাইড়া কোনদিন কুনখানে যাইবানা।„

"কথা দিলাম জুলেখা।„ আরো জোরে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে ছমির উদ্দিন জুলেখাকে। ছমির উদ্দিনের বুকের তাপ অনুভব করে জুলেখা। বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে বলে- "তুমার এই অবস্থা আমারে জানাও নাই ক্যান?

"ভাইবাছিলাম এমনিতেই সাইরা যাইবো। তাইতো তুমারে কষ্ট দিবার চাই নাই।„

"আর মানে মানে করতে হইবেনা। ওষুধ পত্তর কিছু খাইতাছো?„

"হেকিম সাব প্রায় প্রতিদিন দেইখা যাইতাছে। তয় আর ওষুধ খাওন লাগবোনা।„

"ক্যান?„

"তুমি আইছোনা। সব অসুখ বিসুখ এমনিতেই ভাল হইয়া যাইবো।„

"সকালে কিছু খাইছো?„

"„রাত্তিরের পান্তা ভাত সবগুলো মরিচ ডইলা খাইছি। তুমার চিন্তা করণ লাগবোনা।„

"দুপুরতো হইয়া গেল, কী খাইবা অহন?„

"একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবো।„

ব্যবস্থা কী হবে তা জানে জুলেখা। বলল- "তুমি চুপচাপ শুইয়া থাইকো। উঠবানা কইয়া দিতাছি। আমি বাড়ীর থেইকা খাওন নিয়া আসুমনে।„ কড়া নির্দেশ জুলেখার।

"তুমি এত কষ্ট করিতে যাইবা ক্যান এমনিতে তুমারে কম কষ্ট দিতাছি না।„

"চুপ থাইকো তো; কোন কথা কইবানা। আমি গেলাম।„

কদিন থেকে নিজের ওপর প্রচণ্ড চাপ যাচ্ছে জুলেখা বানুর। সকালে বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে হয় ছমির উদ্দিনের খাবারের ব্যবস্থা করতে। তারপর স্কুলে। স্কুল থেকে এসে আবার দৌঁড়াতে হয় ছমির উদ্দিনের কাছে।

মেয়ে সকাল দুপুর ছমির উদ্দিনের সাথে দেখা করতে যায় একথা কাসেম মৃধার কানে যেতেই অজানা শঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়ে কাসেম মৃধা। রাতে খাবার সময় মেয়েকে শাসায় আর যেন এ চাল চুলোহীন বেজম্মাটার সাথে দেখা না করে। গ্রামের নানা জনে নানা রকম কথা বলছে। সমাজে তার একটা ইজ্জত আছে।

জুলেখা বানু কোন কথা বলে না। মনের মাঝ থেকে অনেক কথাই মুখের কাছে এসে আটকে যায়। বের হয় না। সাহস করে বাবাকে বলতে চেয়েছিল- "আমি ছমির উদ্দিনকে ভালবাসি। তাকে ছাড়া পৃথিবীর সুখ শান্তি চাইনা„ আরো কত কী। কথাগুলো মনের মাঝে রয়ে যায়, বলতে পারে না।

মা তার দুঃখ বোঝে। তাইতো মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছে জুলেখা। মা সান্ত্বনার বাণী শোনায়- "তোর বাবা খুব রাগী মানুষ। তুই যেন আর ওমুখো হসনে। আমি দেহি বুঝাইয়া শুঝাইয়া কিছু করিতে পারি কী না।„ মায়ের কথায় শান্ত হয় জুলেখা।

"আগামী পনেরই জৈষ্ঠ্য মাইয়ার বিয়া ঠিক কইরা আইলাম জুলেখার মা।„

"মেয়ের বিয়া!„ এমন অনাকাঙ্খিত কথা শুনে নড়ে চড়ে বসে ফুলবানু।

সে আবারো প্রশ্ন করে, "কী কইলা? বিয়া ঠিক করছো!„

"করছি। যেন আকাশ থেইকা পড়লা?„

"আকাশ থেইকা পড়নেরই কথা। দেখা নাই, শুনা নাই; কেমনে বিয়া ঠিক করলা?„

"পোলা স্বরুপ কাটি দত্ত বাড়ীর। পোলা ভাল। নিজস্ব চায়ের দোকান আছে। দু'পয়সা ভাল আয় করে। আমাগোর মাইয়া সুখেই থাকবো। স্কুলে যাওনের সময় পোলা, পোলার বাপে দেইখা পছন্দ করছে। মাইয়া দেখনের কথা কইলেই কইলো, আমাগোর আর দেখনের দরকার নাই। মাইয়া আমাগোর পছন্দ। আমি আর আগে পাছে না ভাইবা বিয়ার কথা পাকা কইরা আইলাম।„

"ক্যামন কইরা বিইয়া ঠিক করলা? মাইয়ার মত আছে কিনা জানলা না একবার?„

"মাইয়ার মত! তার আবার মত কিয়ের? আমরা যেহানে বিয়া ঠিক করমু, সেইহানে বিয়া হইবো। আমরা কি মাইয়ার খারাপ চাই?„

"জুলেখা কইতাছিল...„ ফুলবানুর মুখে কথাটা থাকতেই কাসেম মৃধার প্রশ্ন-

"কী কইতাছিল?„ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ সে।

ফুলবানু ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল- "মাইয়া নাহি ছমির উদ্দিনরে ছাড়া কাউরে বিয়া করবো না!„

"জুলেখার মা, তুমি মাইয়ারে কইয়া দিও, আমি যেহানে বিয়া ঠিক করছি সেইহানেই বিয়া হইবো।„

"আমি কইতাছিলাম কি, আর একবার ভাইবা দ্যাখলে নইতো না...„

"শোন জুলেখার মা, প্রয়োজনে মাইয়ারে কাইটা নদীতে ফালাইয়া দিমু; তয় এ বেজম্মাটার সাথে কিছুতেই বিয়া দিমুনা। কী আছে বেজম্মাটার? কিচ্ছু নাই। তুমারে ছাপ ছাপ কইয়া দিতাছি, আর কহনও বেজম্মাটার নাম মুখে আনবা না।„

জুলেখা বানু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনে চোখের পানিকে বাঁধ দিয়ে রাখতে পরে না। দৌঁড়ে যায় নিজের বিছানায়। *২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২২-এর পৃষ্ঠার পর

বালিশ দিয়ে মুখ চেপে কেঁদে ওঠে। এ কান্নার শব্দ পৌঁছায় না ফুলবানু কিংবা কাসেম মৃধার কানে।

সন্ধ্যা ঘোর ঘোর। মুসল্লীরা এখনও নামাজের পাটিতে দাঁড়িয়ে। কাসেম মৃধা বাজার থেকে ফেরেনি। ফুলবানু রান্না ঘরে ব্যস্ত। জুলেখা বানু নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস একটি পুটলায় বেঁধে নেয়। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে দৌঁড়ে আসে ছমির উদ্দিনের বাড়ীতে। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকে- "আছো ছমির ভাই?„

ছমির উদ্দিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জুলেখাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। বলল, "তুমি; এই ভর সন্ধ্যায় কোথা থেইকা? তুমার সাথে আর কেডা আইছে?„

"আর কেউ আহে নাই। আমি একাই আইছি।„ জুলেখা চারিদিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "কেউ দেইখা ফ্যালাইবো। চলো ঘরের ভেতরে যাই।„

ছমির উদ্দিন কিছু বুঝতে পারে না। মনে মনে ভাবে, "জুলেখা কি পাগল হয়ে গেল? আবার হাতে একটা পুটলা। ওর ভেতরেই বা কী?„ মনের মাঝে নানা রকম প্রশ্নের উদয় হয় ছমির উদ্দিনের। ঘরে যেয়ে দরজা এঁটে দেয় জুলেখা বানু। হাত চেপে ধরে ছমির উদ্দিনের।

"তুমি শুনছো আমার বিয়া ঠিক করছে বাপে?„ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল জুলেখা।

"হ- শুনছি।„

"শুনছো? তারপরও কোন উপায় খুঁজে বাইর করো নাই?„

"„কী করমু কও? আমার যে কিচ্ছু নাই।„

"কিছু নাই কইলেই হইলো? এইযে তুমি আছো, তুমার মন আছে!„

"শুধু মন থাকলেই হইবো না জুলেখা। ঘর বাড়ী অর্থ সম্পদও থাকতে হইবো। আমাগোর সম্পর্ক তোমার বাপে কোনদিন মাইনা নিবো না।"

"মাইনা নিবো না বইলা সারা জীবনের মত তুমার কাছে চইলা আইছি। চলো আমরা পালাইয়া যাই।"

"কী কইতাছো তুমি? তা হয় না জুলেখা। আগামী পরশু তুমার বিয়া। তুমি ফিরা যাও।"

"তুমি আমারে ফিরা যাইতে কইতাছো? আমি তুমারে ছাড়া বাচুমনা ছমির ভাই। সত্যি কইতাছি, তুমি যদি অহন আমারে ফিরাইয়া দাও তাইলে সাগরে ডুইবা মরুম।„ ছমির উদ্দিনের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে জুলেখা।

"না জুলেখা। আমি বাইচা থাকতে তুমি মরতে পারবা না। চলো অহনই আমরা পালাইয়া যাই।" জুলেখার হাত ধরে ঘর থেকে বের হয় ছমির উদ্দিন।

ইতিমধ্যে আঁধার আঁধারতর হয়ে উঠেছে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে হলে পশুর নদী পার হতে হবে। মনে মনে ভাবে ছমির উদ্দিন। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর যেয়েই থমকে দাঁড়ায় দু'জন। ভয়ে মুখ শুকিয়ে আসে। সামনে কাসেম মৃধা। সাথে দুজন লোক লাঠি হাতে। রাগে চোখ বেরিয়ে আসতে চায় কাসেম মৃধার। দু'জন দৌঁড়ে এসে ছমির উদ্দিনকে জাপটে ধরে।

"এত সাহস তোর, আমার মাইয়ারে লইয়া পালাইয়া যাইতাছোস। বেজন্মা কোথাকার।" কাসেম মৃধা দু'তিনটা চড় বসিয়ে দেয় ছমির উদ্দিনের গালে। ছমির উদ্দিন কোন কথা বলে না।

জুলেখা বানু বাবার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ছমির ভাইরে মাইরো না বাবা। ওরে আমিই নিয়া আইছি। ওর কোন দোষ নাই। আমি ছমির ভাইরে ভালবাসি। ওরে ছাড়া বাচুমনা বাবা।"

"দুদিন বাদে তোর বিয়া। যদি ছমিররে বাঁচাইতে চাস তাইলে আমার পছন্দের পোলারে বিয়া করিতে হইবো।"

কোন অনুনয় বিনয় কিংবা কান্নায় কাসেম মৃধার মন গলেনি সেদিন। নির্দিষ্ট দিনেই তার পছন্দের ছেলের সাথেই বিয়ে হয়। নতুন জীবনে প্রবেশ করে জুলেখা

বানু। সে ভুলতে চেষ্টা করে ছমির উদ্দিনকে, তার অতীত দিনগুলোকে। ভুলতে পারে না। যখন একা থাকে তখন কেঁদে ওঠে মন। কেঁদে ওঠে তার বিরহী আত্মা।

সে ভাবে, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এ ঘর এ সংসার তার। এখানকার ভাল মন্দ তাকেই দেখতে হবে। সংসারটাকে গড়তে হবে তাকেই।

নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, স্বামীর আপন হবার চেষ্টা করে জুলেখা বানু। পারে না। তারা ইতিমধ্যে জেনেছে, গ্রামের এক বেজন্মার সাথে সম্পর্ক ছিল জুলেখার। রাত-বেরাত দেখা করতো তার সাথে। অনেক ঢলাঢলিও হয়েছে দু'জনের মধ্যে। বিয়ের দু'দিন আগেও পালিয়ে গিয়েছিল তার সাথে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুলেখার শ্বশুরের কথা, "কাসেম মৃধা তার সাথে জালিয়াতি করেছে। তার ছেলের ঘাড়ে একটা কলঙ্কিনী মেয়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

জুলেখাকে শ্বশুর বাড়ীর কেউ একদম চোখে দেখতে পারে না। সবার যেন চোখের কাঁটা। জুলেখা যদি ভাত রান্না করে, শ্বশুর বাড়ীতে এসে জানতে পারলে হাঁড়ি ধরে ফেলে দেয় উঠানে। স্বামী বাড়ীতে আসলে শাশুড়ী- ননদ বানিয়ে বানিয়ে বলে। মা বোনের কথা শুনে জুলেখাকে পেটায় হরদম। জুলেখা কিছু বলে না। বলতে গেলেও তার তোয়াক্কা করে না। জুলেখা মার খেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে চোখের জল ফেলে।

কাসেম মৃধা মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যায় মিষ্টির হাড়ি নিয়ে। বাড়ীতে যে-ই থাকুকনা কেন, মুখের সামনে মিষ্টির হাঁড়ি ছুড়ে ফেলে দেয় উঠানে। অগত্যা মেয়ের করুণ অবস্থা দেখে ফিরে আসতে হয় তাকে।

এমনিভাবে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কেটে যায় দীর্ঘ একটি বছর। এতদিনে কোন পরিবর্তন হয়নি জুলেখার সংসারের। ভেবেছিল হয়তো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়নি; বরং বেড়েছে।

কাসেম মৃধা বার বার অপমানিত হওয়া সত্বেও মেয়েকে দেখতে যায়। মেয়ের করুণ অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ীতে আসা ছাড়া কোন কিছু করতে পারে না সে।

লোক মারফত আজ সকালে জুলেখার শ্বশুর কাসেম মৃধাকে ডেকে আনায় বাড়ীতে। কাসেম মৃধার বুক দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। না জানি তার মেয়ের কোন অমঙ্গল হয়। তাইতো আসার সময় বার বার সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করতে থাকে।

"আমরা আর আপনার মাইয়ারে রাখবার পারুম না। আপনার মাইয়া আমার সোনার টুকরা পোলার জীবনে রিকস্ হইয়া দাঁড়াইছে।„

"কী কইতাছেন বিয়াই সাব?„ চোখে অন্ধকার দেখে কাসেম মৃধা।

"ঠিকই কইতাছি। আপনে আমাগোর সাথে যে ঠকবাজী করছেন তাতে আপনার মাইয়ারে অনেক আগেই তাড়াইয়া দেওন উচিৎ ছিল। আমি দিইনাই। কেন দিইনাই জানেন? ভাইবাছিলাম সব ঠিক হইয়া যাইবো। কিন্তু ঠিক হওনের কোন লক্ষণ-ই দেখতাছি না। বিয়ার আগে আপনের মাইয়া যার সাথে লটর পটর করছে, হেই সন্ত্রাস বাহিনী লইয়া আমার পোলারে খুন করবার চায়। আপনেই কন, এমন কিসিমের মাইয়ারে কী করণ উচিৎ?„

কাসেম মৃধা মনে মনে ভাবে, "জুলেখার শ্বশুর এতক্ষণ যা বলিল তা সবই মিথ্যা। ছমির উদ্দিন ভয় দেখাইবে কীভাবে? সেতো বাঁচিয়া নাই। জুলেখার বিয়ের দিন ছমির উদ্দিন গিয়াছিল সুন্দরবনের ভিতরে। আর ফিরে আসে নাই। গ্রামের সবাই বলাবলি করে তারে নাকি বাঘে খায়েছে।„

"কী হইলো কথা কইতাছেন না ক্যান?„

কাসেম মৃধা মেয়ের ওপর অত্যাচার দীর্ঘ এক বছর ধরে দেখে আসছে। আগের সেই প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ানো জুলেখা এখন আর নেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে যে কারো চিনতে অসুবিধা হবে তাকে।

"মেয়েটা কত সহ্য করবে এ অত্যাচার? এখানে থাকলে হয়তো আত্মহত্যা-ই করবে একদিন। দরকার নেই এমন অমানুষদের ঘরে মেয়েকে রাখার। সে যদি এক মুঠো খায় মেয়েকেও খাওয়াতে পারবে। চোখে জল এসে যায় কাসেম মৃধার। লুঙ্গির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আপনে কী করবার চান?„

"আপনের মাইয়া আপনে লইয়া যান। আমরা আর আপনের মাইয়ারে রাখবার পারুম না।„

"আপনে আর একটু ভাইবা দেখেন ভাইজান, সংসারডা যদি টেকে...„

"ভাইবা দেখনের দরকার নাই। আমার পোলায় চায় না এই মাইয়া লইয়া ঘর করিতে। দয়া কইরা লইয়া যান। আপনের মাইয়া যদি হেই প্রেমিকের লাইগা আত্মহত্যা করে তাইলে জেলের ঘানি টানবো কেডা? আপনের কাছে হাত জোড় কইরা কইতাছি, আপনের মাইয়ারে লইয়া যান। আমাগোর আর ভুগায়েন না।„

ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকে জড়ো হয়েছে উঠানে। জুলেখা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে আর তার চোখ থেকে নীরবে জল গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

জুলেখার স্বামী এতক্ষণ রান্না ঘরের দরজার কাঠের ওপর বসে ছিল। বাবার আশকারা পেয়ে সেখান থেকে উঠে আসে। আগে পাছে কোন কিছু না বলেই বলল, "আমি জুলেখারে তালাক দিলাম। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বায়েন তালাক।„ কথাগুলো বলতে একটুও মুখে আটকায় না জুলেখার স্বামীর।

এমন অনাকাঙ্খিত তালাকের কথা শুনে উপস্থিত সবাই হা- হুতাশ করতে থাকে। অনেক বৌঝিদের চোখের কোণে দেখা যায় জলের রেখা। কেউ কেউ আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। সবার ধারণা বৌকে তালাক দিলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এমন কথা নাকি কোরান শরীফে লেখা আছে। আরশ কাপুক আর নাই কাপুক, কোরানে লেখা থাক আর না-ই থাক; কাজটাতো অন্যায়। এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা দেখে পাষাণের মনও মোচড় দিয়ে ওঠে। হৃদয়ে দাগ কাটে। স্ত্রী তালাক দেওয়াটাও ঠিক তেমনি। যার কারণে দীর্ঘ এক বছর সংসার করার পর জুলেখা বানুকে তালাক দেওয়াতে উপস্থিত সবার হৃদয় গুমরে কেঁদে ওঠে।

জুলেখা কোন কথা বলেনা। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। জুলেখা অনুভব করে তার চোখের জল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর ঝরছে না। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে নিয়মিত প্রত্যেকদিন ঝরছিল সে। আজ হয়তো শুকিয়ে গেছে, নয়তোবা ছাড়পত্র পাবার আনন্দে ঝরতে ভুলে গেছে।

কাসেম মৃধা মেয়েকে নিয়ে যখন বাড়ীর দিকে রওনা হয় তখন বিকেল পাঁচটা। নৌকায় হাত ধরে উঠায় মেয়েকে। কথা বলার শক্তি নেই জুলেখার। সেখানে নৌকায় উঠাতো দুঃসাধ্য।

পশুর নদীর উত্তাল ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে নৌকা চলছে দুর্বার গতিতে। সারা দিনের ক্লান্ত সূর্যটা পশ্চিমে ঘুমিয়ে পড়তে উদ্যত যেন। চারিদিকে লাল আভা ছড়িয়ে রেখেছে সূর্যটাকে।

জুলেখা একক্ষণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল নির্বাক চোখে। কী জানি কী ভেবে মুখ ঘোরায় বাবার দিকে। নরম স্বরে বলল, "একটা কথা জিগামু বাবা?„ কাসেম মৃধা মাথাটা হালকা দুলিয়ে সম্মতি দেয়।

"ছমির ভাই কেমন আছে?„

"তুই কিচ্ছু শোনোসনাই? আর শুনবিই বা কেমন কইরা। এই এক বছরে একবারও আমাগোর বাড়ীতেতো তোরে যাইতে দেয়নাই। সেতো এক বছর হইয়া গ্যালো, ছমিররে বাঘে খাইছে।„

ছমিন উদ্দিনকে বাঘে খেয়েছে কথাটা শুনে তেমন কিছু মনে হয় না জুলেখার। তার কাছে বাঘে খাওয়াটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে মনে বলল, "ছমির ভাই, তুমি বাঘের প্যাটে যাইয়া ভালোই করছো। আর দ্যাহো- আমারে প্রতিনিয়তঃ বাঘে খাইতাছেতো খাইতাছেই। এ খাওনের শেষ কবে হইবে তা কি তুমি জানো?„

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর প্রচণ্ড কান্না পায় জুলেখার। কাঁদতে পারে না। অনেক চেষ্টা করেও গলা থেকে স্বর বের হয় না। শুধু নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মত দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নদীর পানিতে, যা ঢেউয়ের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়।

Are you looking for a Math Tutor?

I specialize in year 7-10 maths & I achieved a 90 for maths in my HSC. I am currently studying to become a high school math teacher

Please contact Makhdum 0469 062 941 (Lakemba)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10
24

উতল হাওয়া

চিত্ত রঞ্জন গিরি

পিয়ারলেসের কাছে ওয়ান বি বাসটা দাঁড়াতেই নেমে পড়ে পারমিতা। প্রচণ্ড রোদে হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। রিক্সা করে যাবে সম্মিলনী কলেজ। ছায়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চোখ বোলাতে থাকে। পাশাপাশি আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে। একটা রিক্সা দেখতে পেয়েই হাতের ইশারায়- দাঁড়াতে বলেই, নিজে থেকে রিক্সার দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই সময়ই আর একটি ছেলে রিক্সার কাছে হাজির হয়। সঙ্গে সঙ্গে- জলের কুড়ি লিটারের কয়েকটা ড্রাম, টপাটপ, রিক্সার উপরে তোলে। অবাক চোখে তাকায় পারমিতা। "আমি আপনাকে ডাকলাম যাওয়ার জন্য আর উনি নিয়ে নিলেন! এটা কি হচ্ছে?„- রেগে ওঠে পারমিতা। রিক্সাওয়ালা কাচুমাচু হয়ে মাথা নেড়ে যায়। এবার ছেলেটি মুখ খোলে। এক গাল হাসি, "আমিও হাত নেড়ে ডেকেছিলাম, কি ডাকিনি?„ রিক্সাওয়ালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। রিক্সাওয়ালা চুপ করে আছে দেখে স্বর উঁচু করে ছেলেটি বলে- "কি দাদা ডাকিনি?„ রিক্সাওয়ালা তখন কাচুমাচু হয়ে বলে- "হ্যাঁ দাদা আপনিও ডেকেছিলেন। "তাহলে সময় নষ্ট না করে চলুন। জলের ক্রাইসিস! জল দিতে হবে। ততক্ষণে ছেলেটি আরও কয়েকটি ড্রাম সাজিয়ে রিক্সায় বসে গেছে। অগত্যা কি আর করা যায়? রিক্সাওয়ালা দুজনের দিকে তাকাতে তাকাতে রিক্সা চালাতে শুরু করে। পারমিতা রাগে গজগজ করতে থাকে। `,এটা কি মগের মুলুক পেয়েছে নাকি? যে যা চাইবে তাই করবে।„ ছেলেটি হাসতে হাসতে বলে- `,রেগে কিছু হবে না, আর একটি রিক্সার খোঁজ করুন।„ এমনিতেই রাগে জ্বলছিল দাঁত কপাটি খিঁচিয়ে বলে- `,অসভ্য!, সৌজন্যতা বোধও শেখে নি।„ আবার পিছু ফিরে বক্র হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটি বলে- `,আপনার সাথে তো আগে দেখা হয় নি তাই শিখেও ওঠা হয় নি।„ হাত নেড়ে জানায়- "টাটাআআআ।„ পারমিতা দাঁত খিঁচিয়ে বলতে থাকে- `,অসভ্য! ইতর! বাজে ছেলে একটা।„

পারমিতা বাবার একমাত্র মেয়ে। বাবা বড় এক অফিসার। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা। চাল চলনের আভিজাত্যে বর্ণময় আলো ঠিকরে পড়ে। আজ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাগে জল আনতে ভুলে গেছে। তার উপর এমনিতেই বাজে ছেলেটা দিনটাকে মাটি করেছে, আবার তার সাথে সাথে দেরি হওয়ার জন্য ডি-জি-র ক্লাসটা করতে পারে নি। এমনিতেই অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা কঠিন! তার উপর ম্যাপিং এর মতন চ্যাপ্টার! `,দূর! ভাল লাগে না„- বিড়বিড় করে উঠতে শোনে উর্মি বলে ওঠে, "কি হল তোর? আরে টিউশনে শিখে নিবি„
"কচুপোড়া„ বলে পারমিতা "কেন কি হল হল?„
"আর বলিস না, ওই গরু গোয়াল-এর মধ্যে অনেক কথাই তো কানের ঢোকে না কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গেলে বলে, আমি মুখস্থ করে পাশ করেছি তোমরাও করো এরই নাম ম্যাথ অনার্স।„
"ও তাহলে আমি যে স্যারের কাছে পড়ি সেখানে চল। সব জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজ সরল করে বুঝিয়ে দেন।„
"তোর স্যারের নাম সায়ন স্যার তো?„
মাথা নেড়ে, "হ্যাঁ„ বলে উর্মি।
"ঠিক আছে- বাবার সাথে আলোচনা করি, আমার বাবাও সেই রকম! নিজে যেটা বুঝবে- সেটাই করবে! এই নিয়েই তো মার সাথে প্রায়ই ঝগড়া! কি বলব, আর- ভাল্লাগে না।„
"তোর বাবা আবার কি করল?„
"আরে জানিসই তো, তার বক্তব্য- বেশি সাজবে না, বেশি মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করবে না- বেশিক্ষণ টিভি দেখবে না- তাহলে নাকি পরীক্ষার ক্ষতি হবে।„
"হ্যাঁ- ঠিকই তো বলেন- শুনেছি, একটা বই চাইলে তোকে নাকি পাঁচটা বই কিনে দেয়?„
"হ্যাঁ, হ্যাঁ- তা তো দেয়।„
"পিপাসা পেয়েছে- তোর কাছে তো জল নেই বললি, চল কলেজের ফ্রেস ওয়াটার যেখানে পাওয়া যায়- সেখানে চল, তোর বোতলটা- আছে? থাকলে- বার কর।„
এই বলে দুই বন্ধু জলের খোঁজে এগোয়, কিন্তু কি একটা কারণের জন্য সেখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্ব দিকের বিল্ডিং এ- যেখানে মালি থাকে সেখানে- জল কিনতে পাওয়া যায়, দশ টাকা- কুড়ি টাকা, খুচরা- জলের বোতল। ওইখানেই- গেল, দুজনে। মালি নগেন জেঠুর সঙ্গে দেখা। বহু বছরের পুরনো লোক। সবাইকে খুব ভালবাসে। জলের কথা বললে বলে- "যাও- ঘরে, আমার ভাইপো আছে ও জল দেবে।„ ঘরে যেতেই নগেন জেঠুর ভাইপোর সাথে পারমিতার চোখাচুখি। সেই অসহ্য হাসি! "কত টাকার জল দেব?„ জিজ্ঞেস করে ছেলেটি।
"দশ টাকার দুটো বোতল দিয়ে দিন।„ উর্মি বলে ওঠে।
"না আমার দরকার নেই, বাজে ছেলে একটা!„ বলেই পারমিতা- উর্মির হাত টেনে, ওখান থেকে বেরিয়ে চলে আসে। উর্মি অবাক! কিছুই- বুঝতে পারে না। "চল- ওদিকে বলছি।„ সব কথা শুনে উর্মি হেসে ফেলে, বলে "এই কথা, এর জন্য জলটাই কিনলি না!„ আবার ফোঁস করে ওঠে- পারমিতা, বলে- "ওই অসভ্য ছেলের কাছ থেকে আবার জল খাব? মাথা খারাপ!„ উর্মি আবার হেসে ফেলে। "তুই হাসছিস? ওকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়।„
"তোর এমনিতেই মাথা গরম।„
যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা- এই কথাটি জোরালোভাবে প্রযোজ্য পারমিতার মননে! যাদের ভালবাসবে, বিশ্বাস করবে, তাদের প্রতি- একটু বেশি অন্ধ হয়!

পরেরদিন উর্মিকে ডেকে নিয়ে সায়ন স্যারের বাড়ি যায় পারমিতা। আগের দিন বাবা মাকে- রাজি করায়, নানান যুক্তি দিয়ে। অত বড় ব্যাচ- এর মধ্যে কিছু বোঝা যায় না। কানের এপাশ ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় ইত্যাদি। স্যারের সাথে কথা হয়- কবে কবে আসবে- সব বলে দেয়। ওখান থেকে বের হতে গিয়ে বাড়ির উঠোনের গেটটা বন্ধ করতে যাবে- এমন সময় চেনা কণ্ঠ কানে আসে। "বন্ধ করবেন না- আমি যাব।„ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে `সেই হাসি, সেই ছেলেটা, রক্ত মাথায় ওঠে। রাগে কটমট করে তাকায় পারমিতা। "আপনার সাথে, আবার- আমার দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি- কি সৌভাগ্য আমার- কি বলেন?„ বলে ছেলেটি পারমিতার দিকে- সেই হাসি মুখে তাকায়। রাগে গজ গজ করতে করতে উর্মির হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, অমনি পেছন থেকে আওয়াজ, "আপনি ম্যাথ অনার্স পড়েন?„ সঙ্গে সঙ্গে পারমিতার উত্তর, "না পড়ে কি জল বইব?„
"জল বওয়াকে খারাপ ভাববেন না। জলের অপর নাম জীবন। অসংখ্য মানুষের জীবন দান করে।„ উর্মিকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে "লেবারের কথাবার্তা শুনেছিস?„ উর্মি বলে, "এরকম বলছিস কেন? দাদা টা তো ঠিক কথাই বলেছে, যারা জল দেয়, তারা কত মানুষের উপকার করে- বলতো?„
"সে যাই হোক, ওকে- আমি সহ্য করতে পারি না। ওর ওই হাসিটা দেখলে আমার গা জ্বলে যায়! হাতের কাছে একটা বন্ধুক থাকলে এক্ষুনি গুলি করে দিতাম। অসভ্য একটা!„
পারমিতার রাগ দেখে উর্মি খানিকটা দমে যায়। আস্তে করে বলে "ওনার হাতে তো জলের ড্রাম দেখলাম না।„ এবার রাগ ছেড়ে- হাসি, পারমিতার মুখে। "তুইও যেমন মাথামোটা, জলের টাকা বাকি আছে হয়ত তাই নিতে এসেছে।„ উর্মি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সপ্তাহ খানেক কেটে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অটোর স্ট্যাণ্ডে হাজির হয় পারমিতারা চারজন। দুপুর দুটো। লোকজন তেমন নেই। আকাশে রোদের সাথে তাপও কম নয়! এরা অটোতে করে হাইল্যাণ্ড পার্কে সিনেমা দেখতে যাবে। অটোওয়ালা আর একজনের অপেক্ষায় আছে। পাঁচ জন না হলে যাবে না। বেশ হাসি হুল্লোড়ে চারজন ব্যস্ত। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি ছেলে এসে অটো ওয়ালার ফাঁকা সিটে বসতে যায়। পারমিতা গর্জে ওঠে, "ওকে নেবেন না, আমি এক্সট্রা ভাড়া দেব!„
অটোওয়ালা থতমত খেয়ে যায়। না বুঝতে পেরে হাঁ করে তাকায় ছেলেটার দিকে। বন্ধুরা বলে, "হঠাৎ তোর আবার কি হলো?„
"এক্সট্রা ভাড়া যখন দেবেন তখন এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন কেন?„ পারমিতার দিকে তাকিয়ে অটোওয়ালা বলে।
"জানতাম না তো যে এইরকম একটা অভদ্র লোক আসবে।„
অটোওয়ালা মাথা নেড়ে বলে, "আমি তো পারব না, না- পারব না- না না, উনি যদি- কমপ্লেইন করেন! তাহলে আমার অটো চালানো বন্ধ হয়ে যাবে! দাদা বসুন।„
অন্য বন্ধুরা বলে, "তোর- মাঝে মধ্যে কি হয় বলতো?„ দাদা আপনি বসুন।„ অটো চলতে শুরু করে। সেই একগাল ইরিটেটিং হাসি। পারমিতার কাছে সবকিছু যেন অসহ্যকর লাগে, বিরক্ত হয়ে বলে, "শোন- তোদের কারো কারো জল লাগলে বলিস, এখানে একজন জলওয়ালা আছে। জল দান করে। কিন্তু বিনে পয়সায় নয়- পয়সা দিয়ে! লাগলে- বলিস।„
বন্ধুরা বলে ওঠে "কই জলের ড্রাম তো দেখছি না?„ তখন অগ্যতা ছেলেটি বলে, "ড্রাম না আনলেও বোতল আছে। কি আর করা যায়- এই বেচেই খাই। কেনইবা উপহাস করেন? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়- এই গোছের মানুষগুলোই তো সমাজকে টিকিয়ে রেখেছে।„ পারমিতার বন্ধুরা সায় দিয়ে বলে, "ঠিকই বলেছেন- দাদা, মজুর লেবার গোষ্ঠীরা যদি না থাকে, সমাজ কি করে চলবে?„ পারমিতা একজন বন্ধুকে ডেকে ফিসফিস করে বলে "কলেজের মালির কেউ হয়। একেবারে স্বার্থপর বাজে ছেলে। একে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়।„
"তোর সাথে কি হয়েছে বলবি তো?„ জিজ্ঞেস করে বন্ধুটি।
ছেলেটি একগাল হাসি মুখে বলে, "ওনার পাকা ধানে মই দিয়েছে তো, তাই।„
রেগে পারমিতা বলে, "ওর সাথে কেউ কথা বলবি না, পরে বলব সব।„ অটো থামে। ছেলেটি নেমে এক গাল গাল হেসে বলে "আবার দেখা হবে, টা....টা।„ বলে চলে যায়।
রেগে চিৎকার করে পারমিতা বলে, "আর যেন এ জন্মে দেখা না হয়; সহ্য করতে পারিনা।„

অনেকদিন গানের মঞ্জু আন্টির বাড়ি যাওয়া হয় না। অনার্স পড়তে পড়তে বেশ কিছুদিন গান টা ঠিকমত করা হয়ে উঠছে না। আগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় গান গেয়ে অনেক পুরস্কার পেয়েছে। এখন অঙ্কের চাপে গান থেকে অনেক দূরে! তবুও মা বলে- প্রতিদিন ভোর একটু গানের রেয়াজ তো করতে পারিস? মাকে এড়িয়ে গেলেও বাবার ধমকানিতে- মধ্যে মধ্যে কোন কোন ফাংশনে যেতে বাধ্য হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গান তার ধ্যান। হারমোনিয়াম ব্যবহার না করলেও যখন তখন প্রায় মুখে গুন গুন করে তা গেয়ে ওঠে- বিশেষ করে প্রেম পর্যায়ের গানে খুব আগ্রহী।

২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

UTS Insearch
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

The future begins here

Your way into Australia's no.1 ranked young university, UTS*

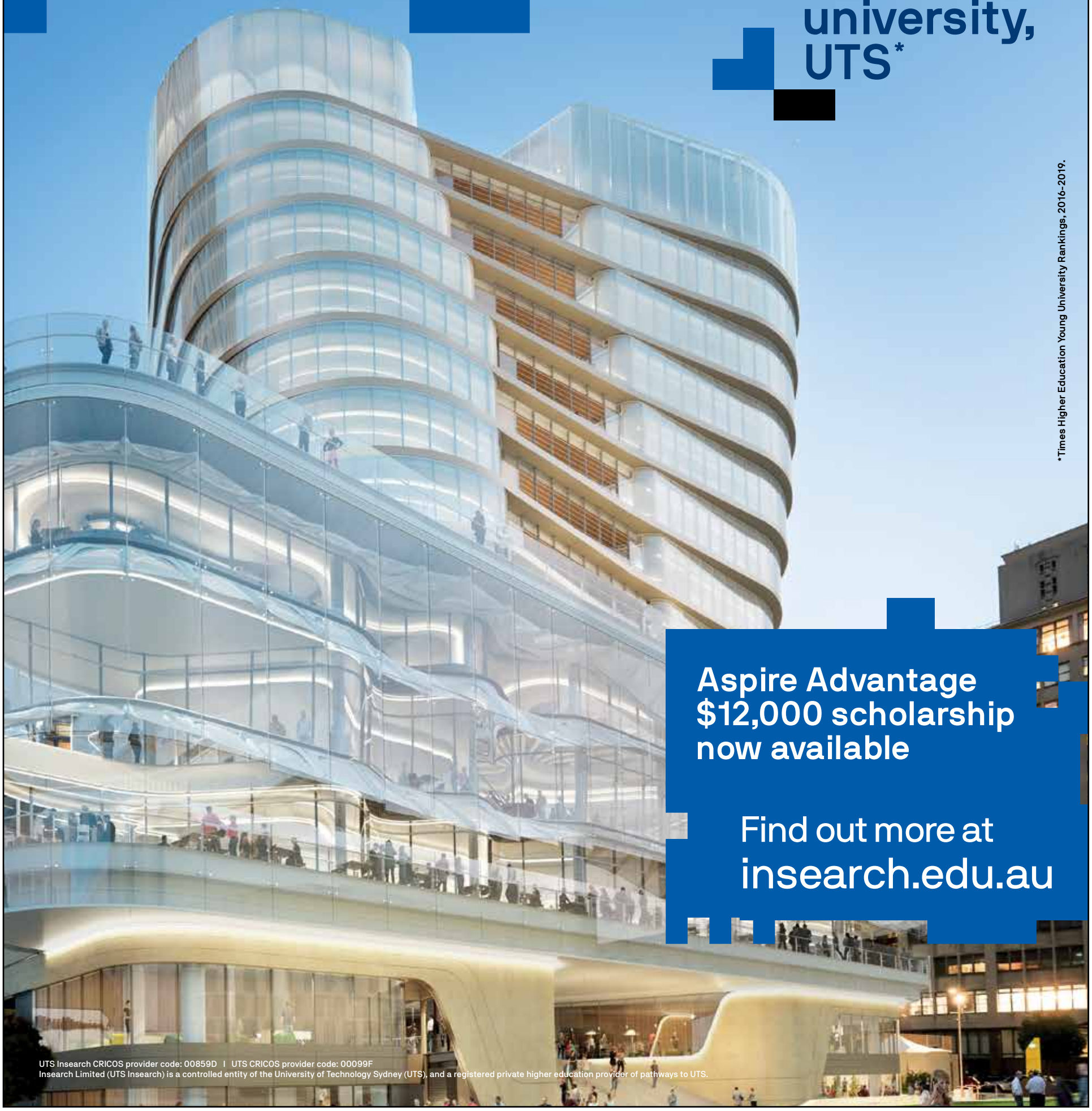

*Times Higher Education Young University Rankings, 2016-2019.

Aspire Advantage
$12,000 scholarship
now available

Find out more at
insearch.edu.au

UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D I UTS CRICOS provider code: 00099F
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2019
Year-10

২৪-এর পৃষ্ঠার পর

আজ রবিবার বিকেলে কোন কাজ নেই। বাড়িতে থাকলে বাবা খালি পড় পড় করে মাথা খারাপ করে দেবে। তার চেয়ে মাকে বলে, আন্টির বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে পারমিতা।

তিনতলা বড় বাড়ি আন্টির। গোলাপি রঙের মাধবী গাছের সারিতে বেশ মানিয়েছে! কলিংবেলে চাপ দিতেই আন্টির ছেলে বেরিয়ে আসে। পেছনে পেছনে আন্টি।

কি করছিস?, কেমন আছিস? এই সমস্ত কথা চলছে, ঘরের বেলটা আবার বেঁজে উঠল। আন্টি উঠে গিয়ে দরজা খুলল, "ও তুমি এস।„ দরজা ফাঁকা করে কাঁধে জলের ড্রাম নিয়ে ঢুকতেই চোখাচোখি। সেই একগাল হাসি। তা দেখে পারমিতার চোখ দুটো ক্রমশ ক্রুদ্ধ হতে থাকে। তা দেখে ছেলেটা বলে, "আপনি এখানে গানও শেখেন? শুনেছি যারা গান গায় তারা একটু নরম প্রকৃতির হয়, কিন্তু আপনি তো....„

পারমিতা রেগে তেড়ে ওঠে, "কি, আমি কি?„

"যেমন ষাঁড়ের মতন তেড়ে আসছেন, থাক।„

"কি- আমাকে ষাঁড় বলা? অসভ্য কোথাকার!„

এই রকম অবস্থা দেখে- হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আন্টি।

"তোমরা দু,জন দু,জনকে চেন?„

"না আন্টি এইরকম অসভ্য ছেলেকে আমি চিনি না।„

আন্টি অবাক হয়, "নারে ছেলেটা ভালো- ওর কাকার জলের বিজনেস।„

"সব জানি। সম্মিলনী কলেজ এর মালী, তার অসভ্য ভাইপো।„ রাগে গজ গজ করতে থাকে পারমিতা। এবার সামাল দেওয়ার জন্য জলের ড্রামটা জায়গা মতন রেখে ছেলেটি আন্টিকে বলে "তাহলে বুধবার পাঁচটা ড্রামই দরকার তো?„

আন্টি বলে "হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বুধবার অবশ্যই খেয়ে যাবি; খেয়ে যাবি কিন্তু। তোর কাকা তো আসবেন না- তুই কিন্তু ড্রাম রেখে দিয়ে চলে যাস না। আমি হয়তো ব্যস্ত থাকব, কিন্তু তুই কিন্তু অবশ্যই বসে খেয়ে যাবি। কেমন...„

"আচ্ছা ঠিক আছে„ বলেই ছেলেটা চলে যায়।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে আন্টি পারমিতাকে বলে, "ও হঠাৎ তোর কাছে খারাপ হলো কি করে? ছেলেটা কত ভালো খুব নম্র, শান্ত, ভদ্র আর তাছাড়া ও....„

"ওর কথা ছাড়ুন তো। কেমন আছেন বলুন?„

"তোর মাথা গরম এখনো গেল না; গানের রেওয়াজ করছিস তো?„

" ওই...ই ওই রকম, মাঝে মধ্যে বাবার তাড়া খেয়ে বসতে হয়!„

"বুঝেছি, আচ্ছা শোন বুধবার কিন্তু তুই আসবি, সোনার জন্মদিন„

"হ্যাঁ মা বলছিল, আমি আসব„

বুধবার অনুষ্ঠান বাড়ি। পারমিতা মার সাথেই এসেছে। পারমিতার সাথেই গান শিখত রিনিতা। তাকে দেখতে পেয়ে গল্পে মেতে গেল পারমিতা। সোনাকেও খুব সাজানো হয়েছে। অনেক সুন্দর উপহার পেয়ে সে খুব খুশি। আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণ খুবই ভাল চলছিল, খেতে বসেই সব ছন্দপতন। সামনে সেই ছেলেটি- চোখের বিষ! জল পরিবেশন করছে। পারমিতার মাথায় হঠাৎ দুষ্টুবুদ্ধি চাপে। সবার মাঝখানে সে আর রিনিতাও খেতে বসেছে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে পারমিতা! গ্লাসের জলে নোংরা দেখিয়ে বলে "কোথা থেকে জল এনেছেন?„

পারমিতার চিৎকারে সবার দৃষ্টি থাকে গ্লাসে থাকা নোংরার দিকে। অনেকেই বলে ওঠে "সত্যিই তো কোথা থেকে জল এনেছেন?„ সামনে আন্টি ছিল, একটু হতবাক হয়ে- তার চোখ সেই ছেলেটাকে- খুঁজে বেড়ায়। ততক্ষণে সামনে হাজির! সত্যিই তো জলে নোংরা ভাসছে তা স্পষ্ট সকলের কাছে। আন্টি যেন মর্মাহত!! সিদ্ধর্থর দিকে তাকিয়ে পারমিতা বলে, "এই যে জলওয়ালা ঠিকঠাক জল দিতে পারো না? অনুষ্ঠান বাড়িতেও নোংরা জল দিয়েছ? পয়সা নেওয়ার সময় তো ঠিক গুনে নেবে।„ পারমিতাকে আরো কয়েকজন সাপোর্ট করে। তখন সিদ্ধার্থ হতাশ হয়ে বলে, "আপনারা অন্য কারোর গ্লাসের জলে কোন নোংরা দেখতে পেয়েছেন কি?„

সবাই কিছুক্ষণ নিজেদের গ্লাসের দিকে তাকায়- দেখে, কিছু নেই, সবাই উত্তর করে- "না, না জলে কোন কিছু নেই।„

তারপর সিদ্ধার্থ বলে, "আমার মনে হয়, হয়তো কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে অথচ কারোর গ্লাসে কোন নোংরা নেই!„

পারমিতা তেড়ে ওঠে, "কি বলতে চাইছেন? তাহলে আমি ইচ্ছে করে, জলে নোংরা মিশিয়েছি?„

সিদ্ধার্থ তাকে শান্ত করার জন্য বলে, "আমি তা বলতে চাইছি না.. ভুলটা কোনোভাবে হয়ে গেছে হয়তো।„

পারমিতা আবার আগের মতনই বলতে থাকে, "ও... তো ওনার মূল বক্তব্য হলো- আমি ইচ্ছে করে, নিজের

জলে নিজেই নোংরা মিশিয়েছি! কি মূর্খ- আনকালচার্ড লোক রে বাবা।„ তাতে আন্টি বলে, "তুই একটু থাম না। ভুল তো হতেই পারে। তুই অন্য আর একটা গ্লাসে জল নিয়ে খা।„ ততক্ষণে আওয়াজ পেয়েই পারমিতার মা সেখানে এসেই, পারমিতাকে থামায়। আন্টি আর পারমিতার মা সিদ্ধার্থকে বলে "তুমি কিছু মনে কর না।„

"না না মনে করার কিছু নেই। আমাদের মনে করতে নেই। খেটে খাওয়া লেবার শ্রেণীর মানুষ তো! তাছাড়া জলে নোংরা দেখতে পেয়েছে বলেছে। কিন্তু ভুল তো হতেই পারে ওটা সে ভাবেনি।„

ঘন্টা দুয়েক পর পারমিতা রিনিতার সাথে আন্টির বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সেই সময় সিদ্ধার্থকে দেখতে পেয়ে বলে, "আজকে ওষুধ ঠিকমতো কাজ করল না। আবার সুযোগ পেলেই ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ব। কার সাথে টেক্কা নিয়েছে ব্যাটা টের পাবে, মদনা একটা।„ রিনিতা বুঝতে না পেরে বলে, "কি বলছিস?„

"তোকে বুঝতে হবে না- যে বোঝার সে বুঝে নিয়েছে!„ ততক্ষনে গেট পেরিয়ে সিদ্ধার্থ তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলে, "তাহলে তুমি কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছ?„

"হাউ ডেয়ার ইউ? সাহস হলো কিভাবে, আমাকে তুমি বলার! আনকালচার্ড! লেবার- অশিক্ষিত!! জল বয় আমাকে টেক্কা! আমি ম্যাথ অনার্স পড়ি। আর এ একটা মালীর ছেলে না কে- আমাকে তুমি বলা! আর যেন খবরদার না শুনি।„

রিনিতা বলে "তুই কি যা তা বলছিস? উনিতো কিছু দোষ করেনি।„

আবার সেই হাসিমুখ বলে, "ম্যাডাম- কেন অযথা রাগ করছেন? আমি মুখ্য সুখ্য মানুষ একজন। আর আপনি উচ্চ শিক্ষিত- তাও আবার ম্যাথ অনার্স! কেন অযথা বাক্য ব্যয় করছেন?„

রিনিতা যোগ দেয় "তুই কিরে? তোর হঠকারিতার গেল না! এত রাগ- তোর, বাপরে বাপ!„

"তুই থামবি, ওর হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না„ ততক্ষণে সবাই মেইন রোডে এসে গেছে। সিদ্ধার্থ একটা টোটো দেখতে পেয়ে উঠে যায়। "টা- টা বাই বাই আপনি রাগতেই থাকুন। কাজের কাজ কিছুই হলো না। শুধু তর্জন- গর্জনই সার। এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।„

রেগে তেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল পারমিতার। কিন্তু ততক্ষণে টোটো চলতে শুরু করে দিয়েছে। সিদ্ধার্থ হাত বাড়িয়ে বিরক্তিকর টা- টা করে চলে গেল! দাঁতকপাটি খিঁচিয়ে ওই দিকে তাকিয়ে পারমিতা বলে, "সুযোগ তো একদিন না একদিন আসবেই। ছাড়ব না। জানোয়ার। জানোয়ার একটা!„

রিনিতা সামাল দেয় "কি হচ্ছে কি? চুপ কর। এরকম করিস না।„

"একে দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না, একেবারে সহ্য করতে পারি না। মদনা! অসভ্য একটা।„ বিরক্তি প্রকাশ করে পারমিতা!

"আচ্ছা- কেন ইচ্ছে করে জলে নোংরা মিশিয়েছিলি? একটা সাধারণ ছেলের কেন ক্ষতি করছিস।„

"ক্ষতি আর করতে পারলাম কই? জীবনে কেউ আমাকে অসম্মান করে নি! আর উনি কোথাকার- কোন দুপয়সার লেবার....„

"হ্যাঁ জানি, জানি, তোর প্রেমে পড়ার জন্য কত হাইফাই ছেলেরা উন্মুখ! আর এ কি না তোকে অসম্মান করে- আবার তোর মত হাইফাই সুন্দরী কে!„

"ছাড়- ছাড়, ও আমার বাড়ির কাজের লোকের লেভেলেও পড়ে না। ইচ্ছে করে- ওকে গুলি করে মেরে ফেলি!„

রিনিতা কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যায়।

বাড়িতে বাবা ছিল না। মার সাথে প্রায়ই একই কথা। মা বলে, "তোর জন্য আমার মান সম্মান সব গেল! তোর কি দরকার ছিল- ইচ্ছে করে, জলে নোংরা মিশিয়ে ওই ছেলেটিকে অপদস্ত করার? আন্টির মুখে ছেলেটার কত প্রশংসা শুনেছি, ছেলেটা নাকি অনেক কষ্টে পড়াশোনা করেছে।„ মুখ ভেঙ্গিয়ে পারমিতা বলে, "পড়াশোনা করে এখন জল বিক্রি করছে। বোঝ তাহলে কেমন পড়াশোনা করেছে! আমি ওকে ছাড়বো না। বাগে একদিন পাবই।„

"তুই সাবধান হ, নইলে তোর বাবা আসুক- সব বলবো।„

"যাও, যাও- বলবে যাও, বলবে যাও„

"হ্যাঁ জানি তোর বাবার জন্যই তো গোল্লায় গেছিস।„ এরকম বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে।

সায়ন স্যার-এর কাছে পড়ছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। পারমিতার ওনার পড়ানোটা খুব ভালো লাগে। সহজেই প্রায় সব অংক বুঝতে পারে। কথায় কথায় পারমিতা স্যারকে বলে, "স্যার আপনি এত জ্ঞানী- কত জটিল জিনিসকে আমাদের কত সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন! স্যার ইনফ্যাক্ট আমরা এখানে যারা যারা পড়ি- সবাই আমরা কত সহজে সব পড়া বুঝতে পারি। অথচ এই পড়াগুলো অন্য কোথাও বুঝতে পারতাম না! বড় বড় ব্যাচ পড়ায় যে স্যাররা- বুঝতে চাইলে, খালি বলতো আমি মুখস্থ করেছি তোমরাও তাই কর। ওনাদের নোটস এর বাইরে, কোন প্রশ্ন করলে- ওনারা রেগে যায় অথচ ওদের কাছে এতো ভীড়! কি আশ্চর্য! আমি বুঝতে পারি না! অথচ শুনেছি, আপনার কাছে যারা পড়ে তারা প্রায় প্রফেসর, টিচার হচ্ছে।„

স্বভাববশত একগাল হেসে সায়ন স্যার বলে, "কি আর বলবো বল? এই তো সদ্য আমার এক ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র সিদ্ধার্থ- সে তো এমিনেন্ট অফ ফিজিকস এর পুরস্কার পেল! তাকে অনার্স এবং অ্যাপ্লাইড এম এস সি পড়িয়েছি। ও তো ক,দিন আগে এসেছিল। বলে গেল কত কি। বলছিল যে আপনি না থাকলে- আমি এই উচ্চতায় যেতে পারতাম না! সত্যি ভাবতেও আশ্চর্য লাগে- এই পুরস্কার সর্বভারতীয় কোন ফিজিক্সের প্রফেসর না পেয়ে আমার ছাত্র পেল। এটা সত্যিই গর্বের! সত্যি সিদ্ধার্থ- ছেলেটা জিনিয়াস! রত্ন বললেও কম বলা হয়। আবার যদি আসে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। পেপারে তার ছবিসহ এই খবরটা বেরিয়েছিল খুঁজলে দেখতে পাবে।„

সায়ন স্যার-এর এই ছাত্রের নামটা শুনে পারমিতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কোথাও যেন নামটা শুনেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "স্যার আপনার কাছে আসতে পেরেছি আমাদের ভাগ্য! এমএসসি পর্যন্ত যেন আপনার হাত ধরেই উৎরাতে পারি। এই আশির্বাদ করুন।„

স্যার বলেন, "নিশ্চয়ই শুধু আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেই পারবে।„

"হ্যাঁ স্যার- আমরা শুনব„ হাসিমুখে জানায় পারমিতা।

আজ সোমবার। কিছুই ভালো লাগছে না। বসে বসে মোবাইল ফেসবুক ইউটিউব দেখবে তারও জো নেই। মধ্যে মধ্যে বাবা উঁকি মেরে, দেখে যায়- মেয়ে পড়ছে কিনা। সব সময় কি পড়তে ভালো লাগে? বাবার প্রতি সোমবার ছুটিটা না থাকলেই ভালো হতো! খালি পড় পড় পড়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফোনের রিং বেজে উঠতেই দৌঁড়ে যায় পারমিতা। দেখে সুমনের ফোন। "হ্যাঁ- বল, ফোন করলি কেন? সিনেমায় যাবি নাকি আবার?„

"না না আজ ফুটবল টুর্নামেন্ট। দেখতে আসবি বলেছিলি। আসবি না?„

"ও আজকে? দাঁড়া আমি যাচ্ছি।„ বলতেই তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে সাজগোজ করে কলেজ যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়ে পারমিতা। বেশ গরম। রোদ ভালোই। অটোর প্রচুর লাইন তাই পৌঁছতে বেশ দেরী হল। মাঠের চারিদিকে বেশ অনেক লোক জমেছে। খেলাটা বেশ উত্তেজনায় চলছে! এর ফাঁকে একটা গোল হয়ে গেল। কিছু বোঝা যাচ্ছে না- কে কাকে গোল দিল। সুমনটা ঠিক কোথায়। ঘাড় এদিক ওদিক ঘোরাতে- উর্মিকে চোখে পড়ে। গোলপোস্টের পেছনে দাঁড়িয়ে। দ্রুত পা চালিয়ে পৌঁছতে উর্মিকে বলে, "তুই এলি আমাকে ডাকতে পারলি না?„

"সোমবার তো ফোন ধরিস না। তোর বাবা থাকে। তাও এসে সুমনকে দিয়ে ফোন করালাম। "পারমিতা কথা থামিয়ে বলে "কি হলো সুমনরা কোথায়? আমাদের টিমটা কোন দিকে? ওই- তো রনিত! ওদের ইউনিফর্মের জন্য কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।„

উর্মি বলে, "দাঁড়া দাঁড়া, খেলা দেখ। ইন্টারেস্টিং পজিশন।„

সঙ্গে সঙ্গে রেফারির বাঁশি। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ শেষ। রেফারি টাইব্রেকারের নির্দেশ দেয়। উর্মি বলে "তিন তিন গোলে ড্র।„ পাশের বন্ধু বান্ধবরা বলে, "চল ঐ পোষ্টের দিকে ওইখানে টাইব্রেকার হবে।„ ওরা হাঁটতে থাকে। শুরু হয় টাইব্রেকার! ফাঁক দিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করে পারমিতা। ঠিক মতো দেখতে পায় না। এই ফাঁকে কয়েকবার গোলের উল্লাসে দর্শকের চিৎকার- কোলাহল, উত্তেজনাকে অন্য মাত্রায় আনে। ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে আসে পারমিতারা। এবার ওরা পরিষ্কার দেখতে পায়। কিন্তু একি!!! বলটা শট নেয়ার জন্য মদন এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ মদন-ই তো। এতক্ষণ ইউনিফর্ম-এর জন্য কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। হ্যাঁ অসহ্যকর জলওয়ালাকে এই নামই দিয়েছে পারমিতা। একে এখানে, কে এনেছে! মদনের দিকে সবাই- হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে শর্ট মারে বলে। বলটা শোঁ করে উড়ে যায় গোলপোস্ট এর বাইরে। বিপক্ষের উল্লাস! মুখ শুকনো হার মেনে বসে পড়ে মদন। সুমনসহ অনেকের মাথায় হাত! অন্যদিকে বিপক্ষের উল্লাস! ধীরে ধীরে মাঠ ফাঁকা হয়। ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে বসে থাকে সুমনরা। রাগে গজ গজ করতে করতে মাঠে ঢুকে সুমনকে পারমিতা বলে "তোরা কি আর প্লেয়ার পেলি না? এই মদনটাকেই আনতে হল? দেখেই বুঝেছিলাম তোদের কপালে কি মরণদশা আছে।„ এবার সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে বলে, "খেলতে জানে না, সে আবার খেলতে এসেছে। যার যা কাজ তাকে তাই মানায়। কখন কোন ড্রামে কত লিটার জল ধরবে ঐ ছাড়া এনার দ্বারা আর কিছু হবে না। অসহ্য!„

সুমন চিৎকার করে বলে, "কি বলছিস তুই? কিছু জানিস খেলার? কিছু বুঝিস? বকবক করিস না।„ সুমন উত্তর দেওয়ায় কিছু না বলে চুপ করে যেমন বসেছিল সেই রকমই বসে থাকে সিদ্ধার্থ।

"পুরো খেলাটাই মাটি করে দিল। এটা না ফসকালে জিততে পারতিস। কেন এই অকর্মণ্য প্লেয়ারদের নিস?„ সুমন প্রতিবাদ করে, "তুই প্রথম থেকে খেলা দেখেছিস? মনে তো হয় না। যা এখন।„

উর্মি পারমিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। গজ গজ করতে করতে পারমিতা বলে, "মদনের দ্বারা যদি কিছু হতো তাহলে অনেক কিছুই হতো! একে কেন- কি করে আনল বলতো?„ উর্মি বললো, "তুই তো খেলা দেখিস নি। শুধু চিৎকার করতে পারিস। ঘটনাটা শোন, ফাস্ট হাফে তিন গোলে আমরা হারতে বসেছিলাম। ওই মদন একজন দর্শক, খেলা দেখছিল। ভালো খেলে বলেই সুমন তাকে দেখতে পেয়ে অনুরোধ করে খেলায় নামায়। আর নামিয়েছিল বলেই মদনা একাই তিন গোল শোধ করেছে! আর ওকে তুই যা তা বললি! দেখবি সুমন তোকে যা তা বলবে! চল এখান থেকে।„

"কি করেছে জানার আমার দরকার নেই। ওর জন্যই ট্রাইব্রেকারে আমরা হেরে গেলাম- এটাই বড় কথা। আর এই সমস্ত ম্যাচে আলফাল ছেলেরাও গোল করে দেয়। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল-এ কোন দিন চান্স পাবে? কোনোদিনও পাবে না!„

"তুই পারিসও বটে।„

"হ্যাঁ তো, জেতাতে তো পারেনি বরং ভুলভাল শর্ট মেরে আমাদেরকে হারালো! এর জন্য জল বিক্রি করাই ভালো কাজ- ফুটবল খেলা নয়।„

উর্মি বিরক্ত হয়ে বলে, "চুপ কর! অন্য কথা বল।„

দু,ঘন্টা হাইল্যান্ড পার্কে ঘুরে উর্মি আর পারমিতা সুমনের জন্য যাচ্ছিল। মাঠের দিকে মদন আর তার সাথে আরো দু,একজন! সহ্য করতে না পেরে- পারমিতা চিৎকার করে ওঠে, "খেলাটা তো মাটি করে দিল- তাই না খেলে এবার যেন জল দেওয়াটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে।„ সঙ্গে সঙ্গে ইতঃস্তত বোধ না করে মদন বলে, "হ্যাঁ এবার থেকে যদি কখনো টিম হারতে যায়- এই ঝাঁসির রানীকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হবে তখন আর গোলের কথা ভাবতে হবে না। গোলতো তখন আপনা থেকেই হবে। কি বলেন ম্যাডাম? তাইতো?„

রেগে লাল হয়ে পারমিতা বলে, "যার তার কথার জবাব দিতে আমার বয়ে গেছে।„ "চল উর্মি„ বলে এগিয়ে যায়। আবার একগাল মুচকি হেসে নিয়ে মদন বলে, "আরে ম্যাডাম অত রাগ করবেন না, এই গরমে প্রেসার বেড়ে যাবে।„ ঘাড় ঘোরায় পারমিতা।

২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২৬-এর পৃষ্ঠার পর

চোখে আগুনের গোলা। বলে, "আনসোশ্যাল লোয়ার ক্যাটাগরি অশিক্ষিত মূর্খ!„
"কেন তুই লাগতে যাস? যতবার তুই লাগতে গেছিস ততবার তোকে শোনাতে ছাড়েনি। পারবি না ওর সাথে তাও কেন লাগিস?„ বলে উর্মি।
"ও একটা আনসোশ্যাল- অসভ্য বর্বর! ওর সাথে আবার পারা না পারার কি আছে ? ছিঃ ছিঃ!„
"তাও তুই লাগবি বল?„
"আমি ওকে সহ্য করতে পারি না! দেখলেই মনে হয় বড় একটা লাঠি এনে দি বেশ- কয়েক ঘা!„

বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে দু,জন মুখোমুখি হয়নি। দিন গড়িয়ে মাস কেটে গেল। হ্যাঁ প্রায় সাত- আট মাস হয়ে গেছে। পারমিতা ফার্স্ট ইয়ার থেকে এখন সেকেণ্ড ইয়ারে। ক্লাস শেষে কলেজের ক্যান্টিনে আড্ডা মারছিল। হঠাৎ উর্মি বলে, "জানিস একটা কথা শুনেছিলাম- তোর ওই মদন নাকি- লণ্ডনে গেছে!„ চটপট পারমিতা উত্তর দেয়, "ও... কেন জলের ব্যবসা পোষালো না? পোষাবে কি করে? মাস শেষে তিন চার হাজার টাকাতে কি আর লাইফ চলে? এবার ভালো কাজ করেছে। এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমায় শান্তি দিয়েছে। আরে আমার দেশের বাড়ির অনেকেই, ফোর ফাইভ পাশ করে, বিদেশে চলে গেছে। সেখানে লেবারের কাজকর্ম করে অনেক টাকা কামায়।„
উর্মি বলে, "হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, মেদিনীপুরে আমার এক মাসির ছেলেও এভাবে জাপান গিয়ে অনেক টাকা পয়সা কামিয়েছে।„
হঠাৎ উর্মি দেখে পারমিতার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কি হলো তার। রাগে ফুঁসছিল। বলল, "ওকে যদি একবার সামনে পেতাম না...„ পুরনো অপমান পারমিতার মাথায় ভেসে আসে। উর্মি বলে, "দেখলি তো কেমন বিদেশে কেটে পড়ল। খুবই চালাক কিন্তু কেমন শান্ত হ্যাংলা সেজে থাকে।„
"থাকুক সেটাই ভালো, একদিন ওকে এমন অপমান করবো বেটা কূলকিনারা খুঁজে পাবে না„ বলল পারমিতা।
"বিদেশ থেকে ফিরলে ওর সবকিছু পাল্টে যাবে; দেখবি আরও স্মার্ট হবে। তখন ওর সাথে আর পারবি না। আর আমাদের সাথে দেখা হবে কিনা তাই বা কে জানে!„
"দেখা তো হবেই„ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পারমিতা বলে, "বদলা না নিয়ে আমি ওকে ছাড়বো না! আর যতই ও ময়ূর সাজুক কাক কাকই থাকবে। অশিক্ষিত ছেলে একটা।„
হেসে উর্মি বলে, "হুম এটা তোর ফ্রাস্টেশন„
রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পারমিতা বলে, "দেখা হোক, একবার এমন নাকানিচোবানি খাওয়াবো না, বুঝতে পারবে।„
"আচ্ছা তাই? দেখিস, সাবধান! উল্টে তুই নিজেই যেন আবার অপমানিত না হস!„ ব্যঙ্গ করে উর্মি।
"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাবে, তুই চুপ কর।„

এরপর আরো কয়েক মাস কেটে যায় পারমিতা এখন ফাইনাল ইয়ারে। কলেজের সব থেকে সিনিয়র তারাই। সময় যে কত দ্রুত এগিয়ে যায় তাকে ধরা মুশকিল। কয়েক দিন খুব বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় প্রচুর জল জমাতে কলেজে যাওয়া কঠিন। এর জন্য কলেজ কামাই হলো চার পাঁচ দিন! আজ রোদ উঠেছে। কলেজের ঠিক আগের মোড়ের দিকে ভীড়। সাথে উর্মি ছিল। কিসের ভীড় জানার জন্য উর্মি এগিয়ে যায়। দ্রুত ফিরে এসে পারমিতাকে বলে, "দেখ দেখ এখানে মদন রে.. বন্যাত্রাণ-এর সাহায্য চাইতে বসেছে!„ পারমিতার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মদনের নাম শুনে উর্মির সাথে ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল। শুনতে পেলো মদন বলছে- "রেল লাইনের পাশের বস্তি জলে ডুবে গেছে। ওদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই আপনারা খাদ্য অর্থ বস্ত্র যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করুন।„ অনেকেই পাঁচ দশ পঞ্চাশ টাকা যার যার সমর্থ মত দান করছে আর মদন কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে দানগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ পারমিতা ভিড়ের মধ্যে থেকে গর্জে ওঠে, "টাকাগুলো মানুষের কল্যাণে কি আদৌ যাবে? সব তো নিজের পকেটেই ঢুকবে! ধাপ্পাবাজদের বিশ্বাস করবেন না। (জনগণের উদ্দেশ্যে) এরা এই টাকা নিয়ে নিয়ে মদ জুয়া খেলে ফূর্তি করে উড়িয়ে দেবে।„ এই কথা শুনে যাত্রীরা বলে ওঠে "একি! দিন- দুপুরে ডাকাতি?„
পারমিতা আরো জোরে চেঁচিয়ে বলে "এ তো ডাকাতির চেয়েও অধম-ছিঃ ছিঃ! এদের পুলিশে দেওয়া উচিত।„ এই কথায় অনেক যাত্রীরাই মদনদের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন সাহায্য চাওয়ার ফেস্টুনটাকে ছিঁড়ে দেয়। সিদ্ধার্থ বাধা দেয়, "ওনার কথা শুনবেন না প্লিজ...। আপনারা আমার কথাটা একবার শুনুন। আপনার পাশের বস্তির লোকেদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। প্লিজ প্লিজ...„
কে কার কথা শোনে! ছোট মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়

জনগণ! ছোট দু-একটা টেবিল, চেয়ার যা ছিল ওগুলো রক্ষা পায়নি। মদনের সাথে পল্টু, রাজু এবং আরো দু,একজন ছিল তারাও চিৎকার করে- বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন লাভ হল না। ক্ষুব্ধ জনতার রাগ-কে আটকাবে? রাজুরা পারমিতার দিকে এগিয়ে যায়- বলে, "আপনি আমাদের এরকম ক্ষতি করলেন কেন?„ রাজু অতিরিক্ত রেগে পারমিতার দিকে তেড়ে আসে। উর্মি বলে, "চল চল কেটে পড়ি এখান থেকে।„ পারমিতা বলে ওঠে, "কি করবে এরা? এক্ষুনি থানায় গিয়ে এদের নামে ইভটিজিং ডায়েরি করে জেলে ঢোকাব!„
মদন রাজুকে টেনে টেনে নিয়ে যায়। পল্টু বলে, "আপনারা না বুঝে আমাদের এতটা ক্ষতি করলেন? আমি বস্তির ছেলে- ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন? এই সাহায্যের টাকায় কত বস্তির লোকের ঘরে ঘরে-খাবার ঢুকেছে! ছিঃ ছিঃ ম্যাডাম! ভগবান আপনাকে ক্ষমা করবে না„
এবার মদন মুখ খোলে; উর্মির দিকে তাকায়। "তোমার বান্ধবীকে বল প্রতিশোধের খেলায় অনেক সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে দিল।„
সঙ্গে সঙ্গে পারমিতা গর্জে ওঠে, "ওর দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। বিড়ালের মত মিউ মিউ করছেন কেন? বত্রিশটা দাঁত আজ আর বেরোচ্ছে না? আসলে কি জান তো আগুনের সাথে খেলতে গেলে এইরকম পুড়তে হয়! তা তো বুঝিয়ে দিয়েছি- আশা করি। এবং আশা করি এটা সারা জীবন মনে থাকবে আপনার।„ মদন আর তার উত্তর না দিয়ে দিয়ে কেবল পারমিতার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়।
পারমিতা হাসির উল্লাসে বলে, "উর্মি চল এতদিন এর স্বাদ আজ আমার পূরণ হল।„
তখন উর্মি বলে, "তুই অন্যায় করলি।„
আবার সেই গর্জন! "তুই চুপ কর। কলেজের দেরি হয়ে গেছে- চল। দেখতে পেলি তো কিভাবে দাবালাম! বাছাধন আর কোনদিন আমার সাথে পাঙ্গা নিতে এলে পঞ্চাশ বার ভাববে।„ জয়ের তৃপ্তির হাসি ছুঁড়ে দিয়ে উর্মিকে নিয়ে এগিয়ে যায় পারমিতা।
দু-তিন দিন কেটে যায়। কলেজের সামনে সেই বড় ফেস্টুন- "বন্যাত্রাণের জন্য সাহায্য করুন„ অন্যদিকে তারা শুনতেও পায়- প্রিন্সিপাল নোটিশ দিয়েছে, ছাত্র ছাত্রীরা যে যেমন পারে সামর্থ্য অনুযায়ী যেন সাহায্য করে। হোর্ডিংটা যেন চেনা চেনা লাগছে! কোথাও যেন দেখেছে। ভাবতে ভাবতে উর্মি বলে, "জানিস এটা সেদিন মদন এর কাছে দেখেছিলাম!„
পারমিতা বলে, "হ্যাঁ হতে পারে, কলেজ থেকে মনে হয়- এটা লুকিয়ে নিয়ে কাজ চালিয়েছে। ও তো এখানেই থাকে। তারপর ওর জ্যাঠা না কাকা কে একজন, ওর কি একটা হয়- সে তো কলেজের মালী। ছিঃ ছিঃ! চুরিও করে! এইজন্যেই তো এই ক্যাটাগরির লোকদের আমার সহ্য হয়না।„
উর্মি বলে, "কি যে বলিস, না ও তো হতে পারে। ওকে ঘৃণা করিস বলে তুই যা তা বলিস- যা তা ভাবিস! এটা ঠিক নয়।„
"তুই থাম। ওকে নিয়ে আর কিছু বলিস না তো। বিরক্তিকর। বিরক্তিকর। বরং চল আমরা একশো টাকা নিয়ে দিয়ে আসি, সঠিক লোকের হাতে থাকবে।„ পারমিতার কথায় হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে বলতে উর্মি হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "আচ্ছা পারমিতা হোর্ডিংটার গায়ে লেখা "সিদ্ধার্থ রায়„ কে ও?„
"কোন পার্টির নেতা টেতা হবে! তুই জেনে এত কি করবি? চল টাকা দেওয়ার দরকার- দিয়ে আসি।„ উর্মি আবারো আনমনে ভাবতে থাকে- বলে, "উহু নামটা কোথাও যেন শুনেছি!„
"উফ হবে হয়তো। এখন চল। এখন চল।„

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। আলো আঁধারের সাথে সাথে গতানুগতিক জীবন চলে যায়। আজ বুধবার। সায়ন স্যারের টিউশন ক্লাস। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থমকে হঠাৎ থমকে যায় বলে, "তোমরা একটা কথা শুনেছ? আমার যে ছাত্র সিদ্ধার্থ, বলেছিলাম না তোমাদের একবার, খুব প্রিয় ছাত্র, আগে এমিনেন্ট অফ ফিজিকস-এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল, এবার ওর হাইড্রো মেকানিক্সের এক থিওরীর জন্য বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। গত পঞ্চাশ বছরে এরকম এপ্লাইড ম্যাথ-এ কেউ করে দেখায় নি! খবরটা গত পরশুর পেপারে বড় করে বেরিয়েছিল। পিএম থেকে সিএম- সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গত পরশুর পেপার খুলে দেখবে "কৃতি ম্যাথমেটিসিয়ান সিদ্ধার্থ রায়„ কথাটা শুনে উর্মি পারমিতাকে ফিসফিস করে বলে, "ওই মনে আছে বন্যাত্রাণ এর ফেস্টুনে ফেস্টুনে আহবায়ক সিদ্ধার্থ রায় ছিল!„
"ধুর! সেই সিদ্ধার্থ আর এই সিদ্ধার্থ এক নাকি? সে কোন পার্টির নেতা টেতা হবে। চুপ কর তো।„
"স্যার আপনার কাছে যদি কোনদিন উনি আসেন আমাদের একটু বলবেন, ওনাকে সামনে একবার দেখতে পেলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করব যে, উনি আমাদের স্যারের কাছে পড়েছিলেন। আমরা সবাইকে বলতে পারব।„ এক নিঃশ্বাসে পারমিতা কথাগুলি বলে। তার সাথে অন্যরাও বলে, "স্যার একবার যদি কথা বলার সুযোগ করে দেন।„
"ঠিক আছে ও তো এখন খুবই ব্যস্ত, যদি সুযোগ পাই তোমাদের সাথে দেখা করিয়ে দেব।„
টিউশন শেষে মেয়েদের মধ্যে সিদ্ধার্থকে নিয়ে কত কথা। পারমিতা জানতে চায়, "ওনার বয়স কত হবে বলতো?„
রিম্পা বলে, "শুনেছি ২৭-২৮ হবে।„
উর্মি বলে, "তুই কি প্রেমে পড়ে গেলি নাকি?„
"আরে আমরা প্রেমে পড়লে- ও আমাদের পাত্তা দেবে না। আরে পাত্তা দেওয়া তো দূরের কথা আমরা তার ছায়া মাড়াতে পারলেও এ জীবন ধন্য হয়ে যাবে।„
এমনি করে কয়েক দিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন কলেজে পারমিতা জানতে পারে সিদ্ধার্থ রায়কে নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির হলে সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হবে! দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু গুণী মানুষ আসবে। আমন্ত্রণপত্রের সংখ্যা সীমিত! ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কলেজের স্টুডেন্টদের ভাগ্যে আমন্ত্রণ লিপি জোটেনি। বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা পেয়েছে। যেহেতু সিদ্ধার্থ রায় সম্মিলনী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তাই এই কলেজের জন্য বেশি করে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছে, এই খবর শোনা মাত্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তোড় জোড় পড়ে গেছে! বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে যেন বেশি। পারমিতারা অংকের প্রসূন স্যারকে ধরে- কয়েকটা কার্ড ম্যানেজ করেছে।

আজ সংবর্ধনার দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টিনারি হলে চামেলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পাখির কূজন কলকলিয়ে হাজির পারমিতারা। পারমিতাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। টানা টানা চোখে কাজল- দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলির টান। কপালের সবুজ টিপটা যে মাধুকরীর নির্যাস! তা যে কোন পুরুষকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এরই ফাঁকে তারা হঠাৎ দেখতে পায় কয়েকজনের সাথে মদনকে! হ্যাঁ মদন-ই তো! এ এখানেও চলে এসেছে! উর্মি পারমিতাকে ইশারা করে। "সহ্য হয় না„ পারমিতার ভ্রু কুঁচকে উঠলো। "দেখ মদনকে আজ বেশ ভালো লাগছে। ব্ল্যাক জিন্স এর উপর সাদা হাফ হাতা শার্ট এ খুব স্মার্ট লাগছে।„ বললো উর্মি। অন্য মেয়েরাও সায় দেয়। "স্মার্ট না ছাই„ আরো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে পারমিতা। রিম্পা বলে ওঠে, "ওই মদনকে বলি আমাদের সামনের দিকে বসার যদি জায়গা করে দেয় যদি।„
পারমিতা গর্জে ওঠে, "না ওকে বলবি না, না বলবি না- না, আমরা ঠিক ভালো জায়গা পেয়ে যাব।„ এরপর দু,জনের চোখাচোখি। মদন না দেখার ভান করে। সামনে তিন- চারজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেয়ে "আসুন আসুন„ বলে ভেতরে নিয়ে যায়।
পারমিতা হেসে বলে, "দেখলি বেচারা আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কেমন কয়েকজন লোককে দেখে ভিতরে চলে গেল।„
উর্মি বলে, "দেখ, এই ভদ্র জায়গায় আবার তুই যেন ওর সাথে ঝগড়া করতে যাস না- বলে দিলাম।„ এবার ঔদ্ধত্যের স্বরে পারমিতা বলে, "এবার বুঝেছে ব্যাটা কার সাথে লড়তে এসেছিল। জীবনে আমার সামনে যতবার আসবে, মাথা নিচু করে পালাবে।„
"এরকম বলিস না; ও তো কিছু অন্যায় করেনি।„ ঠিক সেই সময় পিছন থেকে সায়ন স্যারের গলা। রিম্পা বলে, "স্যার আপনিও এসেছেন?„
স্যার হেসে বলে, "হ্যাঁ কাল ফোন করেছিল। আমারও ইচ্ছে ছিল সিদ্ধার্থর সাফল্যে সামিল হওয়ার।„ পারমিতা বলে, "স্যার অনুষ্ঠানের শেষে একবার আমাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবেন।„ অন্য মেয়েরাও বলে ওঠে, "হ্যাঁ- হ্যাঁ, প্লিজ স্যার!„
"ওর সময় হবে কিনা কে জানে? আচ্ছা আমি চেষ্টা করব।„ এই বলে সবাই হলের ভেতরে ঢুকে যায়। মঞ্চের কাছাকাছি বসার কোনো সুযোগ নেই। দেশের নামি- দামি অতিথিদের জন্য বরাদ্দ আসন। অনেক চেষ্টা করেও পারমিতারা সামনের আসন জোগাড় করতে পারলো না।
মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যপাল, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। মাইকে একে একে উপস্থিত হতে থাকে। এরপর দেশের বেশকিছু সাইন্টিস্ট সবার মুখেই সিদ্ধার্থ রায়ের প্রশংসা। মঞ্চের কাছাকাছি মিডিয়ার সাংবাদিকরা ঘোরাঘুরি করছে। পারমিতারা অপেক্ষায় অধীর। কোথায় সিদ্ধার্থ? কে সিদ্ধার্থ? মঞ্চে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ কি? কিন্তু যারা বসে আছেন তাদের বয়স তো প্রায় ৫০-৬০ হবে। না না, এরা কেউ নয়! এরা কেউ নয়। সিদ্ধার্থ রায়ের বয়স তো ২৭-২৮। পারমিতাদের মধ্যে এই আলোচনাই চলছে।
"দেখেছিস আরে মদনকে দেখ মঞ্চের পেছনের ডানদিকে!„ হাত দিয়ে বন্ধুদের দেখায় উর্মি।
"কোথায়? কোথায়?„ উর্মির দেখানোর দিকেই তাকায় পারমিতা। বলে "দেখ না, ওইখানে জলটল দিচ্ছে মনে হয়।„
উর্মি হেসে বলে, "হ্যাঁ হয়তো, কিন্তু মদন তো সিদ্ধার্থ রায়কে কাছ থেকে ভাল করে দেখতে পাবে! ভাব কি সৌভাগ্য!„ পারমিতা মুখ ভেঙ্গিয়ে বলে, "আরে হ্যাঁ- লেবার শ্রেণীর লোকগুলোর সত্যিই ভাগ্য ভাল হয়। আরে আমার পরিচিত একজন আছে যার বাড়িতে কাজ করে- একজন। তো উনি একাই থাকেন। কাজের জন্য ইউএস-এ যান, মাঝেমধ্যে।„
রিম্পা বলে, "ঠিক বলেছিস ওদের দিব্যি এরোপ্লেন চড়ে যাবার সুযোগ হয়ে যায়।„
এত কথা শুনে পেছন থেকে একজন পারমিতাদের ডেকে বলে, "আপনার একটু চুপ করুন সামনের মঞ্চে ওই ব্যক্তির কথাগুলো শুনতে দিন।„
পারমিতারা তারা সতর্ক হয়। সাউণ্ড কমিয়ে নিজেরা ফিসফিস করে কথা বলতে থাকে। ঘোষকের কথা এবার সবার কানে বাজলো- "এসে গেছে সেই শুভক্ষণ। এবার আমাদের রত্ন- বাঙালির রত্ন- দেশের রত্ন- পৃথিবীর রত্ন সিদ্ধার্থ রায়কে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি।„
হল ঘরের মধ্যে কোন আওয়াজ নেই। একটি পিন পড়লে সে শব্দও শোনা যাবে। ধীর পায়ে- মঞ্চে, উপস্থিত হলেন সিদ্ধার্থ। মুখে ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো হাসি। চোখে যেন লাজুক দৃষ্টি। মাইক্রোফোনটাকে হাতে নিয়ে শব্দ করে দেখছে সাউণ্ড কানেকশন ঠিক আছে কিনা। বিস্ময় কাটিয়ে তৎক্ষণাৎ পারমিতা বলে, "ও আচ্ছা এই বাছাধন এখানে মাইকটা ঠিক করতে এসেছে। আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। এই দু,পয়সার জলওয়ালা নাকি সিদ্ধার্থ রায়!!„ সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা বয়ে যায় পারামিতাদের মধ্যে।
"হ্যালো হ্যালো„ বলে পিছনের দিকে তাকায় সিদ্ধার্থ। বলে "ঠিক আছে„ "উপস্থিত গুণীজন শ্রদ্ধাভাজন সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আজকে আমার জন্য বহু দূর থেকে গুণীজনেরা এসেছেন আমাকে আশির্বাদ করার জন্য। এটা ভাবতেই মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি আমি এটা পাওয়ার যোগ্য? তবু বলব, ভালো লাগছে। মুম্বাইতে এমিনেন্ট অফ ফিজিকস বা অক্সফোর্ডে পুরস্কার মঞ্চে- অনেক অনেক আনন্দ হয়েছে ঠিকই কিন্তু আজ নিজের মাটিতে আমাকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে- এ আনন্দনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কি বলবো? আমার মুখ থেকে যেন কোন ভাষাই বেরোতে চাইছে না।„
গোটা হল তখন করতালিতে মুখরিত। মিডিয়ারা তার ছবি নিতে ব্যস্ত। শুধু কয়েকটি মেয়ে অর্থাৎ পারমিতারা অবাক হয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পারমিতার ঠোঁটে কাঁপুনি তারপর ধীরে ধীরে কাজল টানা চোখে জল আসতে শুরু করেছে। মঞ্চে তখন সিদ্ধার্থ ওরফে মদন বলে চলেছে, "আজকে এই দিনে দু,টি মানুষের কথা বলব। যাদের অবদান কোনদিনই এ জন্মে শোধ করতে পারবো না। আমি যখন এইচ এস পাস করি। *২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

২৭-এর পৃষ্ঠার পর

অঙ্কে তেমন ভাল ছিলাম না। মাত্র সিক্সটি টু পারসেন্ট পেয়েছিলাম। ম্যাথ অনার্স পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই নাম্বারে কোন নামি কলেজে তো দূরের কথা- কোন সাধারণ কলেজেও চান্স হলো না। জেঠু আমাকে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এনে এই বাঘাযতীন কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। আমার বাবা- মা অল্প বয়সেই মারা যান। ওখানে কাকুদের কাছে মানুষ। টিউশনে পড়ার মতো পয়সা ছিল না। জ্যেঠুই টাকা পাঠাতো। ওই টাকায় খাওয়া- দাওয়া স্কুলের বেতন সব চলত। জেঠু শুধু আমাকে টাকাই দিত না। আমার এক দিদি আছে, তাকেও বিয়ে দিয়েছেন। জেঠু-কাকার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা চালায়। জ্যেঠু কলেজের মালী হয়েও জলের ব্যবসা করত, মানে বাড়িতে বাড়িতে ড্রামে ড্রামে জল দিয়ে আসত। সারা জীবন বিয়েই করলেন না, শুধুমাত্র আমাদের জন্য।„ চোখের জল গড়িয়ে পড়ে সিদ্ধার্থর। বলতে থাকে "ভগবানকে দেখিনি কিন্তু জ্যেঠুকে দেখেছি। উনিই আমার ভগবান। উনি না থাকলে আজ রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করে বেড়াতাম। আমি আপনাদের সামনে জেঠুকে হাজির করতে চাই। আজ এই যে সিদ্ধার্থকে দেখছেন তার অনেকটাই আমার জেঠুর অবদান।„

ততক্ষণে জেঠু মঞ্চে হাজির। জেঠুর কাছে ভাইপো মাইক্রোফোন ধরায়। চোখে জল তার। "আমার গর্ব যে এইরকম একটা ভাইপো পেয়েছিলাম। আমার পরিচয় কলেজের মালী। পড়াশুনা তেমন করিনি। যতটা সামর্থ্য হয়েছে এদেরকেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি।„

জেঠুর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ বলে "যুগে যুগে আমি মালীর ভাইপো হয়েই জন্মাতে চাই, আমার ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। "জেঠু জলের ব্যবসায় আমায় যখন তখন নিয়ে যেত। জেঠুর বয়স হয়েছে, তাকে কাজ করতে না দিয়ে আমি নিয়ে যেতাম জলের ড্রামগুলো। জলে নানারকম কাজ করতে গিয়েই তো হাইড্রো মেকানিক্স- এর অনেক কাজ করতে পেরেছি। হয়তো ভবিষ্যতেও আরো কিছু করতে পারব। এখন জেঠুকে জলের ব্যবসা করতে বারণ করে দিয়েছি তবুও জেঠু শোনে না, কয়েকটা ছেলেকে দিয়ে করায়, যখন ছেলেরা না থাকে আমিও মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ি বাড়ি বাড়ি জল দিতে। এই জল দিতে যাওয়ার জন্যই তো জলের উপর রিসার্চ করতে আমার সুবিধা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে ডক্টর বসু বলে গেলেন আমি যেন না থামি। আত্মতৃপ্তি যেন না হয়। পারবো কিনা জানি না। কিন্তু চেষ্টা করব। অনেক দূরে যাওয়ার। সকলের আশির্বাদও ভালবাসা থাকলে আরো এগোতে চেষ্টা করব।„

একটু শ্বাস নিয়ে সিদ্ধার্থ বলে "এবার যার নাম উচ্চারণ করব- আমার জীবনে তার অবদান কোনদিন ভোলার নয়- সায়ন স্যার.. স্যার আপনাকে একবার মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি„

আবার বলতে শুরু করে- "অনেক বড় বড় ব্যাচ পড়ায় এমন অনেক স্যারের কাছে গেছি সেখানে তো শুধু নোটস এর বর্ষা হয়, আর নোটস এর বাইরে কিছু জানতে চাইলে ওনারা সবার সামনে অপমান করে বলেন- আগের পড়া করেছো? ওটা বলতো, এটা বলতো। মনে হয়েছিল ম্যাথ অনার্স পাশ করব কিন্তু কিছুই জানা হবে না। সবই মুখস্থ বিদ্যা; তারপরই এক বন্ধুর কাছে নাম্বার নিয়ে সায়ন স্যারের কাছে গেলাম। আমার অনেকখানি জ্ঞানচক্ষুতে আলো জ্বালালেন। অংকের প্রতিটি চ্যাপ্টারএ যেনো মনের ভিতর দক্ষ শিল্পীর মতো ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ওনার সান্নিধ্য পাওয়া পরম পাওয়া। সায়ন স্যার মানে হাতে কলমে প্রাকটিকাল। মনের মধ্যে উজ্জ্বল চিত্রকল্প আঁকেন। উনি না থাকলে আজকে আমি এই সিদ্ধার্থ রায় কোনদিনই হয়ে উঠতে পারতাম না।„

ততক্ষণে স্যার মঞ্চে উপস্থিত। স্যারকে প্রণাম করলো সিদ্ধার্থ। "এই স্যারের কাছে

আমি আজন্ম কৃতজ্ঞ।„

মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে আবেগ মিশ্রিত দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরলেন স্যার, বললেন "আমার বলার ভাষা নেই, এইরকম একটা ছাত্র আমার, কোন জন্মে- কোন ভালো কাজ করেছিলাম মনে হয়। শুধু এইটুকু বলবো বিজ্ঞানে যেন আইনস্টাইনের, হকিংসের বা ল্যাগ্রাঞ্জএর মতন বিজ্ঞানের আলো দ্বার খুলে দেয় এবং তার ভিতরে দক্ষিনের বাতাস বয়ে যায়। বাতাসের গন্ধে থাকুক ভারতবাসী সিদ্ধার্থ রায়ের নাম।„

উপবিষ্ট মঞ্চের সকল গুণিজনের কাছ থেকে সংবর্ধিত হয় সিদ্ধার্থ। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। এদিকে চোখের জল মনের আবেগের বাঁধ ভেঙে একটার পর একটা বেরোতে থাকে। মুখে কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ উর্মি লক্ষ্য করলেও কিছু বলেনি কিবা বলবে? উর্মি নিজেও যে এমনটা কল্পনা করতে পারেনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "তোর মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। তুই শান্ত হ। ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলে তোর হয়তো ভালো লাগবে।„

উর্মির কথা শুনে পারমিতা চোখের জল আরও দ্রুতগতিতে ঝরতে থাকে। কাঁপা গলায় বললো, "আমাকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল? এতো কাছে পেয়ে আমি এই রকম ব্যবহার করলাম? শুধুমাত্র নিজের অহমিকা বজায় রাখার জন্য?„

উর্মি বললো, "তুই আর আমি গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। অত বড় মানুষ দেখবি ঠিক ক্ষমা করে দেবে।„

এদিকে এর কিছুক্ষণ পর সংবর্ধনা সভা শেষ হলো। হলঘর খালি হতে থাকে। পারমিতারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সিদ্ধর্থকে দেখা গেল। কিন্তু তার চারপাশে অনেক লোকজন তাদের সাথেই কথা বলতে ব্যস্ত। এইরকম বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। স্যার এসে তাদের বলে গেল, "আজ তো সে খুবই ব্যস্ত- তোমাদের সাথে অন্য কোন দিন সময় হলে আলাপ করিয়ে দেব।„ তা শুনে অন্যেরা বলে, "চল কি আর করা যাবে? আমাদের ভাগ্য খারাপ।„ পারমিতা কোনও উত্তর করলো না। শুধু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো। উর্মি ওদেরকে চলে যেতে বলে- তার কাছে এসে বসলো। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। এর ফাঁকে বেশ কয়েকবার সামনে দিয়ে সিদ্ধার্থকে যেতে দেখা গেল। অনেকের সাথে কথা বলতে বলতে তার ফাঁকে পারমিতা সাথে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। আরো বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসে এরপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়। সিদ্ধার্থের সাথে আবার চোখাচোখি। এবার সিদ্ধার্থ এগিয়ে আসে। বলে, "কি ম্যাডাম আমায় অপমান না করে ফিরবেন না এইরকম কোন সংকল্প করে বসে আছেন নাকি?„ মুখে ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো পুরোনো হাসি। সেই হাসি যা পারমিতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। এখন সেই হাসি আরো আরো বেশি করে জল ঝরিয়ে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে হাত দুটো জোর করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "অনেক অন্যায় করেছি যদি ক্ষমা করে দেন।„ কি গাঢ় আঁকুতি! কি দেখছে সিদ্ধার্থ? এই মেয়েটি সেই মেয়েটা, দেখলে শরীরের শিরা-উপশিরায় যেন মায়া যায়। ইচ্ছে করছিল দুই হাত হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সিদ্ধার্থ বলে, "এ আমি কাকে দেখছি? যাকে আমি অগ্ন্যুৎপাতে ফুটতে দেখেছি আজ সে.....না না... আপনাকে এমন মানায় না। আগেরটাই ভালো ছিল। বেশ উৎসাহ পেতাম। ক্ষমা তো সবসময় জন্যই করে এসেছি- কোনো চিন্তা নেই। উঠে পড়ুন- বাড়ি যান। অনেক রাত হয়েছে। বাড়িতে চিন্তা করবে।" এবার উর্মির দিকে তাকিয়ে বলে, "যান- বাড়ি নিয়ে যান, বান্ধবীকে বোঝান- মুখের বাসন্তিকা বৃষ্টির প্রলাপে বিবর্ণ হতে বসেছে! পূর্বের মহিমায় ফেরান। যা আমার কাছে শীতল বৃক্ষছায়া। উঠুন- বাড়ি যান।„ এরপর ওরা উঠলো। সিদ্ধার্থ পারমিতাদের দু,এক পা এগিয়ে দিয়ে আসে।

তিন চার দিন দিন কেটে গেল, পারমিতার কোন সাড়া নেই! বন্ধুরা ফোন করলে বেশিরভাগ সময় ফোন রিং হয়ে কেটে যায়। যে মেয়ে চিৎকার করে করে- ঘর মাতিয়ে রাখত সে আজকাল প্রায়ই চুপচাপ থাকে। মা জানতে চাইলে বলে, "কিছু হয় নি।" প্রায় একা জানলার পাশে বাইরে আনমনা হয়ে তাকিয়ে থাকে। মার বকুনিতে পড়তে বসলেও হাইড্রোস্ট্যাটিক বইয়ের পাতায় যেন কার ছবি ভেসে আসে। একা মনে মনে কত কি ভেবে যায়। চারপাঁচ দিন ধরে যোগাযোগ নেই বলে উর্মি হাজির হয় পারমিতার বাড়িতে। দেখে আগের মত উচ্ছ্বাস নেই। সাজগোজের বালাই নেই। কেমন উদাস! উর্মি হেসে বলে, "বুঝেছি তুই মদনের প্রেমে পড়েছিস!„ কথাটা শুনে পারমিতা চোখে যেন চঞ্চলতা ফুটে উঠল। সামান্য হলেও ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল। "বুঝেছি চল ও যেখানে থাকে ওখানে গিয়ে একবার দেখা করি।„ পারমিতা কিছুক্ষণ ভেবে সায় দেয় কিন্তু আবার বলে, "এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না- এই কথাটা তুই আমার হয়ে বলে দিবি- প্লিজ।„

পরেরদিন সেজেগুজে পারমিতা উর্মির সাথে সিদ্ধার্থের বাড়ি যায়। জেঠুর সাথে কথা বলে জানতে পারে গতকাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে সিদ্ধার্থ। এখন বেশ কয়েক মাস ওখানে থাকবে। ওখান থেকে গবেষণা ও পড়াশোনার আমন্ত্রণ পেয়েছে। উর্মির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "ব্যাডলাক„। পারমিতা নীরব শান্ত উদাসী দৃষ্টিতে আনমনা হয়। চোখ থেকে ফোটা ফোটা জল ঝরে পড়ে। তার মনের মধ্যে দৃঢ়সংকল্পের নক্ষত্র জেগে ওঠে। ..... প্রতীক্ষা। ফোটা ফোটা অশ্রুর বিন্দুর মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রতীক্ষা যা মনের মধ্যে মধ্যে দৃঢ় সংকল্প একে যায়-

"আমি তোমারও বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস"

বোধদয়

তাসলিমা পলি

এখন ১৯৭১ সাল নয়, ২০১৯ সাল।

তপাৎ করতে কষ্ট হয়, কেন জানেন? ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। ঘাতক পাকিস্তান বাঙ্গালীদের চরম নির্যাতন করে। ৩ লাখ নারীর নামের পাশে আমরা বীরঙ্গনা উপাধি বসাই.... এটাই পাকিস্তানের কৃতিত্ব!

৩০ লাখ প্রাণ, ৩ লাখ বীরঙ্গনা, ৭ বীরশ্রেষ্ঠ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী সর্বোপরি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মত্যাগের বিনিময়ে তারা কি এমন একটি বাংলাদেশ চেয়েছিলেন? যেখানে নিজেরাই নিজেদের মা বোনদের ইজ্জত হনন করবে, ভাই হয়ে ভাইকে পিটিয়ে মারবে, শিক্ষক হয়ে ছাত্রীকে আগুন দিয়ে মেরে ফেলবে, পাঁচ বছর নয়...তিন বছর নয়...ছয় মাসের শিশুকেও তারা ধর্ষণ করবে...এগুলো তো সামান্য ওদের কাছে।

আচ্ছা যারা প্রাণ দিয়েছেন এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য, তারা যদি বুঝতে পারতো তাহলে প্রাণ দিয়ে হয়তো তারা এই দেশ স্বাধীন করতো না। যেখানে ৩০ লাখ প্রাণ, তাদের বিবেক জাগ্রত করতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জীবনানন্দ দাস, সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান এরা তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করতে পারেনি, তারা কি আদৌও মানুষ হবে? নাকি পশুর মতো মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশকে আরো ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে??

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS
LOOKING TO SET UP AN SMSF?
Call 02 8041 7359
GROW WITH US
- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING
GET
High Quality professional services with a competitive price!
Kinetic Partners
Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY
দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Darwich Quality Meats
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ
Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00
Suprovat Sydney Copy Right Protected
HALAL Certified
Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ
New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195
■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

EMPOWERED EDUCATION

Rosemont St Punchbowl 2196

ADMISSION OPEN

FOR K-12

ALL SUBJECTS TUTORED BY BAND 6 STUDENTS

- All subjects under one roof
- Each tutor has over 2+ years experience
- Individual attention (support tutors)
- Homework help
- Subject selection and Career advice
- Access to a wide variety of resources
- NAPLAN and HSC preparation

0469062941 empowerededucationpunchbowl@gmail.com

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, December 2019, Volume-12, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

Grameen Restaurant

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Grameen Restaurant

1/52 Railway Parade, Lakemba, NSW 2195

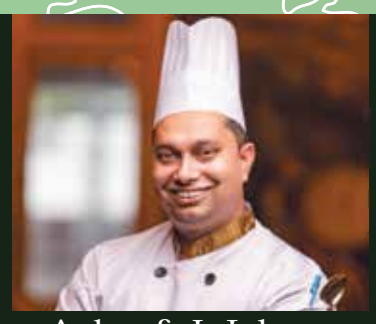

AshrafuL Islam